উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

ঢাকায় প্রয়াত বদরুদ্দিন উমর
» ৭

আবার রুশ হামলা

ইউক্রেনে আবার হামলা রাশিয়ার। শনিবার রাতে কিভ লক্ষ্য করে ৮০০ ড্রোন ও ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ সেনা। হামলায় এক মহিলা ও শিশু সহ কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

এশিয়ার তাজ রক্ষার প্রতিশ্রুতি হার্দিকদের
» ১১

২২ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 8 September 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 112

সহজ তবু সংশয়

নয় বছরের অপেক্ষা। বহু বিতর্ক নিয়ে কার্যত নির্ঝঞ্ঝাটেই রবিবার হয়ে গেল এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। গোটা রাজ্যেই এদিন পরীক্ষা দিয়েছেন ভিনরাজ্যের বহু চাকরিপ্রার্থী। উত্তরপ্রদেশ থেকে সংখ্যাটা চোখে পড়ার মতো। যাঁরা প্রথমবার পরীক্ষা দিলেন তাঁরা তো বটেই, পুরোনোরাও কিন্তু নিয়োগ নিয়ে সংশয়ে।

৩ কন্যার কেউ অজ্ঞাতবাসে, কেউ পরীক্ষাকেন্দ্রে

তমালিকা দে ও দীপেন রায়

শিলিগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : এসএসসি'র নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে উত্তরের তিন কন্যাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। মেখলিগঞ্জের অঙ্কিতা অধিকারী এবং শিলিগুড়ির অনামিকা রায় ও ববিতা সরকার। রবিবার যখন রাজ্যে নতুন করে এসএসসি'র নিয়োগ-পরীক্ষা হচ্ছে, তখন সেই তিনমূর্তি কী করলেন? অনামিকা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

তো পরীক্ষা দিয়েছেন, আর ববিতা নাকি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তাঁর পরীক্ষা আগামী রবিবার। আর অঙ্কিতার নাম তো সদ্য প্রকাশিত দাগিদের তালিকায় রয়েছে। তিনি আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতাকে নিয়ে গত কয়েক বছরে তো যারপরনাই হইচই হয়েছে। মেধাতালিকায় তাঁর নাম ছিল না। ২০১৮ সালে পরেশ অধিকারী তৃণমূলে যোগ দিতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ওয়েটিং লিস্টে হঠাৎ প্রথম স্থানে উঠে আসে অঙ্কিতার নাম। পরে তিনি বাড়ির কাছেই মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পান। সেই নিয়োগ থেকেই শুরু হয় তীব্র বিতর্ক, যা সংবাদমাধ্যমে বহুলচর্চিত। ২০২২ সালে আদালতের রায়ে অঙ্কিতার চাকরি খারিজ হয়ে যায়। তখন বিষয়টি ফের আলোচনায় উঠে আসে। তারপর একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়।

রবিবার নতুন করে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার দিন কার্যত অজ্ঞাতবাসে ছিলেন অঙ্কিতা ও তাঁর বাবা পরেশ। দলীয় সূত্রে দাবি, তাঁরা কলকাতায় দলের কাজে গিয়েছেন। এসএসসি মামলায় সিবিআইয়ের আলিপুর বিশেষ আদালতে জামিনের দিন

এরপর দশের পাতায়

ববিতা সরকার, অঙ্কিতা অধিকারী ও অনামিকা রায়।

পরীক্ষা শেষে হাসিমুখে। বালুরঘাটের একটি কেন্দ্রে। রবিবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

ভিনরাজ্যের স্রোত রাজনীতির হাতিয়ার

উত্তরপ্রদেশ সরকার চাকরি দিতে চায় না। চাকরির বদলে সরকার যুবসমাজকে 'সাধুবাবা' তৈরি করতে চায়। তিন বছর ধরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ নেই। -হনুমত চৌরাসিয়া, *উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের বাসিন্দা*

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : চাকরিপ্রার্থীদের যে রাজ্যের সীমানায় বাঁধা যায় না, প্রমাণ হল এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায়। রবিবার রাজ্যজুড়ে ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের ভিড়ের এই ছবিটাই আবার হয়ে গেল রাজনীতির হাতিয়ার। ভিনরাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় বাংলায় দলে দলে পরীক্ষার্থীদের এই স্রোত বলে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল।

তবে এতে বাংলার চাকরিপ্রার্থীদের সুযোগ কমে গেল বলে ক্ষোভও ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজারের মতো শহরের পরীক্ষাকেন্দ্রে উত্তরপ্রদেশের চাকরিপ্রার্থীদের ভিড় থাকায় তৃণমূলের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য সেই প্রচারকে আরও হাওয়া দিয়েছে।

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে এসে যেমন উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের হনুমত চৌরাসিয়া বলেন, ''উত্তরপ্রদেশ সরকার চাকরি দিতে চায় না। চাকরির বদলে সরকার যুবসমাজকে 'সাধুবাবা' তৈরি করতে চায়। তিন বছর ধরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ নেই। আগাম না জানিয়ে চাকরির পরীক্ষা আমাদের রাজ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়।''

একই রাজ্যের অযোধ্যার বাসিন্দা অনিল জয়হিন্দের বক্তব্য, 'উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নের স্রোত কেবল কাগজে।' তাঁরও অভিযোগ, 'বছরের পর বছর নিয়োগ হচ্ছে না উত্তরপ্রদেশে। আমাদের রাজ্যে নিয়োগ হলে বাইরের রাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হত না।' প্রয়াগরাজের বাসিন্দা অর্চনা যাদব শিলিগুড়িতে

রোল নম্বর ও পরীক্ষার হল খুঁজছেন চাকরি প্রার্থীরা। কোচবিহারে।

পরীক্ষা দিয়ে বলেন, 'আমাদের রাজ্যে অনেক দিন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না।'

এই পরিস্থিতি দেখে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'শকুনের অভিশাপে গোরু মরেনি। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ডাবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্যগুলিতে চাকরিপ্রার্থীরা হতাশ। ওই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে চাকরিপ্রার্থীরা বাংলায় আশার আলো দেখছেন। বাংলায় ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের জন্য বাধা নেই। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল, অন্য রাজ্যের হাল কতখানি খারাপ।'

বিরোধীদের অবশ্য যুক্তি, অন্য রাজ্যে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার প্রবণতা খুব স্বাভাবিক। সিপিএমের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মত, 'প্রতিবারই বাইরের রাজ্য থেকে প্রচুর পরীক্ষার্থী আসেন। এটা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার। বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানোর কী আছে, বুঝলাম না। তৃণমূল এটাকে অযথা রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর চেষ্টা করছে।'

তবে সিপিএমের আরেক নেতা সুজন চক্রবর্তীর কিছুটা ভিন্ন মত। তাঁর কথায়, 'এরাজ্যে যে চাকরি বিক্রি হয়, জেনে গিয়েছে সারা দেশ।

এরপর দশের পাতায়

ভোজনপুরে ভাঙন পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ছবি : জয়দেব দাস

ভোজনপুর গিলছে তোর্ষা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : ভাগ্যিস তিন-চারদিন আগে খুঁটি থেকে তার খুলে নিয়েছিল বিদ্যুৎ দপ্তর। বলছেন ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ আমবাড়ি ভোজনপুর গ্রামের বাসিন্দারা। কারণ, রবিবার বিদ্যুতের সেই খুঁটিটি তোর্ষার গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। সেই এলাকায় তোর্ষার করাল গ্রাসে শয়ে শয়ে বিঘা জমিজিরেত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জমিজিরেত হারিয়ে অনেকেই সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখে। পরিস্থিতি ভয়াবহ।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণেই এমনটা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সেচ দপ্তর। এদিকে, প্রতিদিন এলাকার বিভিন্ন জমি যেভাবে তোর্ষার গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে, তাতে ঘুম উড়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। ভাঙনের ভয়াবহতার খবর পেয়ে সেচ দপ্তরের তরফে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন আধিকারিক ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে গিয়েছেন। রবিবার ঘটনাস্থলে যান নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, খোকন মিয়াঁ প্রমুখ। তাঁরা গিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেন।

সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দপ্তরের তরফে সেখানে ইতিমধ্যেই ভাঙন রোধের কাজ শুরু হয়েছে। এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসেছেন। বর্ষার পরে নতুন করে ডিপিআর তৈরি করে রাজ্য সেচ দপ্তরের কাছে জমা দেওয়া হবে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ভোজনপুর এলাকায় হাজারখানেক পরিবার বসবাস করে। এর মধ্যে শতাধিক পরিবার তোর্ষা নদীর ভাঙনের মুখে পড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেচ দপ্তর প্রাথমিকভাবে বাঁশের খাঁচা দিয়ে ভাঙন রোধ করার চেষ্টা করছে। যদিও তা খুব বেশি কাজে আসছে না। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরেই এলাকায় ভাঙন চলছে। এই অবস্থায় এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য জেলা প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের কাছে স্থানীয়রা একাধিকবার দরবার করেছেন। সূত্রের খবর, ওখানে ১৪০০ মিটার বাঁধ তৈরি করার জন্য সেচ দপ্তরের তরফে একবার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। সেজন্য প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ হবে বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে কোনও কারণেই হোক, তা আর হয়নি। এলাকাবাসীর ক্ষোভ, প্রশাসন দীর্ঘদিন হাত গুটিয়ে বসে ছিল। তাই

ব্যর্থ চেষ্টা

- ভোজনপুর এলাকায় হাজারখানেক পরিবার বসবাস করে
- এর মধ্যে শতাধিক পরিবার তোর্ষা নদীর ভাঙনের মুখে পড়েছে
- সেচ দপ্তর প্রাথমিকভাবে বাঁশের খাঁচা দিয়ে ভাঙন রোধ করার চেষ্টা করছে
- যদিও তা খুব বেশি কাজে আসছে না

এবছর ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ভোজনপুরের বাসিন্দা আজিদুল হক বলছিলেন, 'আমাদের প্রায় ২৫ বিঘার মতো চাষের জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। তার মধ্যে এ বছরই প্রায় ১০-১৫ বিঘা গিয়েছে। এছাড়া আমার, আমার বাবা মজিবুর মিয়াঁ সহ আমাদের কাকাদের সকলেরই বেশ কিছু ঘর নদীর গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। আমরা সর্বস্বান্ত হতে বসেছি।'

আরেক বাসিন্দা খয়বরউল্লা মিয়াঁরও প্রায় ১৫-২০ বিঘা জমি নদীর গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

অভিশাপের ভয় নয়, বেঁচে থাকুক সহমর্মিতা

দীপ সাহা

হুসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজার সামনে লম্বা লাইন। গাড়িটা ব্রেক কষতেই উইন্ডস্ক্রিনের সামনে অকস্মাৎ এসে হাজির দুটো হাত। গাঢ় অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। তালির শব্দ কানে পৌঁছে গিয়েছে ততক্ষণে। জানলার কাচ নামিয়ে হাতে দশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট দিতেই পালটা তা মুখের ওপর ছুড়ে মারলেন দাঁড়িয়ে থাকা শাড়ি পরিহিতা। সঙ্গে বয়ে গেল কুকথার বন্যা। দাবি একটাই, 'একশো টাকা চাই'। কথা না বাড়িয়ে হাতে একটা কুড়ি টাকার নোট ধরিয়ে জানলার কাচ তুলে এগিয়ে চললাম। একগাদা 'অভিশাপ' নিয়েই সেদিন ফিরতে হয়েছিল।

পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে ওঁদের রোজকার রমরমা। আজ থেকে নয়, বহু যুগ ধরে। যাত্রাপথে এখন তো তালির শব্দ শুনলেই আড়চোখে নিদ্রায় যান কেউ কেউ। বাকিরা আবার সুড়সুড় করে হাত ঢোকান পকেটে। দশ টাকা, কুড়ি টাকা যে যেমন পারেন দেওয়ার চেষ্টা করেন। দিলখুশ হলে মেলে 'আশীর্বাদ'। আর তা না হলেই নেমে আসে অভিশাপের খাঁড়া। কিছু ক্ষেত্রে অশালীনতাও হজম করতে হয়। ভদ্রস্থ গেরস্থ কি আর চায় সেসব হ্যাপা সামলাতে! তাই দাবি পূরণে কোনও কসুর করেন না তাঁরা।

আজকাল ওটিটির দৌলতে গণেশ থেকে গৌরী হওয়ার গল্প অনেকেই জানেন। মুম্বইয়ের ট্রান্সজেন্ডার কর্মী গৌরী সাওয়ান্ত কীভাবে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়েছেন সেকথাও তাঁদের জানা। রাতের অন্ধকার কাটলে যেমন ভোর আসে, তেমনই ওঁদেরও জীবনে সেই ভোর এসেছিল ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল। বৃহন্নলাদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কণ্টকাকীর্ণ পথ অবশ্য ফুরোয়নি। কারণ এই সভ্যসমাজের কেউ কেউ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি নারী-পুরুষের মতো ওঁরাও মানুষ। ধীরে ধীরে অবশ্য বুঝতে শিখছেন অনেকে।

এরপর দশের পাতায়

শতাব্দীপ্রাচীন মন্দির থেকে মূর্তি চুরি

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ সেপ্টেম্বর : ঘোকসাডাঙ্গা থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে শতাব্দীপ্রাচীন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে হানা দিল চোর। শনিবার রাতের ওই ঘটনায় চুরি গিয়েছে মন্দিরে থাকা তিনটি মূর্তি ও একটি সিংহাসন। রবিবার সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতে না হতেই এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মন্দির কমিটি অবশ্য এব্যাপারে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভির ফুটেজ সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা থানার একদম কাছাকাছি একটি শতাব্দীপ্রাচীন শিব মন্দির আছে। সেই মন্দির চত্বরেই আবার একটি কালী মন্দির ও একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির অছে। সেই মন্দির দুটিও শ-খানেক বছর পুরোনো। মন্দির কমিটি সম্প্রতি সেই প্রাচীন শিব মন্দিরটিকে ভেঙে নবরূপে সংস্কার করে সুদৃশ্য করে তোলে। কিন্তু পাশে থাকা রাধাকৃষ্ণ ও কালী মন্দিরের তেমন সংস্কার হয়নি। সেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটিকেই টার্গেট করেছে চোরেরা। সেখান থেকে অষ্টধাতুর দুটি গোপালের মূর্তি, একটি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও একটি সিংহাসন চুরি গিয়েছে। সেই মন্দিরের স্থায়ী পুরোহিত সুকান্ত চক্রবর্তী। অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালেও তিনি মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়,

'আমি পুজো দিতে মন্দিরে ঢোকার পরেই এই ঘটনা দেখতে পাই।' তারপর তিনি গোটা বিষয়টি মন্দির কমিটির সদস্যদের জানান। মন্দির কমিটির সম্পাদক নির্মল

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

সিমেস্টারে আজ প্রথম উচ্চমাধ্যমিক
» পাঁচের পাতায়

সেরা পরিচালক পুরস্কার পুরুলিয়ার কন্যার
» সাতের পাতায়

মা আসছেন **২০** দিন পর

বৃষ্টি মাথায় জমজমাট পুজোর বাজার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার দুপুরে তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ছাতা মাথায় নিয়ে হরিশ পাল চৌপথির একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে ঢুকলেন দেবারতি বিশ্বাস। দোকানের এক কোণে ভিজে ছাতাটি রেখে পুজোর কেনাকাটা সারলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে যখন হাতে কয়েকটি পোশাকের ব্যাগ নিয়ে সেই ছাতা মাথায় দিয়েই দোকান থেকে বের হচ্ছেন তখন মুখে স্বস্তির হাসি।

নাছোড়বান্দা বৃষ্টিতেও পুজোর মাসের প্রথম রবিবার কেনাকাটার উৎসাহে ভাটা দেখা যায়নি। কেন? জানতে চাইলে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন দেবারতি, 'বাঙালি ছাতা মাথায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়তে পারে আর বৃষ্টিতে পুজোর কেনাকাটা করতে পারবে না? মাস পয়লায় বেতন হওয়ার পর কেনাকাটার জন্য প্রথম রবিবারের অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

কোচবিহারে একটি দোকানে শাড়ি বাছাই।

দেবারতির মতো এদিন বহু মানুষই কেনাকাটায় মেতেছেন। মাসপয়লা হওয়ায় অনেকেরই পকেট বেশ গরমই। তাই এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেই দেদার চলল পুজোর কেনাকাটা। বিভিন্ন বাজারের দোকানপাটগুলি থেকে শুরু করে নামী শপিং মল, সব জায়গাতেই ক্রেতাদের ভিড় উপচে পড়ে। কোচবিহারের একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রবীর দাসের গলায় উচ্ছ্বাসের সুর। বললেন, 'খুব ভালো ব্যবসা হয়েছে। পুজোর আগে ব্যবসা আরও ভালো হবে এই আশাই করছি।' শেষ কয়েকবছরে কোচবিহারে বেশ কিছু শপিং মল গড়ে ওঠার পাশাপাশি ও বহুজাতিক সংস্থার স্টোরও খুলেছে। বিভিন্ন ছাড়ের চমকের পাশাপাশি অফারও চলছে সেখানে।

এরপর দশের পাতায়

জয়ন্তী-অশোক ছাড়াই সাজছে কলাবৌ

আজকাল জয়ন্তী আর অশোক গাছের বড়ই আকাল। কলাবৌ সাজাতে যে নয়টি গাছ লাগে তারমধ্যে এই দুটি অন্যতম। বাধ্য হয়ে বিকল্প বেছে নিতে হচ্ছে পুরোহিতদের।

পুজো সংবাদ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কলা গাছ, সাদা কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান গাছ।

কলাবৌ সাজাতে গেলে প্রয়োজন হয় এই নয়টি গাছ। বাকি গাছগুলি সহজে জোগাড় করা গেলেও গোল বাধছে জয়ন্তী আর অশোক গাছ নিয়ে। কলাবৌ সাজাতে জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড় করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে দুর্গাপুজোর আয়োজক থেকে শুরু করে পুরোহিতদের।

পুজোর সময় বিধি পালনে অনেক ক্ষেত্রেই জেনেবুঝে গোঁজামিল দিয়েই মেলাতে হচ্ছে নবপত্রিকা। জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড়ে ব্যর্থ হলে বেলের ডাল বা অন্য কোনও গাছকেই মনে মনে 'বিকল্প' হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ সারতে হচ্ছে। এমন কথা অবশ্য সরাসরি স্বীকার করছেন না পুরোহিতরা। তবে আত্মরক্ষার ঢংয়ে বলছেন, পঞ্চমৃত্তিকা, নীলপদ্ম কিংবা সাত সমুদ্রের জলই বা আমরা কোথায় পাই? প্রায় ঠিকঠাকভাবে দুর্গাপুজো করতে অন্তত চারজন পুরোহিত দরকার। এত দাবি করলে আয়োজকরা তো সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন।

পুজোমণ্ডপে ঘোমটায় এয়োস্ত্রী'র সাজে গণেশের পাশে দাঁড় করানো কলাবৌ বা নবপত্রিকায় কলা গাছ হল দেবী ব্রহ্মাণীর প্রতীক। সাদা কচু হল সাক্ষাত দেবী কালিকা। হলুদ গাছ উমারূপী দুর্গা। জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্তিকী। দেবী শিবার রূপ বেল গাছ। দেবীর রক্তদন্তিকা রূপের প্রতীক ডালিম গাছ। অশোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতা। দেবী চামুণ্ডার প্রতীক মানকচু এবং দেবী লক্ষ্মীর রূপকল্প হল ধান গাছ। বাংলার গ্রামীণ লোকায়ত দেবদেবী, সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস নিয়ে গবেষণা করা ডঃ রত্না রায়ের কথায়, 'অসুরনাশিনী দেবীর বদলে ঘরের মেয়ে উমা হিসেবেই দুর্গাকে দেখতে চেয়েছেন গড়পড়তা বাঙালি।

স্নান করানো হচ্ছে কলাবৌকে। (ইনসেটে) বাঁয়ে অশোক, ডানে জয়ন্তী।

এরপর দশের পাতায়

ট্রেনের কামরায় অপেক্ষা... নিউ কোচবিহার স্টেশনে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সুকান্তর এক্স পোস্টে রবির ছবিতে আগুন

নিশানায় চাঁচল কলেজের টিএমসিপি

কল্লোল মজুমদার

চাঁচল, ৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় তৃণমূলের তরফে সেনার আওতাধীন জমিতে বাঁধা প্রতিবাদ মঞ্চ খুলে ফেলার ঘটনায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা মোদি-শা'র ছবি পোড়ানোর পাশাপাশি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতেও আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই নিয়ে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। ঘটনাটি গত মঙ্গলবারের হলেও রবিবার সেই ভিডিও (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) প্রকাশ্যে আসে। সুকান্ত মজুমদার এই নিয়ে কটাক্ষ করে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'অশিক্ষা, বর্বরতা ও ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছালে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে পারে!' তাঁর আরও সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তথাকথিত ভাষা আন্দোলন-এর নামে যেসব ভণ্ডামির নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে, মালদার এই ঘটনাও তারই জঘন্য বহিঃপ্রকাশ। কবিগুরুর ছবি দাহ করার অপচেষ্টার মতো নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে যদি প্রতিবাদের অংশ হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তবে সেটি বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

যদিও এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা তৃণমূলের নেতারা।

মঙ্গলবার চাঁচল কলেজ ইউনিট টিএমসিপি-র উদ্যোগে বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সেই সময় কলেজের গেটের

> ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, এই ঘটনা কাম্য নয়। যদি সত্যি এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।
>
> **প্রসূন রায়** জেলা সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস

সামনে বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল মনীষীদের ছবি। বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, তখন পুড়িয়ে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, নেতাজির ছবি।

কলেজ পড়ুয়াদের দাবি, সেদিন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু সরকার, চাঁচল কলেজ টিএমসিপি ইউনিটের সভাপতি নাসিমুল হক সোহেল, কলেজ ইউনিটের কোর কমিটির সদস্য বাপি আলি, রকি হোসেন, ফাইয়াজ আলম, মিরাজ হোসেন সহ অন্যরা।

ঘটনায় বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'আমরা কোন বর্বর রাজ্যে বাস করছি, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। তৃণমূল মুখে বাংলার কথা বলবে আর রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আগুন দেবে, তা হয় না। মানুষ সব বুঝতে পারছেন। তৃণমূলের জমানায় বাংলার ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জানি না, পুলিশ কী করছে? অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' এই ঘটনার প্রতিবাদে কুশমণ্ডিতে বিজেপি পথ অবরোধ করে।

যদিও টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের সাফাই, 'আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। মনে হয় না কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ঘটনা ঘটাবে। তবে ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, এই ঘটনা কাম্য নয়। যদি সত্যি এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।'

ট্রেনের নতুন স্টপ

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নত করতে এবং ভ্রমণে আরও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করতে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের জন্য নতুন স্টপ চালু করেছে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে, ট্রেন নম্বর ১৩১৪১/১৩১৪২ (শিয়ালদা-নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদা) তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসকে কানকি স্টেশনে নতুন স্টপ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে, আজমনগর রোড স্টেশনে ট্রেন নম্বর ১৩১৪৫/১৩১৪৬ (কলকাতা-রাধিকাপুর-কলকাতা) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নম্বর ১৩০৫৩/১৩০৫৪ (হাওড়া-রাধিকাপুর-হাওড়া) কুলিক এক্সপ্রেসের জন্য স্টপ দেওয়া হয়েছে। এই নতুন স্টপগুলি বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে উপকৃত করবে। যার ফলে আঞ্চলিক যোগাযোগ মজবুত হবে। পাশাপাশি ভ্রমণও স্বাচ্ছন্দ হবে।

দাঁড়িয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস

ক্রসিংয়ে লরি, গেট খোলাই

এই মালবাহী গাড়ি থেকেই সিমেন্ট আনলোডিংয়ের কাজ চলছে।

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রেললাইন দিয়ে একনাগাড়ে লরি যাওয়ার জন্য লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি রেলকর্মী। যার জেরে স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকল রাজধানী এক্সপ্রেস। প্রায় ৮-১০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি। একইসঙ্গে তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসকে স্বাভাবিকের থেকে বেশি সময়ে স্টেশনে রাখা হয়। রবিবার এমন ঘটনায় কিছুটা হলেও বিপাকে পড়তে হয়েছে রেলের আধিকারিকদের। তবে ধূপগুড়িতে ২টি ট্রেন বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকলেও পরবর্তীতে টাইম মেকআপ করে গন্তব্যের দিকে গিয়েছে ট্রেন ২টি।

রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেস ও শিয়ালদাগামী তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস গড়ে ৮-১০ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল। মূলত রেলস্টেশনের পাশেই ইয়ার্ডে মালবাহী ট্রেন (সিমেন্টবোঝাই) দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানেই সিমেন্ট ওঠানো-নামানোর কাজ চলছিল। সিমেন্ট ওঠানো-নামানোর জন্য স্টেশনের ইয়ার্ডে ট্রাক চলাচল করছিল। ইয়ার্ডে ট্রাক চলাচলে ভিড় জমে গিয়েছিল।

এমনকি সেখানে কর্মরত কর্মীও নতুন ছিলেন। তিনি ভিড় দেখে কিছুটা হিমসিম খেয়ে যান। এতেই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।

ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মনোজ সিং বললেন, 'ইয়ার্ডে সিমেন্ট লোডিং ও আনলোডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই কারণেই ট্রাক যাতায়াত করছিল। এই ভিড়েই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।'

তবে স্টেশনে মালবাহী ট্রেন ঢুকলে ওই চত্বর দিয়ে ট্রাক চলাচল নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ হয়। কখনও

> ইয়ার্ডে সিমেন্ট লোডিং ও আনলোডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই কারণেই ট্রাক যাতায়াত করছিল। এতে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।
>
> **মনোজ সিং** সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ধূপগুড়ি স্টেশন

বেপরোয়াভাবে ট্রাক চলাচল করছে, তো কখনও সিমেন্টবোঝাই ট্রাকগুলি ত্রিপল দিয়ে না ঢেকে, ধুলো উড়িয়ে চলছে। একাধিকবার রেল কর্তৃপক্ষ ও ট্রাকচালকদের জানিয়েও সুরাহা হয়নি বলেও অভিযোগ।

এক যাত্রী রাজেশ ঘোষের কথায়, 'এটি নতুন ঘটনা নয়, স্টেশনের ইয়ার্ডে ট্রাকগুলি মালবোঝাই করার জন্যে নিজেদের মধ্যেই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এতে বেপরোয়াভাবে যেমন ছুটছে, তেমনি ধুলো উড়িয়ে বিরক্ত করে তুলছে। এদিনও একই ঘটনা ঘটিয়েছে।'

জিএসটি কমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত শ্যাম স্টিলের

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিমেন্টের ওপর জিএসটি ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করেছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের নির্মাণ ও আবাসন ক্ষেত্র।

শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ডিরেক্টর ললিত বেরিওয়ালা এই সম্পর্কে বলেন, 'সরকারের এই সিদ্ধান্ত একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। সিদ্ধান্তটি নির্মাণ খরচ ও আবাসন ব্যয়কে কমাতে সাহায্য করবে। সঙ্গে দেশের পরিকাঠামো বৃদ্ধির হারকে বাড়াতে সাহায্য করবে।'

তিনি আরও বলেন, 'সিমেন্ট ও ইস্পাত হল নির্মাণশিল্পের মেরুদণ্ড। এই পদক্ষেপ নির্মাণ ক্ষেত্রকে সহায়তা করবে এবং ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড হল বর্তমানে দেশের অন্যতম টিএমটি বার প্রস্তুতকারক সংস্থা। সংস্থাটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন ভারতীয় রেল, প্রতিরক্ষা সহ একাধিক পরিকাঠামো উদ্যোগকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

তারা টিএমটি বার, স্পঞ্জ আয়রন ও ফেরো অ্যালয় উৎপাদন করে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও তাদের ব্যবসা রয়েছে।

NOTICE
In the Court of Ld. Civil Judge, Sr. Division (S), Cooch Behar
Misc. Probate Case 05/2024.
Kiran Chandra sarkar @Kiran Sankar Sarkar
...Petitioner.
It is notified for General Information that Sri Kiran Chandra Sarkar @Kiran Sankar Sarkar of Vill. Kalarayerkuthi, P.O. & P.S. Pundibar, Dist. Cooch Behar filed an application of grant of Probate of the will of deceased Smt. Chameli Talukdar W/O. Lt. Basanta Talukder of Vill. Madhya Kalarayerkuthi, P.O. & P.S. Pundibar, Dist. Cooch Behar before this court. If anybody has any objection/claim he/ she may appear and filed objection within 1 month before this court after publication of this notice failing which the matter will be heard exparty.
By order
Supriya Mandal
Sheristadar
Ld. Civil Judge, Sr. Division
Cooch Behar

বিক্রয়

জমি বিক্রয় করতে চাই, পাতি কলোনি, 47 No. Ward- 2½ কাঠা। M : 7001443173. (C/118213)

জ্যোতিষ

সূরাচার্য্য (জ্যোতিষ গোল্ড মেডেলিস্ট) শিলিগুড়িতে বসছেন হোটেল প্রকাশে এই মাসে 6/9 থেকে 10/9 (M) 9123306469. (C/117954)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি/কুচবিহারবাসীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। সিরিয়াস ব্যক্তি আবশ্যক। 8240311982. (K)

•

শিলিগুড়ি সেবক রোডে দরজা এবং U.P.V.C Window শোরুমের জন্য সেলসম্যান লাগবে। M : 8001040040.

হারানো/প্রাপ্তি

গত 12/07/25 তারিখে আমার কাস্ট সার্টিফিকেট (Old No. 1908/APD-I/SC & New No. WB2001SC201300580) হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। প্রভাত বর্মন, পিতাঃ গৌরাঙ্গ বর্মন, মেজবিল, আলিপুরদুয়ার, ফোন - 9382357309. (C/118214)

অ্যাফিডেভিট

Birth Certificate আমার ও স্বামীর নাম ভুল থাকায় 29/5/25 তারিখে মেখলিগঞ্জ 1st Class Magistrate-এ আমার নাম Latika Khatun ও স্বামীর নাম Jakir Md করা হলো।

•

আমি Abdul Mannan Miya, S/o Karim Miya, সাকিন- রুনিবাড়ি, নিশিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার 2/9/25 তারিখে মাথাভাঙ্গা ই এম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, 17-09-1987 তারিখে আমার জন্ম হয়। (C/117963)

•

আমি Rakhal Dey (Old Name) পিতা মৃত Narendra Ch. Dey ঠিকানা- Hitendra Narayan Road By Lane Tetul Tala, Ward No. 18, Cooch Behar, Pin- 736101, West Bengal নোটারি পাবলিক/ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট Alipurduar কোর্ট, Dist- Alipurduar-এর Affidavit দ্বারা (New Name) Rakhal Chandra Dey নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 469 Dated 3/9/25 (Old Name ও New Name) একই ব্যক্তি। (B/S)

ফের বেফাঁস তৃণমূলের রহিম বক্সী

পদ্মের বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢালার হুমকি

মুরতুজ আলম

সামসী, ৭ সেপ্টেম্বর : ফের বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। এবার বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢালার হুমকি দিয়েছেন তিনি। চাঁচল-২ ব্লক তৃণমূলের তরফে গৌড়হণ্ড এনায়েতনগরে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর আক্রমণ এবং বাংলা ভাষার অপমান নিয়ে একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজিত করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় সেখানেই ফের বিতর্কিত মন্তব্য করেন রহিম বক্সী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন,জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, জেলা পরিষদ সদস্যা রেহেনা পারভিন, দলের চাঁচল-২ ব্লক সভাপতি আবু কালাম আজাদ প্রমুখ। সেই সমাবেশের মঞ্চ থেকেই একের পর এক বেফাঁস মন্তব্য করেন দলের জেলা সভাপতি।

সেখানে বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢেলে কণ্ঠ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। শুধু তাই নয়, এলাকায় কেউ বিজেপি করলে বয়কট করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন। এমনকি বিজেপির পতাকা ছেঁড়ার পাশাপাশি সাংসদকে পেটানোর হুঁশিয়ারিও দেন।

যদিও তাঁর মুখে এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে বারবার বিরোধীদের বেলাগাম আক্রমণ করেছেন তিনি। আব্দুর রহিম বক্সী সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় নাম না করেই শিলিগুড়ির

এনায়েতনগরের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রহিম বক্সী।

বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে নিশানা করে বলেন,'যে বিজেপি বিধায়ক বিধানসভায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বলছেন, তাঁর গলায়

> নিজের বিধানসভায় মালতীপুরে রহিম বক্সীর হার একপ্রকার নিশ্চিত ভেবেই ভোটের আগে উলটোপালটা মন্তব্য করে বাজার গরম করে শিরোনামে আসতে চাইছেন।
>
> **খগেন মুর্মু** বিজেপি সাংসদ, উত্তর মালদা

এমনভাবে অ্যাসিড ঢালব যাতে কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার লোক খুন হচ্ছে। এখানে যাঁরা বিজেপি করছেন, তাঁরা প্রতিবাদ করছেন না। তাই এলাকায় বিজেপি করা যাবে না। মানুষকে বলব, বিজেপি বয়কট করুন। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে দিন।' বিজেপি সাংসদকে পেটানোর হুমকিও দেন তিনি। উত্তর মালদার বিজেপি বিধায়ক খগেন মুর্মু চাঁচল থানায় ২০ ঘণ্টা ধর্নায় বসেছিলেন। সেই ঘটনাকে 'অগণতান্ত্রিক' বলে আখ্যা দেন রহিম বক্সী।

এনিয়ে পালটা তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সাংসদ খগেন মুর্মুর বক্তব্য,'সামনে বিধানসভা ভোট আসছে। নির্বাচনে শাসকদলের একটা আতঙ্ক আছে। রাজ্যে খারাপ ফল করবে ওরা। মালদা জেলায়ও তৃণমূল গোহারা হারবে। নিজের বিধানসভায় মালতীপুরে রহিম বক্সীর হার এক প্রকার নিশ্চিত ভেবেই ভোটের আগে উলটোপালটা মন্তব্য করে বাজার গরম করে শিরোনামে আসতে চাইছেন।'

যদিও শাসকদলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী সাফ বলেন,'আমি কোনও বেফাঁস মন্তব্য করিনি।'

আজ টিভিতে

জোয়ার ভাঁটা নতুন বাংলা ধারাবাহিক রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১২.১৫ মহাগুরু, বিকেল ৪.০০ প্রতিবাদ, সন্ধে ৭.০০ মানিক, রাত ১০.১৫ শিকারি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বস-বর্ন টু রুল, বেলা ১১.৩০ টক্কর, দুপুর ২.৩০ বৌমার বনবাস, রাত ১১.০০ বাজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সানাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ বঞ্জারন, দুপুর ১২.০০ এলান, বিকেল ৩.০০ দিওয়ানা মস্তানা, সন্ধে ৭.০০ বর্ডার, রাত ১০.০০ ইজ্জতদার

জি ক্লাসিক : সকাল ৯.১৮ পেয়ারি ব্যাহেনা, দুপুর ১২.১৬ মাঙ্গ ভরো সজনা, বিকেল ৩.৩৩ খুদা কসম, সন্ধে ৭.০০ রোটি কপড়া অওর মকান, রাত ১০.৪০ ইন্তেকাম

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩০ সূরয়া : দ্য সোলজার, দুপুর ২.৩৫ দ্য কেরালা স্টোরি, বিকেল ৫.২২ দ্য সবরমতী রিপোর্ট, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৪৫ রাবণাসুরা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৩ এনএইচ টেন, দুপুর ১.২৮ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৩.৪৮ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৩১ ডন-টু, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস

হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোজ-টু দুপুর ১২.১৫ এবং রাত ৯.০০ স্টার মুভিজ

দ্য সবরমতী রিপোর্ট বিকেল ৫.২২ জি সিনেমা এইচডি

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.১৫ নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম, বিকেল ৪.০০ ব্রেভ, সন্ধে ৭.১৫ ফ্রি গাই, রাত ১১.০০ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর

চিরসখা রাত ৯.০০ স্টার জলসা

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ২২ ভাদ, সংবৎ ১ আশ্বিন বদি, ১৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৭। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ১০।২৩ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ১০।১৩। ধৃতিযোগ দিবা ৯।৫। বালবকরণ দিবা ১১।১০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।২৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।২৫ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১০।১৩ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।১৩ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১০।২৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।২৩ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৬।৫৭ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৪১ গতে ৪।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ১০।৮ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪৭ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ১০।১৩ গতে দক্ষিণে শুভ, রাত্রি ১০।২৩ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা চলবে। বৃষ : পারিবারিক কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে। মিথুন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কর্কট : খুব নিকটজনের দ্বারা প্রচুর অর্থক্ষতি। মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের সম্ভাবনা। সিংহ : নতুন কোনও কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। মাথাব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কন্যা : ধার শোধ করতে পেরে স্বস্তি। কাপড়, লোহা প্রভৃতি ব্যবসায় লাভ হবে। তুলা : খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। পথে বিতর্কে জড়ালেই খুব সমস্যা হতে পারে। বৃশ্চিক : ব্যবসায় সামান্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। হার্টের রোগীরা সাবধানে থাকুন। ধনু : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। পাওনা আদায় হবে। মকর : আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুম্ভ : বাড়িতে অতিথির আগমন। ভাইয়ের সুসংবাদে খুশি হবেন। মীন : সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। শ্লেষ্মাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্রহ্মাণীরচৌকি থেকে মহাকালধাম পর্যন্ত রাস্তা বেহাল

আঁধারে ‘রাজার পথ’

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৭ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা-১ ব্লকের ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রহ্মাণীরচৌকি গ্রাম থেকে মহাকালধাম পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার রাস্তা খানাখন্দে ভরা। এই পথ বর্ষায় কাদা আর শীতকালে ধুলোয় ঢেকে যায়। কোনও অসুস্থ রোগী বা প্রসূতি মাকে এই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় যুদ্ধজয়ের সমান। টোটো দুর্ঘটনা, বাইক উলটে যাওয়া এই রাস্তায় নিত্যদিনের ঘটনা। ক্ষমতার মসনদ পালটালেও এই রাস্তার অবস্থা পালটায় না। শেষ কবে এই রাস্তা সারাই হয়েছিল, পুরস্কার দিলেও বোধহয় কেউ বলতে পারবে না।

শুধু যে রাস্তার অবস্থা সঙ্গিন তা নয়, আসল সমস্যার শুরু সূর্য ডোবার পর। ওই ৫ কিলোমিটার রাস্তায় পথবাতির সংখ্যা শূন্য। ফলে সন্ধে হলেই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে ডুবে যায় এই পথ। এলাকার মানুষ বেরোতে ভয় পান বাড়ি থেকে। চুরি, ডাকাতির আতঙ্ক তো আছেই, তাছাড়া কয়েক বছর আগে রাতের অন্ধকারে এক ব্যক্তিকে খুন করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এই রাস্তায়। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা এলাকাবাসীর মনে। ভয় এত গভীর যে, এলাকার অনেক বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েকে ওই রাস্তা দিয়ে টিউশন পর্যন্ত পড়তে যেতে দেন না। কলেজ পড়ুয়া হিমানি বর্মন বলেন, ‘বাবা-মা আমাকে ওই রাস্তা দিয়ে একা যেতে দিতে ভয় পান।’ গলায় একরাশ আক্ষেপ নিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘এই কারণে সন্ধের পর আমার টিউশন পড়তে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।’ এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়াংকা দে সরকার বলেন, ‘এই রাস্তা ঠিক করতে কয়েক কোটি টাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন দপ্তরে আমরা আবেদন করেছি। আশা করি পুজোর পর রাস্তার কাজে হাত দিতে পারব।’

এই ৫ কিলোমিটার রাস্তা খানাখন্দে ভরা। -সংবাদচিত্র

এই গ্রামে একসময় কোচবিহার রাজবংশের লোকেরা বসবাস করতেন বলে শোনা যায়। এখনও এই গ্রামের আনাচে-কানাচে অতীতের স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা শ্রীমন্ত রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ‘বাপঠাকুরদার মুখে শুনেছি একসময় এই পথ দিয়ে রাজার পালকি যেত, আর এখন এই রাস্তায় সন্ধের পর হাঁটতেও ভয় লাগে।’ এই গ্রামে প্রায় ৫ হাজার মানুষের বাস। কিন্তু সন্ধের পর এই গ্রামে এলে মনে হয় গল্পের বইয়ের ভূতের গ্রামে এসে পড়া গিয়েছে। বধূ বাসন্তী রায় বলেন, ‘সন্ধে হলেই যে যার ঘরে ঢুকে যাই। অন্ধকারে বাইরে কী হচ্ছে খোঁজ নিতেও ভয় লাগে।’

অতীত গৌরবের ছায়া আর বর্তমান অবহেলার কষ্ট বুকে নিয়ে এই গ্রামের বাসিন্দারা আজও আশা করেন, একদিন তাঁদের গ্রামের রাস্তা ঠিক হবে, আলো জ্বলে উঠবে। কথিত আছে একবার শ্রমিকরা রাজার অনুরোধে একরাতে সাত সাগরদিঘির পাড় তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিশ্বকর্মা স্বয়ং মর্ত্যে না নামলে এই রাস্তা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

দুর্দশা

- মহাকালধাম থেকে ব্রহ্মাণীরচৌকি পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা শোচনীয়
- ৫ কিলোমিটার রাস্তায় নেই একটিও পথবাতি
- আলো না থাকায় অনেকে এই রাস্তায় রাতে একা বেরোতে ভয় পান
- ভোট আসে যায়, রাস্তার অবস্থা পালটায় না

শিশুকে দুধ খাওয়ালেন লেডি কনস্টেবল

ভাস্কর শর্মা ও প্রণব সূত্রধর

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : তখন পরীক্ষার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। রুমে ঢুকতে হবে। এদিকে কোলের বাচ্চা কেঁদেই চলছে। অগত্যা বাধ্য হয়েই স্বামীর কাছে বাচ্চাকে রেখে যাওয়া। শেষে বাচ্চার কান্না থামাতে এগিয়ে এলেন পুলিশের এক লেডি কনস্টেবল। তিনি ওই ব্যক্তির থেকে দুধের বোতল নিয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়ালেন। তার পরেই শান্ত হয় বাচ্চাটি। রবিবার ছিল এসএসসি পরীক্ষা। ফালাকাটায় পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে এমনই মাতৃস্নেহের সাক্ষী থাকল সকলে।

এদিন এসএসসি পরীক্ষায় ফালাকাটা হাইস্কুলে সিট পড়েছিল শালিনি নার্জিনারির। কোলের বাচ্চা ও স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। ঘড়ির কাঁটায় যখন ১০টা বাজে তখন তিনি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। এদিকে, বাচ্চা কান্না শুরু করে দেয়। কী করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না বাবা। তখনই সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় থাকা পুলিশের লেডি কনস্টেবল সরস্বতী বর্মন এগিয়ে এসে বাচ্চাটিকে কোলে নেন। পরে বাচ্চার বাবার কাছে জানতে চান তার খাওয়ার জন্য কিছু এনেছেন কি না। বাচ্চাটির বাবা একটি দুধের বোতল বের করে দিলে তিনি বাচ্চাটিকে খাওয়ান। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চার কান্নাও থেমে যায়।

পরীক্ষায় ব্যস্ত মা

এদিন সেখানে উপস্থিত সকলে ওই লেডি কনস্টেবলের প্রশংসা করেন।

সরস্বতীর কথায়, ‘হাজার হলেও আমি একজন মা। একটি বাচ্চা কাঁদছে তা দেখে আমি নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি। তাই শেষে বাচ্চার বাবার থেকে দুধের বোতল নিয়ে বাচ্চাটিকে খাইয়েছি।’

দীর্ঘ নয় বছর পর এসএসসি পরীক্ষা। কেউ এক মাসের বাচ্চা, আবার কেউ নয় মাসের বাচ্চাকে নিয়েই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছালেন। এরপর আত্মীয়ের কাছে সন্তানকে রেখে পরীক্ষা দিলেন অনেকে। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছিল কুমারগ্রামের বীণা বর্মনের। তার এক মাসের কোলের সন্তানকে শাশুড়ির কাছে রেখে যান। শাশুড়ি বীণা রায় বলেন, ‘এক মাসের সন্তানকে নিয়ে বৌমা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে। যতটা পারছি নাতিকে সামলে রাখি।’

ঝুমা দেবনাথ নামে আরেক পরীক্ষার্থীর আবার নয় মাসের শিশু। ঝুমা পরীক্ষার সময় শিশুকে নিজের মায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। সলসলাবাড়ির বাসিন্দা সুস্মিতা দাসের সন্তানের বয়স এক মাস দশ দিন।

সুস্মিতার স্বামী অশোক রায় বলেন, ‘কোলের শিশুর দেখভাল করতে হয়। তাই বেশি পড়াশোনা করতে পারেনি। তবু এতদিন পরে পরীক্ষা তাই পরীক্ষা দেওয়া।’

কোচবিহারে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা ব্যাগ রেখে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকছেন। রবিবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

কড়া পাহারায় নির্বিঘ্নে এসএসসি

কোচবিহার ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার এসএসসি-র নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের পরীক্ষা কোচবিহার জেলায় প্রায় নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। যদিও মাথাভাঙ্গায় সামান্য বিভ্রান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। জেলাজুড়ে এদিন ২৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ১৪ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০০ জন পরীক্ষার্থী পিছু একজন করে মেটাল ডিটেক্টর পরীক্ষক রাখা হয়েছিল। এছাড়া প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রেই ছিল প্রচুর পুলিশ। এমনকি সিভিক ভলান্টিয়ার পাহারার ব্যবস্থাও ছিল। এছাড়া জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিকরা পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে টহল দেন। আধিকারিকদের পাশাপাশি পুলিশের উইনার্স টিমকেও কেন্দ্রগুলিতে দেখা গিয়েছে। পুলিশ সমস্ত পরীক্ষার্থীর নথি পরীক্ষা করে তারপর তাঁদের কেন্দ্রের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়। সবমিলিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল আঁটোসাঁটো। এবিষয়ে এসএসসি-র নর্দার্ন রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসু রায় বলেন, ‘এদিনের এসএসসি পরীক্ষা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।’

এদিকে, মাথাভাঙ্গা কলেজের কেন্দ্রে রবিবার ১ হাজার পরীক্ষার্থী ছিলেন। সকাল থেকেই সকলে কলেজের সামনে জড়ো হতে থাকেন। পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বর নিয়ে সেখানে বিভ্রান্তি ছড়ায়। চাকরিপ্রার্থীদের অ্যাডমিটে ভেনু কোড ছিল ২০৬২। অন্যদিকে, কলেজের গেটে লেখা ছিল ২০২৬। এনিয়ে পরীক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এমনকি এনিয়ে আগামীতে কোনও সমস্যা হবে কি না, সেবিষয়েও সংশয় প্রকাশ করেন তাঁরা। যদিও মাথাভাঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দত্ত ঘটনাটি অস্বীকার করেন। অন্যদিকে, কোচবিহার সদর মহকুমায় নয়টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়। মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৪৬৭৭ জন। তার মধ্যে ৪৪৩৩ জন পরীক্ষা দিয়েছেন। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে এক পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হলে জানা যায় তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন। ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন। এবিএন শীল কলেজে পরীক্ষা দিতে আসা অঙ্কের এক যোগ্য শিক্ষক আবার বলেন, ‘অনেক কষ্টে চাকরি পেয়েছিলাম। সরকারের দুর্নীতির কারণে যে আমাদের এমন দশা হবে তা ভাবতে পারিনি।’

দিনহাটা মহকুমায় মোট আটটি কেন্দ্রে প্রায় ৩০১০ জন পরীক্ষা দেন। তার মধ্যে দিনহাটা কলেজে প্রায় ৯০০ জন পরীক্ষা দেন। এছাড়া তিনজন পরীক্ষার্থী, যাঁদের অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করা হয়েছে সেই পরীক্ষার্থীদের নাম ও রোল নম্বর তালিকা করে কলেজের গেটে লাগানো হয়েছিল। দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়েও একজনের রোল নম্বর একইভাবে জানানো হয়। দিনহাটা কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রে এদিন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বিবেককুমার পরোয়াল পরীক্ষা দেন। তিনি জানান, তাঁর শ্বশুরবাড়ি দিনহাটার পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানকার বাসিন্দা। তবে তাঁর কোন বিষয় রয়েছে বা তাঁর রাজ্যে আসন সংখ্যা নেই বলেই তিনি এখানে পরীক্ষা দিচ্ছেন কি না, তা জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর এড়িয়ে যান।

মেখলিগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে ২৫৫ জনের মধ্যে ২৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তার তদারকিতে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশবাহিনীর সঙ্গে মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই ও মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা নিজে উপস্থিত ছিলেন।

দিনভর

জেলাজুড়ে এদিন ২৮টি কেন্দ্রে প্রায় ১৪ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন

মাথাভাঙ্গা কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বর নিয়ে সেখানে বিভ্রান্তি ছড়ায়

কোচবিহার সদর মহকুমায় নয়টি কেন্দ্রে ৪৪৩৩ জন পরীক্ষা দেন

দিনহাটা মহকুমায় আটটি কেন্দ্রে প্রায় ৩০১০ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন

এসএসসি-র নর্দার্ন রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসু রায় জানান, এসএসসি পরীক্ষা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে

আবুতারা বাজারে বিকল পথবাতি

চৌধুরীহাট, ৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে এক বছর আগে আবুতারা বাজার এলাকায় সুউচ্চ স্তম্ভযুক্ত সোলার লাইট লাগানো হয়েছিল। তিন মাসেই সেই বাতি অকেজো হয়ে পড়ে। যার জেরে সন্ধ্যা নামলেই আবুতারা বাজার চত্বর অন্ধকারে ঢেকে যায়। আলো দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীরা মেরামতির জন্য বাতি খুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও ওই বাতিস্তম্ভে সোলার লাইট লাগেনি। যার জেরে বাসিন্দাদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়েছেন। এলাকায় নতুন করে অসামাজিক কাজ বেড়ে যাওয়ায় আশঙ্কায় বাসিন্দারা দ্রুত এর সমাধান চাইছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন দেবনাথ বলেন, ‘প্রায় তিন মাস গোটা বাজার আলোকিত ছিল। এখন আলো না থাকায় বাজার এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকছে। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেরই সমস্যা হচ্ছে।’ ব্যবসায়ী গৌতম মুস্তাফির কথায়, ‘তিন মাস ধরে অন্ধকারেই বিক্রিবাটার কাজ সারতে হচ্ছে।’ দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মিলন সেনের বক্তব্য, ‘ওই সোলার লাইটগুলি ঠিক করার জন্য সংস্থার কর্মীরা সেগুলি নিয়ে গিয়েছেন। সমস্যা যাতে দ্রুত মিটে যায় সে বিষয়ে সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।’

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত মালদার তরুণ

ফালাকাটা, ৭ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটায় ফের ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার হলেন এক তরুণ। ধৃতের নাম সামশের মিয়াঁ। বাড়ি মালদার কালিয়াচকে। শনিবার রাতে ফালাকাটা স্টেশনবাজার এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ক’দিন আগেও মালদারই এক তরুণকে কয়েক গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পুলিশের দাবি, ওই তরুণ ফালাকাটায় ব্রাউন সুগার হাতবদল করতে এসেছিল। পুজোর মুখে বারবার ব্রাউন সুগার উদ্ধার ও অন্য জেলার তরুণরা গ্রেপ্তার হওয়ায় উদ্বিগ্ন শহরের নাগরিকরা।

রবিবার ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, ‘গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা এক তরুণকে ধরে তল্লাশি করি। তার কাছ থেকে ২০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এদিন তাকে আদালতে তোলা হয়।’

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে গোপন খবর ছিল, এক তরুণ ফালাকাটায় ব্রাউন সুগার হাতবদল করতে পারেন। সেভাবেই সাদা পোশাকের পুলিশ ওঁত পেতে বসে ছিল। শনিবার ফালাকাটা স্টেশনবাজার এলাকায় এক সন্দেহভাজন তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তল্লাশি চালাতেই ব্রাউন সুগারের প্যাকেট বের হয়। পরে ঘটনাস্থলেই যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যে শহরের অনেক মাদক কারবারি গ্রেপ্তার হয়েছে। তাই কারবারের পান্ডারা বাইরের তরুণদের পাঠিয়ে ফালাকাটায় মাদক বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে পুলিশি তৎপরতায় তাদের সেই কারবার ভেস্তে যাচ্ছে।

যানজট এখন নিত্যদিনের সমস্যা। নয়ারহাট বাজারে।

নিত্য যানজটে ভোগান্তি নয়ারহাটে

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৭ সেপ্টেম্বর : নয়ারহাট বাজারের মূল রাস্তায় যানজট এখন নিত্যদিনের সমস্যা। রাস্তাটি অপ্রশস্ত হওয়ায় অনেকদিন ধরে এই সমস্যা চলছে বলে অভিযোগ। পাঁচ মিনিটের পথ পেরোতে অনেক সময় আধঘণ্টা বা তার বেশি সময় লাগছে। সেইসঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। এই ঘটনায় পথচলতি সাধারণ মানুষ সহ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ ক্ষুব্ধ। সমস্যা সমাধানে ওই রাস্তাটি দ্রুত চওড়া করার দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। মাথাভাঙ্গা-১ বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বলেন, ‘ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রাস্তাটি চওড়া করার প্রস্তাব পাঠানো হবে।’

স্থানীয় সূত্রে খবর, অনেকদিন ধরে নয়ারহাট বাজারের মূল রাস্তাটি যানজটে জেরবার। রবিবার ও বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক হাটের দিনগুলিতে সমস্যা বেশি হয়। নিউ মার্কেট থেকে গিলাডাঙ্গা রোডে প্রায় এক কিমি পাকা রাস্তায় যানজট তীব্র আকার নেয়। বাজারের পূর্ব প্রান্তের ৫০০ মিটার রাস্তাতেও একই সমস্যা তৈরি হয়। নয়ারহাট মূল বাজার ও নতুন বাজারের মাঝে সুটুঙ্গা সেতু। নানা প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ দুটি বাজারে যাতায়াত করেন। কিন্তু বাজারের মূল রাস্তায় যানজটের কারণে পথচারীদের নাভিশ্বাস ওঠে। অপরিসর রাস্তা, রাস্তার ধারে যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকা ও পুলিশি নজরদারির অভাবে দিনদিন এই সমস্যা বেড়ে চলেছে বলে অভিযোগ। অল্প সময়ের পথ পেরোতে কয়েকগুণ বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। এতে সময় নষ্টর পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি বর্মনের কথায়, ‘রাস্তাটি চওড়া করার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। আশা করছি সাড়া মিলবে।’

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, যানজটে এলাকাবাসী প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হলেও সংশ্লিষ্ট কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বৃহত্তর স্বার্থে দ্রুত এই রাস্তাটি চওড়া করা প্রশাসনের উচিত। বাজারের ব্যবসায়ী কার্তিক রায়ের বক্তব্য, ‘নিউ মার্কেট থেকে নয়ারহাট রেলস্টেশন পর্যন্ত প্রায় দুই কিমি রাস্তা চওড়া করা হলে সমস্যা অনেকটা মিটবে।’

নয়ারহাট বাজার ব্লকের সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্দ্র বলে পরিচিত। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এলাকার জনসংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি যানবাহনও বাড়ছে। তাই যানজট নিরসনে দ্রুত রাস্তা চওড়া করা সহ একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া উচিত বলে অনেকে মনে করছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শম্ভুনাথ সিংয়ের মন্তব্য, ‘রাস্তা চওড়া করার পাশাপাশি অটো ও টোটোর নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড তৈরি ও ট্রাফিক সিস্টেম গড়ে তোলা হলে যানজট নিয়ন্ত্রণে আসবে।’ এদিকে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণে নয়ারহাট বাজারে নজরদারি বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছেন।

হস্তক্ষেপ দাবি

- রাস্তাটি অপ্রশস্ত হওয়ায় অনেকদিন ধরে এই সমস্যা চলছে বলে অভিযোগ
- পাঁচ মিনিটের পথ পেরোতে অনেক সময় আধঘণ্টা বা তার বেশি সময় লাগছে
- দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে, এই ঘটনায় পথচলতি সাধারণ মানুষ সহ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ ক্ষুব্ধ
- সমস্যা সমাধানে ওই রাস্তাটি দ্রুত চওড়া করার দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে

হাতির হানা

কালচিনি, ৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার গভীর রাতে কালচিনি ব্লকের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের হাতিমারা ডিভিশনের বাসিন্দা রোহন ওরাওঁয়ের দোকান বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল। পাশাপাশি দোকানের পেছনে থাকা বাড়ির রান্নাঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভিযোগ, দোকানে রাখা খাদ্যসামগ্রী খেয়ে সাবাড় করে হাতিটি। খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় রাতে বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক লাইনে হাতি হামলা চালায়। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অর্ণব দাস জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত দোকান ও বাড়ি বনকর্মীরা পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরকারি ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। বনকর্মীরা নিয়মিত ওই এলাকায় টহলদারি চালান বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

লিফটে আটকে রোগী এবং পরিজন

দিনহাটা, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের রোগী ও পরিজনদের জন্য নির্দিষ্ট লিফটটি হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। এর ফলে কয়েকজন রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়রা লিফটে আটকে পড়েন। লিফটে আটকে পড়ে ভীতসন্ত্রস্ত রোগীর পরিজনরা চিৎকার শুরু করেন। তাঁদের চিৎকার শুনে হাসপাতালের ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়াররা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে দমকল, যদিও ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত লিফট মেরামতি করে ফেলায় দমকলের দরকার পড়েনি। এই ঘটনা নিয়ে হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডল বলেন, ‘এদিন যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য রোগী ও তাঁদের পরিজনরা লিফটে আটকে যান। ইঞ্জিনিয়াররা ৫-৭ মিনিটের মধ্যেই লিফট ঠিক করে দেন। তবে কেন এমন হল, তা খতিয়ে দেখা হবে।’ লিফটে আটকে পড়া এক রোগীর আত্মীয় সমীর রায় বলেন, ‘বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের, যদিও ইঞ্জিনিয়ারদের তৎপরতায় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত লিফটির রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।’

পিস্তল উদ্ধারের ঘটনায় লোকজনের জমায়েত। রবিবার কুমারপাড়া গ্রামে।

বন্দুক নিয়ে অপহরণের চেষ্টা

সুভাষ বর্মন

সোনাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : রাতের অন্ধকারে পিস্তল দেখিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের স্কুল পড়ুয়া পনেরো বছরের এক কিশোরকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল মাঝবয়সি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তাঁর নাম মাখন রায়। তবে দু’বারের চেষ্টাতেও কিশোরকে নিয়ে যেতে পারেননি ওই ব্যক্তি। উলটে লোকজন জানাজানি হতেই তাঁকে উত্তমমধ্যম খেতে হয়েছে। শনিবার রাতে চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপাড়া গ্রামের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে রাতেই পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। রবিবার সংনে এলাকার কচুখেত থেকে পিস্তলটি উদ্ধার হয়। তবে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত এসএসবি জওয়ান।

সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেবের কথায়, ‘ওই ব্যক্তির বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায়। পিস্তলটির লাইসেন্স আছে। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

কিন্তু শহর সংলগ্ন বীরপাড়া এলাকা থেকে এরকম অপরিচিত এক ব্যক্তি হঠাৎ কেন কুমারপাড়া গ্রামের এক বাড়িতে হামলা চালাল? এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। স্থানীয়দের দাবি, রাতে দুটি বাইকে চারজন অপরিচিত ব্যক্তি এলাকায় আসে। ওই বাড়িতে ঢোকে দুজন। তারমধ্যে একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতেই ঢোকে তারা। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী ঝর্ণা রায়ের দাবি, প্রথমে তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকায় এক ব্যক্তি। তারপর ঘর থেকে ছেলেকে বের হয়ে আসতে বলে। ওই গৃহবধূর কথায়, ‘তখন ভয়ে ঘর থেকে ছেলে বের হয়। ওর মাথাতেও পিস্তল ঠেকায়। ওকে নিয়ে যেতে চায়। তখন হইচই করাতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নেওয়া ছেলেটি চলে যায়।’

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ওই বাড়িতে আসেন সেই ব্যক্তি। তবে ততক্ষণে গ্রামের লোকজন বিষয়টি জেনে ফেলেন। তাই দ্বিতীয়বার আর তিনি পালাতে পারেননি। রাস্তায় লোকজন তাঁকে ধরে ফেলে। শুরু হয় মারধর। তখন বাকি তিনজন পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে এসে ওই ব্যক্তিকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রাতে চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয় পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে।

কিন্তু এদিন দুপুরে ফের ওই ব্যক্তি স্ত্রীকে নিয়ে কুমারপাড়া গ্রামে আসেন। এখানে এসে পিস্তলটি খুঁজতে থাকেন। ফের খবর পেয়ে এলাকায় যায় পুলিশ। তখন পিস্তলটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেখান থেকে মাখন রায় নামে পিস্তলধারী ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে আসে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর মাখনও বলেন, ‘এই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স আছে। নিজের নিরাপত্তার জন্যই সঙ্গে রাখি।’

আলিপুরদুয়ার

মনীষীদের মূর্তিতে সাজবে মণ্ডপ

এল এল পুজো এল

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গোৎসব দোরগোড়ায়। বাঙালির সবচেয়ে বড় আনন্দের উৎসবের রেশ শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের এগারো মাইল চৌপথিতে পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। এবছর আয়োজকরা শিশুমনকে আকর্ষণ করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। তাই কাঠ ও মাটির তৈরি নানা দেবদেবী ও মনীষীর মূর্তি দিয়ে অভিনব থিমে পুজোমণ্ডপ সাজানো হবে। পাশাপাশি এলাকার পুজোমণ্ডপের পাশে রাস্তার উপর চন্দননগরের আদলে আলোকসজ্জা তৈরি হচ্ছে। তাই সবমিলিয়ে এগারো মাইলে ৫২তম বর্ষের পুজোমণ্ডপ প্রাঙ্গণে জোরকদমে পুজোমণ্ডপ ও আলোকসজ্জার কাজ চলছে।

পুজোর আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঠ, মাটি সহ নানা উপকরণ দিয়ে অপরূপ সুন্দর দৃশ্যে পুজোমণ্ডপ ফুটিয়ে তোলা হবে। এগারো মাইল চৌপথি দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষে বলরাম সরকার বললেন, ‘বর্তমান সময়ে শিশুরা মোবাইলে ক্রমশ আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই মনীষীদের মূর্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাদের মনে মনীষীদের জীবনী সহ সামাজিক কাজকর্মের প্রভাব ছড়িয়ে দিতেই এমন অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজোমণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজার চত্বরের বেশ কিছু এলাকাও রঙিন আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হবে।’ গোটা বিষয়টি সকলের নজর কাড়বে বলেই মনে করছেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা। মণ্ডপের পাশাপাশি প্রতিমাতেও পরিবর্তন এনেছেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা। এবছরের পুজো উপলক্ষ্যে তাঁদের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেট রয়েছে। গত বছরের মতো এবারও পুজোর প্রতিটি দিনই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারও চালানো হবে বলে জানিয়েছেন পুজো আয়োজক কমিটির কোষাধ্যক্ষ মন্তোশ দে সরকার। এছাড়া অষ্টমী ও নবমীর দিন বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সংগীতানুষ্ঠান রয়েছে।

সেখানেও উপচে পড়া ভিড় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মন্তোশ বলেন, ‘আমরা প্রত্যেক বছরই আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে এই পুজোকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। মণ্ডপ চত্বর ও বাজারজুড়ে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় প্রায় মেলার আকার ধারণ করবে। পুজোর দিনগুলিতে সকলে আনন্দে মেতে উঠবে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে শামিল হবেন গ্রামের সকলে।’

এগারো মাইলে পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে।

মহালয়ার শোভাযাত্রা নিয়ে টানাপোড়েন

প্রকাশ্যে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৭ সেপ্টেম্বর : আর যেন কতদিন বাকি! এখন সবার মুখে এটাই ঘুরছে। চারদিকে পুজোর প্রস্তুতি। মাথাভাঙ্গা শহরও বাদ নেই। কিন্তু এর মধ্যেই রাজনৈতিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে শহরে। মহালয়া উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার আয়োজন নিয়ে শাসকদলের দুই শিবিরের মধ্যে তৈরি হয়েছে দ্বন্দ্ব। পরে অবশ্য একটি শোভাযাত্রার দিন পরিবর্তন করা হয়েছে। এদিকে, এই ইস্যুতে ঘাসফুল শিবিরকে তোপ দাগছে বিরোধী পক্ষ। তাদের কটাক্ষ, শহরের নাগরিক সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের মাথাব্যথা নেই। তার বদলে নেতারা মেতে রয়েছেন শোভাযাত্রা নিয়ে।

তৃণমূল কংগ্রেসের শহর ব্লক কমিটির নবনিযুক্ত সহ সভাপতি অরুণাভ গুহ প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন, মহালয়া অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর সকালে শহরের সব পুজো কমিটি, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে শোভাযাত্রা হবে। সেই মোতাবেক শনিবার মাথাভাঙ্গার মাড়োয়ারি ভবনে একটি প্রস্তুতি সভাও আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা পুরসভার তরফেও মহালয়ার দিন শোভাযাত্রার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুরসভার এই উদ্যোগের পেছনে রয়েছেন পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা তৃণমূল শহর ব্লক সভাপতি বিশ্বজিৎ রায় এবং পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক।

এরপরই শহরের পুজো কমিটিগুলির কর্মকর্তারা এক অদ্ভুত

রাস্তার এই হাল। অথচ পুরসভা ভাবছে মহালয়ার শোভাযাত্রা নিয়ে।

দ্বিধায় পড়ে যান, কার ডাকে সাড়া দেবেন তাঁরা? একজনের শোভাযাত্রায় যোগ দিলে অন্যজনের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হবে কি না, সেই আশঙ্কায় অনেকে নীরব। সুভাষপল্লি ইউনিট পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা শম্ভু সাহা বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম একটাই শোভাযাত্রা হবে, এখন দেখছি দুটো। কোনটায় যাব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

এই পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত অরুণাভ গুহ পিছিয়ে আসেন। শোভাযাত্রা একদিন এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। অর্থাৎ তাঁর উদ্যোগে শোভাযাত্রা বেরোবে শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর। রাজনৈতিক মহলের মত, পুরসভার চাপে পড়ে তিনি দিন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে প্রকাশ্যে তাঁর মুখে শোনা গেল অন্য কথা। তাঁর দাবি, 'এবার মহালয়া রবিবার পড়ায় সবাই ছুটির আমেজে থাকবেন। তাই আগেরদিনই শোভাযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, এবছরই প্রথম সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সমস্ত পুজো কমিটি, শহরের ক্লাব এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে মহালয়ার দিন শোভাযাত্রার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের কথায়, '৯ বা ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রূপরেখা চূড়ান্ত হবে।' ব্লক সভাপতি বিশ্বজিৎ রায় জানান, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিজেপি নেতা মনোজ ঘোষের মন্তব্য, 'শহরের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থায় মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সেদিকে নজর না দিয়ে তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা শোভাযাত্রার নামে ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতে উঠেছেন।' যদিও চেয়ারম্যান আশ্বাস দিলেন, খুব তাড়াতাড়ি রাস্তার গর্ত মেরামতির কাজ শুরু হয়ে যাবে।

কোনদিকে

- তৃণমূলের শহর ব্লক কমিটির সহ সভাপতি প্রথমে মহালয়ার সকালে শোভাযাত্রার কথা বলেন
- পরে মাথাভাঙ্গা পুরসভার তরফেও সেদিনই শোভাযাত্রা বের করা হবে বলে জানানো হয়
- পুজো কমিটিগুলো কোন তরফের শোভাযাত্রায় অংশ নেবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায়

দেবী চৌধুরানি মন্দিরের বাঘ কোথায়, প্রশ্ন

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৭ সেপ্টেম্বর : বাঘ বিতর্ক দেবী চৌধুরানি মন্দিরে। এবং তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্দির সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধনের মুখে। বুধবার জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক সভা থেকে ভার্চুয়ালি দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দির সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনের আগে ছয়টি বাঘের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি যেমন উঠেছে, তেমনই অসম্পূর্ণ বিগ্রহে এখানে পুজো চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারি উদাসীনতায় প্রশ্ন উঠছে ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে পরম্পরা এবং প্রথা নিয়ে।

ধর্মীয় পর্যটনে নজর দিয়ে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দির সৌন্দর্যায়নে জোর দেয় রাজ্য সরকার। গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ অর্থে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মন্দির। সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে পর্যটকদের জন্য বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দেবী চৌধুরানির ইতিহাস। পুরোনো মন্দিরের পুড়ে যাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র স্মৃতিসৌধ করে রাখা হয়েছে, যাতে দেবী চৌধুরানি এবং মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারেন পর্যটকরা। যথারীতি

জলপাইগুড়ি

প্রত্যেকদিনই নিয়ম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানি ও মন্দিরের পাশে মা কালীর পুজো হচ্ছে। তবে ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের পরম্পরা এবং নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ভস্মীভূত হওয়ার আগে মন্দিরে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক সহ ১৬টি বিগ্রহের পুজো হত। পুজিত হত ছয়টি বাঘও। বাঘগুলির স্থান ছিল মন্দিরের দোরগোড়ায় সিঁড়িতে। নতুনভাবে মন্দির তৈরি হওয়ার পর বিগ্রহগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও, অদ্ভুতভাবে সেই ছয়টি বাঘের খোঁজ মেলেনি। কোথায় রয়েছে সেই ছয়টি বাঘের বিগ্রহ, তা কেউ বলতে পারছেন না। এমনকি বিষয়টি অজানা মন্দির কমিটির কাছেও। বরং ভার্চুয়ালি দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দির সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধনের আগে বাঘবিগ্রহগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে মন্দির কমিটি। মন্দিরের পুরোহিত কমল রায় বলেন, 'সমগ্র মন্দির রক্ষার জন্য ছিল ছয়টি বাঘ। কিন্তু এখন বাঘগুলি নেই। সম্পূর্ণ বিগ্রহ ছাড়া অর্ধ বিগ্রহ দিয়ে এইভাবে পুজো হয় না।' মন্দিরের কেয়ারটেকার ভোলা ওরাওঁ বলছেন, 'মন্দির সম্পর্কে জানা পর্যটকরা বাঘের কথা জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর দিতে পারি না। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের আগে ছ'টি বাঘের পুনঃস্থাপন।'

জলপাইগুড়ি থেকে রবিবার মেয়েকে মন্দির দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন বুলন দাস। তাঁর বক্তব্য, 'মন্দির পুড়ে যাওয়ার আগেও এসেছিলাম, তখন সিঁড়ির দুই দিকে তিনটি করে শ্বেতপাথরের বাঘ ছিল। কিন্তু এখন বাঘের দেখা পাচ্ছি না। বাঘগুলির হদিস দিতে পারছেন না কেউই। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের আগে বাঘগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ভালো লাগবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শরৎ ও সবুজ।। *মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন সৌভিক পোদ্দার।*

ব্যাগ পাহারা দিয়ে লক্ষ্মীলাভ দোকানিদের

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : এ যেন বিনা পুঁজিতে লক্ষ্মীলাভ! ঘণ্টাদুয়েক এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ, মোবাইল, ঘড়ি দেখভাল করে রোজগার হল পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির সামনে থাকা দোকানিদের। পুজোর আগে এই বাড়তি রোজগারে মুখে চওড়া হাসি ফুটল তাঁদের। রবিবার সকাল থেকে ব্যাগ রেখে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা রোজগার হয়েছে।

গুঞ্জবাড়ি এলাকায় পানের দোকান রয়েছে বাপ্পা রাহা, মন্টু হালদারের। পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে দোকান থাকায় এদিন তাঁরা প্রায় ৪০টি ব্যাগ পাহারা দিয়েছেন। বাপ্পা বলেন, 'যেহেতু পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করা বারণ, তাই কয়েকজন পরীক্ষার্থীর অনুরোধে কিছু টাকার বিনিময়ে আমি ব্যাগ রাখতে রাজি হই। পুজোর আগে এরকম রোজগার হলে তো ভালোই হয়।'

এদিন কোচবিহার শহরের নয়টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষার সিট পড়েছিল। দুপুর বারোটা থেকে পরীক্ষা শুরু হলেও সকাল থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির সামনে ভিড় জমতে দেখা যায় পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবকদের। এদিকে পরীক্ষাকেন্দ্রে ব্যাগ, ঘড়ি এবং মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকায় কেউ অভিভাবকদের কাছে ব্যাগ রাখলেও অনেকে একাই এসেছিলেন। ফলে ব্যাগ সহ মোবাইল, ঘড়ি কার কাছে রাখবেন, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন পরীক্ষার্থীরা। সেইসময় কিছুটা মুশকিল আসানের মতো এগিয়ে আসেন পরীক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন দোকানগুলির ব্যবসায়ীরা। কোথাও ব্যাগ রাখতে নেওয়া হচ্ছে ১০ টাকা, আবার কোথাও ২০ টাকা।

> কোথায় ব্যাগ রাখব, প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না। পরে কিছু টাকা দিতে এক দোকানদার ব্যাগ রাখতে রাজি হয়ে যান।
>
> **অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *পরীক্ষার্থী*

এদিন শহরের কোচবিহার কলেজ থেকে শুরু করে জেনকিন্স স্কুল কিংবা ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ, ছবিটা সর্বত্র একই ছিল। পরীক্ষা শুরুর আগে আশপাশের দোকানগুলিতে জিনিসপত্র রাখতে ভিড় জমাচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা। রবিবার এসএসসি'র পরীক্ষা দিতে এবিএন শীল কলেজে এসেছিলেন সোনাপুরের সুদীপ কিন্ডো। পরীক্ষা শুরুর আগে ব্যাগ কোথায় রাখবেন, সে কথা ভেবে দিশা না পেয়ে কলেজ সংলগ্ন এলাকায় একটি পানের দোকানে ২০ টাকার বিনিময়ে ব্যাগ রাখেন।

অন্যদিকে, কোচবিহার কলেজে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকেও একই সমস্যায় পড়তে হয়। বললেন, 'কোথায় ব্যাগ রাখব, প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না। পরে কিছু টাকা দিতে এক দোকানদার ব্যাগ রাখতে রাজি হয়ে যান।'

তবে শুধু ব্যাগ, মোবাইল গচ্ছিত রেখে নয়, ব্যবসা ভালো হয়েছে কেক, বিস্কুট, জল ইত্যাদি বিক্রি করেও। বারোটা থেকে পরীক্ষা শুরু হলেও দূরদূরান্তের পরীক্ষার্থীরা সকাল সকাল চলে এসেছিলেন। তাছাড়া বাইরে অপেক্ষারত অভিভাবকরাও জল কিংবা খাবার কিনেছিলেন।

টুকরো খবর

সম্মেলন

হলদিবাড়ি ও ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ সেপ্টেম্বর : হলদিবাড়িতে রবিবার সারা ভারত কৃষকসভার ১৬তম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। হলদিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত সম্মেলনে এদিনের সম্মেলন থেকে ৩২ জন সদস্য নিয়ে সংগঠনের নতুন হলদিবাড়ি ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সম্পাদক দেবরাজ রায় পাটোয়ারি, সভাপতি ধর্মদেব রায়, লিড ইনচার্জ মনোনীত হলেন কৃত্তিবাস রায়। অন্যদিকে, ঘোকসাডাঙ্গা কমিউনিটি হলেও কৃষকসভার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফের হেপাজত

চ্যাংরাবান্ধা, ৭ সেপ্টেম্বর : গত ৩১ অগাস্ট চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন থেকে অবৈধ ভারতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশি নাগরিক মহম্মদ জামালকে গত সোমবার মেখলিগঞ্জ কোর্টে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি রিমান্ড দিয়েছিলেন বিচারক। রবিবার মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'পুলিশ রিমান্ড শেষ হওয়ার পর পুনরায় অভিযুক্তকে শনিবার মেখলিগঞ্জ কোর্টে তোলা হলে বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।'

প্রতিবাদ

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : শুকটাবাড়িতে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি ভেঙে উধাও করে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানাল নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ। রবিবার সংগঠনের তরফে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক আমিনাল হক বলেন, 'এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দুঃখজনক ঘটনা। আর কেউ যাতে কোনও মূর্তি বা বিগ্রহের উপর আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

গোরুর মৃত্যু

মাথাভাঙ্গা, ৭ সেপ্টেম্বর : বজ্রপাতে দুটি গোরুর মৃত্যু হল মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌড় বৈরাগীরহাট এলাকায়। রবিবার বিকেলে কৃষক মানিক দত্ত গোরুগুলিকে গোয়ালে বেঁধে রাখলেও আচমকা গোয়ালের উপরেই বাজ পড়ে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় দুটি গোরু। এমন অবস্থায় নিজের জীবিকার অন্যতম পথ হারানোয় প্রশাসনিক স্তরে ক্ষতিপূরণ মিললে সুবিধা হবে বলে জানান মানিক।

কর্মীসভা

চৌধুরীহাট, ৭ সেপ্টেম্বর : চৌধুরীহাটে রবিবার দিনহাটা-২ ব্লক ক্ষৌরকার সমিতির কর্মীসভা আয়োজিত হল। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সমর্থনে ওই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সহ অন্যরা। মূলত সংগঠনের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয় এবং আগামীদিনে নির্বাচনকে সামনে রেখে ওই সভায় নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুপ্রবেশকারীদের মসিহা সেই চিকিৎসক

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৭ সেপ্টেম্বর : যিনি পরিচয়পত্র বানিয়ে দিচ্ছেন, তিনিই আবার টাকার বিনিময়ে থাকার জায়গার বন্দোবস্তও করছেন। বাংলাদেশ থেকে কোনও নাগরিক অবৈধভাবে আলিপুরদুয়ারে এলেই তাই খোঁজ পড়ে জটেশ্বরের ওই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের। গত দশ বছরে অনুপ্রবেশকারীদের দালাল হিসেবে কাজ করে ফুলেফেঁপে উঠেছেন সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের মালিক তথা চিকিৎসক।

ফালাকাটা ব্লকজুড়ে বাংলাদেশিদের আনাগোনা এবং তাঁদের জাল নথি বানিয়ে দেওয়ার চক্র বর্তমানে ব্যাপক সক্রিয়। বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জটেশ্বরের এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কিন্তু পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ, আজ অবধি তাঁর নামে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগই হয়নি। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় জমির দাম নাকি হুহু করে বাড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দৌলতেই। বিশেষ করে জলার ধারের জমি, যেসব একটা সময় কেউ কিনতই না, সেসবই এখন কিনে বসতি গড়ছেন বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা। তবে জমি তো আর চাইলেই কেনা যায় না। তারজন্য টাকার জোর যেমন লাগে, তেমনই লাগে নথিপত্রও। আর এই সুযোগেই কারবার ফেঁদে বসেছেন সেই চিকিৎসক। জমির দালালি, সেইসঙ্গে ভুয়ো নথি, জটেশ্বরে আসা অনুপ্রবেশকারীদের কাছে তিনিই মুশকিল আসান। আর এই কারবার চালানোর ফলে গত দশ বছরে এলাকায় অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা যেমন হুহু করে বেড়েছে, তেমনই সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের আঙুলও ফুলে কলা গাছ।

ফলাও কারবার

- এলাকার কেউ জমি বিক্রি করতে চাইলে খবর চলে যায় তাঁর কাছে
- সেই জমি বাকিদের থেকে বেশি টাকায় কিনে নেন
- পরে সেই জমি বাংলাদেশিদের কাছে বিক্রি করেন আরও চড়া দামে
- জমি কিনতে প্রয়োজনীয় নথির জোগানদারও তিনি

এলাকায় খোঁজখবর নিতেই সামনে এল এমন অনেক কাহিনী। জটেশ্বরের আশুতোষপল্লি এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা টাকার প্রয়োজনে জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছে সেই জমি বিক্রির প্রাথমিক কথাবার্তা হয়। দাম ধরা হয় ৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু রাতারাতি অনেক বেশি টাকার টোপ দিয়ে সেই জমি কিনে নেন সেই চিকিৎসক। নিজের জন্য নয় কিন্তু। স্থানীয়রা তো অনেক পরে বুঝতে পারেন, যখন মাসখানেক বাদে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার এক বাসিন্দা সেই জমির দখল নিতে আসেন। স্থানীয়রা সেই ব্যক্তিকে চেপে ধরেন। তখন সেই বাংলাদেশি জানান যে, সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছ থেকে তিনি জমি কিনেছেন। টাকার অঙ্কটা কেনা দামের প্রায় দ্বিগুণ।

জটেশ্বরে বসবাসকারী জামাইবাবুর দাদাকে বাবা হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভুয়ো নথি বানিয়ে নিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আসা এক ব্যক্তি। তিনি বাড়ি বানাবার জন্য জমির খোঁজ করছিলেন। সহায় হয়ে দাঁড়ান সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এলাকার একটি নামী বিড়ি কোম্পানির কারখানা সংলগ্ন এলাকায় ছয় ডেসিমাল জমি চড়া দামে কিনিয়ে দিয়েছেন। আগেভাগে সেই জমিটি তিনি মালিকের কাছ থেকে কিনে ধরে রেখেছিলেন মওকার অপেক্ষায়।

জটেশ্বরের ওই চিকিৎসকের পাড়ায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, একদা তিনি সিপিএমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে অবশ্য ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ঘাটের জল খেয়েছেন। বাম আমলে তিনি ছিলেন ফেরিওয়ালা। এখন অবশ্য কয়েক কোটি টাকার মালিক। বিভিন্ন এলাকায় নামে-বেনামে জমি রয়েছে। তাঁর এই আয়ের উৎস কী, কোথা থেকে এত টাকা তিনি রোজগার করেছেন, তা ঠাহর করতে পারছেন না তাঁর পুরোনো বন্ধুবান্ধবরাও।

সুনীল স্মরণ

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : তারারা, শামুক, তুরতুরি, হিজল এবং হিংগুলাবাস- এই পাঁচটি পত্রিকার উদ্যোগে শামুকতলায় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হল রবিবার। শামুকতলা হিন্দি স্কুল সংলগ্ন এলাকার একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবির জীবন এবং সাহিত্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। কবিতা পাঠে অংশ নেন অভিজিৎ ভৌমিক, সুব্রত সাহা, হরেন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ। বেশ কিছু কলেজ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে এদিন।

চক্ষুদান।। *কোচবিহার কুমোরটুলিতে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।*

পণের দাবিতে বধূ নির্যাতন

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : শামুকতলা থানার পশ্চিম খলিসামারি গ্রামে মারধর করে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এক বধূকে। নির্যাতিতার নাম অনীতা দাস। গত শুক্রবার স্বামী, শাশুড়ি ও ননদ মিলে তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেন। এরপর আহত অবস্থায় তিনি যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যান। শনিবার রাতে শামুকতলা থানায় শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তিনি।

অনীতা জানান, ১৪ বছর আগে সামাজিক মতে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ২ মেয়ে রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই স্বামীর তাঁকে পছন্দ নয় বলে, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর অত্যাচার চালাত। গত শুক্রবার অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাঁর বুকে ও পিঠে বাঁশ দিয়ে মারা হয়। এখন বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি।

অনীতার বাবা কমল দাস জানান, তাঁর মেয়েকে নির্যাতন করায়, ২০১৪ সালে এই নিয়ে থানায় অভিযোগ করেছিলেন তিনি। তখন সালিশি সভায় তাঁর জামাই বলেছিল, অনীতার ওপর আর অত্যাচার করা হবে না। তারপর তিনি জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও অত্যাচার কমেনি। এই বিষয়ে শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, অনীতার অভিযোগ পেয়ে তাঁরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

জোরকদমে চলছে রাসবিহারী ইউনিটের পুজোর কাজ।

'অনুভূতি' তৈরি করছে ঝুড়িপাড়া রাসবিহারী ইউনিট

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৭ সেপ্টেম্বর : ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাজ্য ও দেশের অস্থির অবস্থা নিয়ে যখন সকলেই চিন্তিত। তখন সেই ক্ষতকে প্রলেপ দিতে 'অনুভূতি' তৈরি করছে ঝুড়িপাড়া রাসবিহারী ইউনিট। কখনও বৃষ্টির ফোঁটা পড়বে মণ্ডপে। যাতে দর্শনার্থীরা ফিরে যাবেন সেই বৃষ্টিভেজা শৈশবে। আবার দেবীর চারপাশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক উপাদানে ফুল তৈরি করা হবে। মূলত ওই থিমের মাধ্যমে মানুষের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হবে। স্থানীয় শিল্পী কালীদাস দেবনাথের হাত ধরে মণ্ডপ গড়ে তোলা হচ্ছে। মণ্ডপ তৈরিতে কাচের বল, কাপড়, রিবন, লোহার ফ্রেম ব্যবহার করা হচ্ছে।

কালীদাসের কথায়, 'আমাদের মন নানা কারণে অস্থির হয়ে ওঠে। শিল্প কখনো-কখনো সেই অশান্ত মনে একটু শান্তি নিয়ে আসতে পারে। তারই প্রয়াস করা হয়েছে গোটা মণ্ডপজুড়ে। এককথায় মণ্ডপসজ্জার প্রতিটি বিষয় আমাদের মনে যেন পৃথক অনুভূতির সঞ্চার করবে। যা ভাবাবে আমাদের মনকে।'

প্রতি বছরই পুজোর থিমের মাধ্যমে কিছু নতুন বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে ওই পুজো কমিটি। এবারও তাদের চিন্তাভাবনা সেরকমই। তাই পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। ৪৬তম বর্ষে মণ্ডপসজ্জা থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা সবেতেই চমক থাকছে। তবে প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে না গিয়ে তারা মানুষের মনকে ছুঁতে চেয়েছে সবসময় বলছেন পুজো কমিটির সম্পাদক নির্মল সরকার। তাঁর কথায়, 'আমাদের এবছরের বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা। আমরা প্রতি বছরই চেয়েছি অল্প বাজেটে মানুষের চিন্তাভাবনাকে ছুঁয়ে যেতে। এবারের 'অনুভূতি' থিমে সেই প্রয়াসই রয়েছে। তাই মণ্ডপ তৈরির জন্য কোনও নামী শিল্পীকে বলা হয়নি। স্থানীয় শিল্পীতেই ভরসা রেখেছি আমরা।'

এল এল পুজো এল

থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমা তৈরি করছেন স্থানীয় শিল্পী জগন্নাথ সাহা। সেইসঙ্গে আলোকসজ্জাতেও থাকছে চমক। পুজোর কয়েকদিন সমাজসেবামূলক কাজেরও পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। বৃক্ষরোপণও করা হবে। স্থানীয় বাসিন্দা রথীন্দ্রনাথ সাহা বলেন, 'রাসবিহারী ইউনিট বরাবরই অল্প বাজেটে দর্শকের মন ছুঁয়ে যাওয়া একটি পুজো। শহরের ভালো পুজোর তালিকায় তাদের নাম থাকে প্রতি বছর। তাই এবারের চমক দেখার জন্য প্রস্তুত আমরা।'

হাসপাতালে শৌচালয় থেকেও নেই

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের টাকায় ২০১৬ সালে শৌচালয় তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এতদিনেও তা চালু হয়নি। তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে শৌচকর্ম করতে যত্রতত্র ছুটে বেড়াতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। অবিলম্বে দ্রুত শৌচালয় চালুর দাবি জানিয়েছেন রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা। হলদিবাড়ির ব্লক মেডিকেল হেলথ অফিসার সত্যেন্দ্র কুমার ফোন না ধরায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

৩০ শয্যাবিশিষ্ট হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীর চাপ কোনও অংশে কম নেই। হলদিবাড়ি ব্লক, পুর এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি, খারিজা বেরুবাড়ি-১, খারিজা বেরুবাড়ি-২, নন্দনপুর-বোয়ালমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার লক্ষাধিক মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল।

হাসপাতাল চত্বরে রোগীর পরিজনদের জন্য রয়েছে প্রতীক্ষালয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে কোনও শৌচালয় চালু হয়নি। ২০১৬ সালে হাসপাতাল চত্বরে রোগীর পরিজনদের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে আধুনিক শৌচালয় তৈরি করা হয়েছিল। সেই বছর ২৬ ডিসেম্বর ঘটা করে সেটির উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান। অভিযোগ উঠেছে, উদ্বোধনের পরের দিন থেকে এখনও পর্যন্ত এটি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শৌচালয় চালু হলে রোগীর পরিজনদের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, হাসপাতালে পর্যাপ্ত সাফাইকর্মীর অভাব রয়েছে। শৌচালয়টি চালু রাখতে হলে তার জন্য আলাদা সাফাইকর্মীর প্রয়োজন রয়েছে, যা সম্ভব হচ্ছে না।

হাসপাতালের ওয়ার্ডে শৌচালয় থাকলেও তা কেবলমাত্র রোগীরা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু হাসপাতালে রোগী ভর্তির পর তাঁদের পরিবারের সদস্যদের রোগীর জন্য প্রতীক্ষালয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তাঁদের জন্য কোনও শৌচালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় শৌচকর্ম করতে তাঁদের অন্যত্র যেতে হয়।

হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় প্রীতম মণ্ডল বলেন, 'হাসপাতাল চত্বরে শৌচালয় থাকা সত্ত্বেও খোলা মাঠে অথবা বিল্ডিংয়ের কোনায় শৌচকর্ম করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।' অনেক সময় হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে আসতে হয় অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের। তাঁরাও জানিয়েছেন, হলদিবাড়ি হাসপাতালে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বহুবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও লাভ হয়নি।

তালাবন্ধ হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের অত্যাধুনিক শৌচাগার।

পুলিশি তলব

আন্দোলনকারী তিন চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া, দেবাশিস হালদার ও অর্ণব মুখোপাধ্যায়কে তলব করল পুলিশ। ৯ ও ১১ সেপ্টেম্বর হেয়ার স্ট্রিট থানায় ডাকা হয়েছে।

দোষী সাব্যস্ত

প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে ঠাঁই হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের যৌনপল্লীতে। পরে তরুণীকে উদ্ধার করে পুলিশ। ২০১৭ সালের এই ঘটনায় আদালতে অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হলেন।

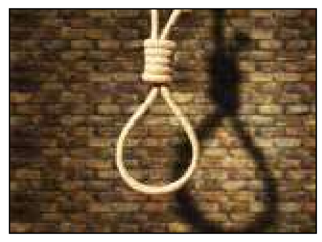

মৃত অধ্যাপিকা

বাঁশদ্রোণীতে উদ্ধার এক অধ্যাপিকার ঝুলন্ত দেহ। এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি। পুরুষ বন্ধুটিকে ভিডিওবার্তা পাঠানোর পর তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আন্দোলন

ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে ধর্মতলায় তৃণমূলপন্থী চিকিৎসক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন বিক্ষোভ দেখায়। রাজ্যের প্রতি জেলা থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যোগ দেন।

দুর্নীতি কাঁটা সত্ত্বেও নির্বিঘ্নে এসএসসি

যোগ্য-অযোগ্য তর্জায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না পরীক্ষার্থীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রশ্নপত্র যথেষ্ট সহজ, একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন অধিকাংশ পরীক্ষার্থী। ওএমআর শিটের কার্বন কপি ও প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে কলকাতার ৪১টি কেন্দ্র থেকে স্বস্তি নিয়েই বেরিয়ে এলেন তাঁরা। তবে স্বচ্ছতা নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও রাজ্যের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারলেন না অনেকেই। পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, 'যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির প্রাক্তন কর্তারা জেলে, সেই রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখব কীভাবে?' নতুন পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা, পুরোনো পরীক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বেশি পেলে কীভাবে নবাগতদের সুযোগ হবে? পুরোনো পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা, ছয়-সাত বছর চাকরির পর কীভাবে নতুনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দৌড়ে শামিল হওয়া সম্ভব? দীর্ঘ জট কাটিয়ে রবিবার নবম-দশমের পরীক্ষা দেওয়ার পরেও দিনের শেষে অস্বস্তি পিছু ছাড়ল না পরীক্ষার্থীদের।

প্রশ্ন থেকেই গেল, 'যোগ্য'-'অযোগ্য' তর্জা শেষ হলেও নতুন পরীক্ষার ফলাফল কি দুর্নীতির শিকার হবে না? ফের যদি প্যানেল বাতিলের মতো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে ৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কী হবে?

রাজ্য সরকারের গাফিলতি নিয়ে বিজেপি, বাম সহ অন্যান্য বিরোধী দলের দীর্ঘ সমালোচনার পালের হাওয়া কিছুটা এদিন কেড়ে নিলেন ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান সহ একাধিক রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা এদিন এই রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গেই পরীক্ষায় বসলেন। রাজ্যজুড়ে চাকরিহারাদের একাংশের দাবি, আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই পরীক্ষায় বসতে হল তাঁদের। দক্ষিণ দিনাজপুরের ঠ্যাঙাপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক রাকেশ আলমকে তাঁর নিজের স্কুলেই পরীক্ষা দিতে হল। আরেক আন্দোলনের মুখ মেহবুব মণ্ডল পরীক্ষা দিলেন সোনারপুর বিদ্যাপীঠে, যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি কিছুদিন আগেও পরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিবপুরের একটি হিন্দিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'নিজের ছাত্রীদের সঙ্গে পরীক্ষা দিলাম। শুধু আক্ষেপ নয়, রাগও হচ্ছে।'

নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন কলকাতায় আবেদনকারীদের মধ্যে ৭২ শতাংশ পরীক্ষা দিয়েছেন। রাজ্যে উপস্থিতির হার গড়ে ৯০ শতাংশ। নির্বিঘ্নে ৬৩৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা মিটেছে। বেলঘরিয়ার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের ভিতর পরীক্ষা চলাকালীন শিবাশিস দাস নামক এক অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরীক্ষার শেষে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু প্রতিটি সরকারি আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে সমাজমাধ্যমে আশ্বাস দিয়েছেন, 'আগামী রবিবারের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাকে স্বচ্ছ রাখতে সাহায্য করবেন প্রশাসনিক কর্তারা।' স্বচ্ছতা নিয়ে রাজ্য সরকার স্বস্তি পেলেও 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাসের অভিযোগ, 'এই পরীক্ষাতে অযোগ্যরা রয়েছে। তাই এটি নিয়ে মামলা হবে। আমরা এক রাতে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছি। কারণ জানি, এই পরীক্ষাও বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে।' পরীক্ষার হলে প্রতিবাদের সুরে কেউ পরলেন কালো জামা, কারোর আবার জামায় লেখা 'হোক প্রতিবাদ'। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, জয়পুরিয়া কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, আশুতোষ কলেজ সহ কেন্দ্রগুলির বাইরে দেখা গেল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পরীক্ষার্থীদের আত্মীয়রা। ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম প্রণব বিদ্যাপীঠের সামনে নিজের একরত্তি সন্তানকে কোলে নিয়ে পরীক্ষার্থী মা মাসুদা খাতুন জানালেন, 'জীবনের স্বপ্ন শিক্ষিকা হওয়া। তিনদিন আগে আমার সন্তান হয়েছে। ওর মুখ চেয়ে পরীক্ষায় বসছি।' কেন্দ্রগুলির বাইরে দেখা গেল, কোথাও পরীক্ষার্থীর সন্তান কোলে নিয়ে অপেক্ষারত বাবা, আবার কোথাও কোলের সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। সকলের চোখে আশা। দৃষ্টিহীন চাকরিহারা শিক্ষিকা তুহিনা পারভিন মণ্ডলের বক্তব্য, 'দুটি চোখে দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও গত দু'মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি এবারে চাকরিটা পাব।' যাদবপুর বিদ্যাপীঠ 'অযোগ্য'দের তালিকা ঝুলিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রের বাইরে। উদ্দেশ্য, 'দাগি'দের পরীক্ষায় কোনওভাবেই বসতে না দেওয়া।

লিখিত পরীক্ষা নির্বিঘ্নে মিটলেও ইন্টারভিউ রাউন্ডে দুর্নীতির আশঙ্কায় দোলাচলে পরীক্ষার্থীরা। সঠিক মূল্যায়ন হলে পাশ করা সহজ, মেনে নিয়েছেন অধিকাংশই। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এসএসসি দুর্নীতি রক্ষার চেষ্টা করছে। অযোগ্য তালিকা অসম্পূর্ণ। যদি ওই তালিকায় থাকা দাগিরা পরীক্ষায় বসেন, তাহলে ফের পরীক্ষা বাতিল হবে। দায় এসএসসির।'

> যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির প্রাক্তন কর্তারা জেলে, সেই রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখব কীভাবে?
>
> -পরীক্ষার্থী
>
> দুটি চোখে দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও গত দু'মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি এবারে চাকরিটা পাব।
>
> -পরীক্ষার্থী
>
> আগামী রবিবারের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাকে স্বচ্ছ রাখতে সাহায্য করবেন প্রশাসনিক কর্তারা।
>
> -ব্রাত্য বসু, শিক্ষামন্ত্রী

'অযোগ্য'দের জন্য পথ খুঁজছে নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গ্রুপ-'সি' ক্যাটিগোরিতে শূন্যপদের সংখ্যার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জোগাড়ে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরুরি নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সরকারি দপ্তরের প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন শূন্যপদের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাঠানোর জন্য। নবান্ন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অযোগ্য শিক্ষকদের সরকারে গ্রুপ-'সি' পদে চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে সরকারি স্তরে আইনি পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই তৎপরতা বলে মনে করা হচ্ছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, দাগি অযোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা ১৮০৬। এই অযোগ্যদের শিক্ষক পদে ফেরানোর কোনও সুযোগই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নেই। সম্ভবত সেটা মাথায় রেখেই তাঁদের গ্রুপ-'সি'তে চাকরি দেওয়ার সুযোগ করে দিতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী।

সিমেস্টারে আজ প্রথম উচ্চমাধ্যমিক

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : আজ থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম ধাপের পরীক্ষা। প্রথমবারের জন্য সিমেস্টার ব্যবস্থার পরীক্ষা নিয়ে শুধু পড়ুয়ারাই নন, উদ্বিগ্ন স্কুল শিক্ষকরাও। বিদ্যালয় প্রধানদের আশা, বারবার মক টেস্টের ফলে কিছুটা প্রস্তুত পরীক্ষার্থীরা। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে সিসিটিভির ঘেরাটোপে নিয়ে আসার পাশাপাশি প্রশ্নপত্রে 'বিশেষ' ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কলকাতা সহ অন্যান্য জেলার অধিকাংশ স্কুলে রবিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হয়েছে। আবার সোমবার সেই স্কুলগুলিই উচ্চমাধ্যমিকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার কেন্দ্র। পরপর দু'দিনের দুই পরীক্ষাকে নিরাপদভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি প্রধান শিক্ষকরা।

রবিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য বলেন, 'একটি দল এসএসসি পরীক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছে। আর একটি দল থানায় গিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে এনেছে। আমরা সবরকমভাবে তৃতীয় সিমেস্টারের জন্য প্রস্তুত।' যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান কেন্দ্রে আজ ৩৫৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসবেন। বাকি ৬টি উপকেন্দ্র মিলিয়ে ১৩০০ জনের বেশি পরীক্ষা দেবেন। দুটি পরীক্ষা পরিচালনা করতে কতটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হল? হরিনাভি ডি.ভি.এ.এস. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিক্রমজিৎ মণ্ডলের উদ্বেগের সুরে উত্তর, 'সোনারপুর এলাকায় কয়েকটি কেন্দ্রে উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্ন এদিন দুপুর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি। আমরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। দুপুর ২টোর সময় এসএসসির উত্তরপত্র ছাড়ার পর দুপুর আড়াইটে নাগাদ থানায় গিয়ে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করলাম।'

মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৬০ হাজার। সম্পূর্ণ পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ওএমআর শিটের মাধ্যমে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৪৫ জন পড়ুয়া পিছু ৩ জন করে পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে ক্যালকুলেটর নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নিয়ে পার্থপ্রতিম ও বিক্রমজিৎ সহ অন্যান্য স্কুল প্রধানও একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রথমবার সিমেস্টার ব্যবস্থার পরীক্ষা এমসিকিউ নির্ভর হওয়ায় ভালোই নম্বর আশা করা যায়।

সিএএ-র আবেদনে আগ্রহ নেই মানছে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : পর্যাপ্ত নথির অভাবে আগবাড়িয়ে সিএএ-র জন্য আবেদন করতে চাইছে না বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশী দেশ থেকে এরাজ্যে আসা হিন্দু সহ অমুসলিমরা। মহারাষ্ট্রের পুনেতে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গ্রেপ্তার হওয়া আরুষ অধিকারী ও তাঁর সঙ্গীদের ঘটনায় এমনটাই দাবি এই রাজ্যের তথাকথিত উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের। পর্যাপ্ত নথির সমস্যার কথা মানছে বিজেপিও। তবু বিজেপির দাবি, সিএএ-র জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে।

২ জুলাই মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে আরুষ অধিকারী ও তাঁর সঙ্গীদের বাংলাদেশি বলে গ্রেপ্তার করে স্থানীয় প্রশাসন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁরা বিজেপির সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সদস্যের প্রমাণপত্র দাখিল করার পরেও মুক্তি মেলেনি। শেষপর্যন্ত শান্তনুর হস্তক্ষেপে তাঁরা সিএএ-র জন্য আবেদন করেন। তাই জেলযাত্রা স্থগিত হয়েছে। রাজ্যের মতুয়াদের উদ্দেশে শান্তনুর বার্তা, 'নাগরিকত্বের আবেদনে কোনও ভয়-ভীতি নেই। বিরোধীদের অপপ্রচারে কান না দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে পাকাপাকি করতে সিএএ-তে আবেদন করুন, সুরক্ষিত থাকুন।'

তবু রাজ্য সহ গোটা দেশেই সিএএ-র আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়ছিল না। উদ্বেগ বাড়ছিল মতুয়া সহ ওপার বাংলা থেকে আসা হিন্দুদের মনে। তার জন্য মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু নেতাকে নিয়ে অমিত শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শান্তনু ঠাকুর। শা আশ্বাস দিয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, বনগাঁ, দিনাজপুরের মতো সীমান্তবর্তী এলাকায় সিএএ শিবির খুলেছিল বিজেপি। তাদের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া এই দুই জেলায় শিবিরগুলি থেকে প্রথমে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু আবেদন করার পর নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেতে নানা জটিলতায় আবেদনকারীর সংখ্যা কমছে।

সিএএ-র জন্য মূলত দু-ধরনের নথি এবং তিনটি হলফনামা দিতে হয়। প্রথম এবং প্রধান নথিটি হল বাংলাদেশে থাকার সরকারি প্রমাণপত্র। অর্থাৎ সেখানকার জমি, বাড়ি, দলিল, জন্মের শংসাপত্র, স্কুল-কলেজের শংসাপত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয় হল, নির্দিষ্ট সময়ের আগে উপযুক্ত প্রমাণ। বাগদার বিজেপি শিবির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এক নেতার মতে, অধিকাংশ মানুষই যাঁরা ওপার বাংলা থেকে এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা সঙ্গে করে সেই দুঃসময়ে কোনও নথিই আনতে পারেননি। আর বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সেই নথি পাওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করছে না। প্রাথমিকভাবে আবেদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে থাকার এই প্রমাণপত্র জমা না দিলেও শুনানির সময় তা অবশ্যই দাখিল করতে হয়। তা দাখিল করতে না পারলে তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। আবেদনপত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ওই ব্যক্তিকে যে প্রকৃতই ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে এই রাজ্যে আসতে হয়েছে, তার সপক্ষে প্রমাণ দাখিল করতে হবে। এই প্রমাণ খবরের কাগজের তথ্যসূত্র, সরকারিভাবে দেওয়া কোনও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে করতে হবে। যা জোগাড় করা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। বিজেপির সিএএ শিবিরের একটি পরিসংখ্যানই বলছে, বাগদার শিবির থেকে গত দু-মাসে প্রায় ৭০০ জনের মতো আবেদন করলেও এই পর্যন্ত ৭ থেকে ৮ জন সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্বের শংসাপত্র হাতে পেয়েছেন।

অনুপ্রবেশ নিয়ে শুভেন্দুর তোপ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : শুধু অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ালে হবে না, তাড়াতে হবে মমতা আর তাঁর ভাইপোকেও। মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর। রবিবার তমলুকের ডিমারি স্কুলমাঠ থেকে কাকটিয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার রাস্তায় মিছিল করেন শুভেন্দু। 'নো এসআইআর, নো ইলেকশন' এই দাবিতে প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআর হলে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যাবে। ভোটার তালিকা সংশোধনে বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এসআইআরে বাদ যাওয়া অনুপ্রবেশকারীদের কাঁটাতারের ওপারে পাঠিয়ে দেব।'

কনস্টেবল নিয়োগে সুযোগ সিভিকদেরও

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : এ বছর থেকে প্রথমবার সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও অন্যান্য সহযোগী পুলিশকর্মী কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারবেন। আগে নিয়মানুযায়ী সরাসরি কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারতেন না তাঁরা। তবে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কথা ভেবে নবান্নের তরফে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী নিয়োগের সুযোগ না থাকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে হতাশা ছিল। এই ক্ষোভ মেটাতে ও স্থায়ী চাকরির সুযোগ করে দিতে পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারের এই পদক্ষেপ ইতিবাচক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে রাজ্যে কর্মসংস্থান করতে চাইছে রাজ্য। সম্প্রতি পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কর্তারা এই প্রস্তাব রেখেছেন। সিভিক ও অন্যান্য সহযোগী কর্মীর জন্য আলাদা কোটা নির্দিষ্ট করা ও বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়েছে। এতে সহযোগী পুলিশকর্মীদের জন্য কনস্টেবল নিয়োগে ১৫ শতাংশ কোটা ও সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৩৫ বছর রাখা হয়েছে। এর ফলে বহুদিন ধরে চাকরি করা সিভিক বা ভিলেজ পুলিশরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। নভেম্বর মাস থেকেই এই নিয়োগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অন্তত ৫ হাজার সহযোগী কর্মী এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন। এদের কথা ভেবে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি। তারা বেশিরভাগ সময় থানার কাজ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তা ডিউটিতে ব্যস্ত থাকেন। তাই অবসর সময়ে বাড়িতে বসে যাতে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া যায়, তাই অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মা দুর্গার গয়না তৈরি। রবিবার নদিয়ায়।

বার্থ-ডে পার্টির নাম করে গণধর্ষণ তরুণীকে

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : খাস কলকাতায় ফের গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক তরুণীকে গণধর্ষণ করলেন তাঁরই দুই বন্ধু। এবার ঘটনাস্থল রিজেন্ট কলোনি এলাকা। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও অভিযুক্তদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁরা পলাতক। জানা গিয়েছে ঘটনাটি শুক্রবার রাতে ঘটেছে। ওই তরুণীকে জন্মদিন সেলিব্রেশনের কথা বলে রিজেন্ট কলোনির একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই তাঁর সঙ্গে এই অপরাধ ঘটানো হয়।

আরজি কর, সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের পর এবার রিজেন্ট কলোনিতে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। তরুণীর অভিযোগ, শুক্রবার রাত ১০.৪৫ নাগাদ তাঁর বন্ধু চন্দন মল্লিক তাঁকে জোর করে জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়ার কথা বলেন। তাঁকে মালঞ্চ এলাকায় দেবাংশু বিশ্বাস ওরফে দীপ নামে এক তরুণের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেকে আসবে বলা হলেও কেউ আসেননি। ওই দুই তরুণ ছাড়া আর কেউ ছিলেন না দেখেই তরুণীর সন্দেহ হয়। নির্যাতিতার দাবি, ওই ভাড়া বাড়িতেই তাঁকে ধর্ষণ করেন ওই দুই তরুণ। তাঁকে মারধরও করা হয়। পরেরদিন অর্থাৎ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় নির্যাতিতা দীপের বাড়ি থেকে কোনওরকমে পালিয়ে আসেন। নির্যাতিতার বন্ধু চন্দনের পরিচিত ছিলেন দীপ। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন সরকারি চাকরিরত। অপরজন একটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। ২০ বছরের নির্যাতিতা কলেজে পড়ার পাশাপাশি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। শনিবার ওই তরুণী হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা, অভিযুক্তরা রীতিমতো পরিকল্পনামাফিক এই কাজ করেছেন।

নিশ্চুপ কংগ্রেস, ঘর গোছাচ্ছে সিপিএম

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : সাড়া মিলছে না প্রদেশ কংগ্রেসের। এমনকি আগ্রহী নয় বামফ্রন্টের শরিকরাও। অথচ বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে আপাতত নিজেদের মতো করে ঘর গুছিয়ে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। ইতিমধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ঘোষণা করেছেন, ২৯৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লড়াই করবেন তাঁরা। তার পরও কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। কিন্তু সদর্থক কোনও বার্তা না মেলায় আপাতত কংগ্রেস নিয়ে নিশ্চুপ সিপিএম। অক্টোবর মাসে ফের দলের রাজ্য কমিটির বৈঠক। তখনই বিষয়টি নতুন করে উত্থাপন করা হবে.

অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রদেশ সভাপতি থাকাকালীন সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছিল বিধান ভবনের। যদিও কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মতের বাইরে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে। শুধু প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব নয়, সিপিএমেও জেলার কর্মী-সমর্থকরা বিষয়টি ভালোভাবে মেনে নেননি। সম্প্রতি রাজ্য কমিটির বৈঠকেও বামপ্রার্থীরা কখনই কংগ্রেসের ভোট পায় না বলে ক্ষোভপ্রকাশ করে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার নেতৃত্ব শীর্ষ নেতাদের কাছে বলেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও একলা চলার পক্ষে। তাই নিজেদের মতো করে এগোতে চাইছে সিপিএম। জানা গিয়েছে, শরিকদের সঙ্গে শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। বামফ্রন্ট শরিক ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপিও কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে নারাজ। এদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে এখনই আমরা কথাবার্তা চালাচ্ছি না। ওদের তরফেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। আগে রাজ্য কমিটির বৈঠক হোক, তারপর বামফ্রন্টের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।'

সিপি'র সভা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজোর আর মাত্র ২১ দিন বাকি। তাই পুজোয় নিরাপত্তার স্বার্থে বুধবার ১০ সেপ্টেম্বর বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। ইতিমধ্যেই কলকাতার সমস্ত থানার ওসির কাছে বৈঠক সংক্রান্ত নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে। বাছাই করা বিশেষ কয়েকটি পুজো কমিটিকে বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। সন্ধে ৬টায় আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বড়সড়ো বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

শহরের ১০টি পুলিশ ডিভিশনের অন্তর্গত নির্বাচিত বড় পুজো কমিটিগুলি থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৫০০ জন থাকতে পারবেন। এছাড়াও কলকাতা পুরসভার আধিকারিক, সিইএসসি, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রমুখরা থাকবেন।

ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে বিরাট ধাক্কা কলকাতার চর্মনগরীতে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : ট্রাম্পের শুল্কনীতির ধাক্কায় কলকাতার বানতলার চর্মনগরী বড় সংকটে পড়েছে। এই চর্মনগরীর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে সাতটি বিধানসভা এলাকার লোকজন। সাড়ে চার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই শিল্পনগরীতে ৫৩৮টি জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্পের ট্যানারি রয়েছে। কয়েকটি সংস্থা জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্প দুটোই তৈরি করে। কয়েক হাজার শ্রমিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দৈনিক ৫৫০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা রোজগার করেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতি ঘোষণার পর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এই এলাকার শ্রমিকরা। ইতিমধ্যেই তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে আয় কমতে শুরু করেছে শ্রমিকদের। আগামী দিনে তা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলেই মনে করছেন শিল্পোদ্যোগীরা।

রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, 'এটা দুটি দেশের ব্যাপার। এখানে রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই। তবে রপ্তানি ধাক্কা খেলে এই এলাকার শ্রমিকরা সমস্যায় পড়বেন। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকল্প কিছু ভাবা উচিত।'

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের লেদার ডিভিশনের চেয়ারম্যান নরেশ জুনেজা বলেন, 'হঠাৎ করে রপ্তানি শুল্ক বেড়ে যাওয়ায় বাজারে প্রভাব পড়েছে। মূলত হাতব্যাগ, জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্প আমেরিকার বাজারে দামি হয়ে পড়েছে। ফলে ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া আমাদের মূল প্রতিযোগী। সেই জায়গায় কলকাতার শিল্পে প্রভাব পড়েছে। আগামী দিনে কর্মহীনতার আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে।' নরেশ জুনেজা বলেন, 'শিল্প সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে একাধিক দাবি জানিয়েছে। মূলত সহজে ঋণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা পেলে শিল্পগুলি বাঁচানো যাবে।' এই এলাকায় কাজ করা ট্যানারির এক কর্ণধার সুকান্ত নস্কর বলেছেন, 'এই এলাকার সাতটি বিধানসভার লোকজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। চর্মশিল্প একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাজার মন্দা গিয়েছিল। এরপর ট্রাম্পের শুল্কনীতি বড় ধাক্কা দিয়েছে।'

প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঁচামাল নিয়ে শতাধিক লরি এশিয়ার এই বৃহত্তম চর্মনগরীতে এসে পৌঁছোত। কিন্তু এখন উৎপাদন কমে যাওয়ায় কাঁচামালের প্রয়োজনও কমে গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৭ অগাস্ট ভারতীয় পণ্যের ওপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন। বারণ সত্ত্বেও ভারত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জরিমানা বাবদ ফের ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন ট্রাম্প। যেখানে ভিয়েতনামের জন্য ২০ শতাংশ, চিনের জন্য ৩০ শতাংশ এবং বাংলাদেশের জন্য ৩৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য রয়েছে, সেখানে ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক ধার্য হওয়ায় আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছে। ভারত প্রতি বছর প্রায় ৮৭০ কোটি টাকার চর্মজাত পণ্য রপ্তানি করত। যা ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ। এই বাণিজ্য অনেকটাই ধাক্কা খাবে বলে মনে করছেন শিল্পপতিরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১২ সংখ্যা, সোমবার, ২২ ভাদ্র ১৪৩২

অগ্নিপরীক্ষা সব অর্থেই

স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) বহু প্রতীক্ষিত দু'দফায় ৩৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার প্রথম পর্ব মোটামুটি নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা পরের সপ্তাহে। প্রথম দফায় হল নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরের দফায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। শুধু কমিশনের নয়, এটা রাজ্য সরকার এবং শাসকদলেরও অগ্নিপরীক্ষা। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেল বাতিল ঘোষণার পিছনে দুর্নীতির দায় যে চেপেছে রাজ্য সরকারের ঘাড়ে।

এসএসসির ওই প্যানেলের প্রায় ২৬০০০ জনের চাকরি বাতিল মামলার জের চলছে দীর্ঘদিন ধরে। গত এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হয় মামলার। তারপরেও মামলা সংক্রান্ত কিছু না কিছু আর্জি জমা পড়ছেই শীর্ষ আদালতে। দুর্ভাগ্যজনক শুধু এসএসসি এবং রাজ্য সরকারের গলদে এই দুর্নীতির মাশুল গুনতে হচ্ছে চাকরিহারাদের। এর দায় এড়াতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী।

এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট ২৫৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করার পর দিনকয়েকের মধ্যে কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সমাবেশে মমতা বলেছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। ২০২৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই তিনি সব সমাধান করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, সমাধান করার জন্য তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি তৈরি আছে।

কীসের ভিত্তিতে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন মমতা? আইনজ্ঞদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী এটা করতেই পারেন না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মুদ্রাদোষ, তিনি থেকে থেকে কিছু না কিছু ঘোষণা করবেনই। যেমন, চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত গ্রুপ-সি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ৩০০০০ এবং গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ২৫০০০ টাকা ভাতার ব্যবস্থার ঘোষণা করলেন তিনি।

দুর্নীতির অভিযোগে সদ্য যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের জন্য কি কোনও রাজ্য সরকার খেয়ালখুশিমতো এভাবে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করতে পারে? মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা চাউর হতেই হাইকোর্টে মামলা হল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলা হল। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদারতায় খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অঙ্কুরে বিনাশ হল।

এখন আবার চাকরিহারা অযোগ্য শিক্ষকদের জন্য গ্রুপ-সি স্তরের চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগেও যতবার মুখ্যমন্ত্রী আইন ভেঙে কিছু করার চেষ্টা করেছেন, আদালত আটকে দিয়েছে। এবারেও যে তার পুনরাবৃত্তি হবে না, কে বলতে পারে! প্রশ্ন উঠতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী কি ইচ্ছে করেই সবসময় এমন ঘোষণা করেন? তিনি তো ভালো জানেন যে, বেআইনিভাবে কিছু ঘোষণা করলে দু'দিন বাদে কেউ মামলা ঠুকলেই তা বাতিল হয়ে যেতে পারে। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী এগুলো করেন কেন? আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন।

যেদিন একযোগে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে অযোগ্যদের জন্য তদ্বির করার কারণে রাজ্য সরকারকে চরম ভর্ৎসনা শুনতে হল, সেদিনই দাগি শিক্ষকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণ কেঁদে উঠল। গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে এত শোরগোলের পরেও মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ঘুরেফিরে আসছে অযোগ্যদের কথা! এটাই অদৃষ্টের পরিহাস।

বাস্তব হল, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চাকরি দেওয়ার কথা বলছেন, আইনে তার কোনও বিধান নেই। তবু মুখ্যমন্ত্রী অনবরত বলে চলেন। নিশ্চয়ই ভোটে জেতার তাগিদে। ইতিমধ্যে চাকরিহারাদের কেউ কেউ আত্মঘাতী হয়েছেন। ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের বলি হয়েছেন কেউ কেউ। চাকরিহারাদের পরিবারেও অনেকে হয় দীর্ঘ অসুস্থতা বা স্ট্রোক-অ্যাটাকের শিকার হন।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবার এসএসসি দু'দফায় পরীক্ষার আয়োজন করেছে। আশা করা যায় কি যে আর দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে না? টানাটানি হবে না রাজ্যের মানসম্মান নিয়ে? উত্তরটা কিন্তু নিশ্চিত নয়। সংশয় বুকে রেখে পরীক্ষাকেন্দ্রমুখী হয়েছেন শিক্ষক পদের চাকরিপ্রার্থীরা।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ-কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

গণতন্ত্রের মন্দিরে ক্ষমতার কলঙ্কের দাগ

অস্বীকার করে লাভ নেই, স্পিকাররা শাসকদলের পক্ষে সংগত করেন। বিরোধীরাও অনেক সময় সভা চালাতে দেয় না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

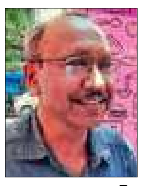

গণতন্ত্রে আইনসভা নাকি বিরোধীদের। এমনই বলা হয়ে থাকে। অথচ কী লোকসভা, কী বিধানসভা, সর্বত্র বিরোধীদের দমিয়ে রাখার অদম্য চেষ্টা শাসকের। অস্বীকার করে লাভ নেই, স্পিকাররা শাসকদলের পক্ষেই সংগত করেন। গণতন্ত্রের মন্দির বলে স্বীকৃত লোকসভা বা বিধানসভা মর্যাদা এতে হারায় নিঃসন্দেহে। আবার বাস্তবে বিরোধীপক্ষও অনেক সময় সভা চালাতে দেয় না। লোকসভার সদ্যসমাপ্ত অধিবেশন তার প্রমাণ।

শাসক ও বিরোধী শিবিরের চাপানউতোরে আইনসভা উত্তাল হওয়া নতুন কিছু নয়। অতীতের এমন দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি রয়েছে। বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভে দিনের পর দিন লোকসভা অচল থাকার নজিরও রয়েছে। তবে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার যে ঘটনাবলি টিভির পর্দায় বঙ্গবাসী দেখলেন, তাকে অলীক কুনাট্য ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। ঘটনাটি অতীতের সব নজিরই ছাড়িয়ে গিয়েছে।

৪০ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছি। ১৯৮৫-'৮৬ সালে বিধানসভার খবর কভার করা শুরু করেছিলাম। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিরোধী বেঞ্চে সিদ্ধার্থশংকর রায়, জয়নাল আবেদিন, আব্দুস সাত্তার, সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অধীর চৌধুরীর মতো বাঘা বাঘা বিধায়ক ছিলেন। অনেক সময় তখনও বিরোধীদের বাধা দিতে দেখেছি। স্পিকারের আসনে বসে হাসিম আবদুল হালিম নরমে-গরমে তাঁদের ট্যাকল করেছেন।

কিন্তু কখনও জ্যোতিবাবু বা বুদ্ধবাবুকে এরকম মারমুখী মেজাজে বিরোধীদের উদ্দেশে স্লোগান দিতে দেখিনি। তাঁদের কখনও ওয়েলে নেমে আসতে দেখা যায়নি। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী যেরকম যুদ্ধং দেহি মেজাজে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন, তা এককথায় নজিরবিহীন। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পাঁচ-পাঁচজন বিজেপি বিধায়কের সাসপেনশন। তাঁদের মার্শাল দিয়ে বের করে দেওয়াও নজিরবিহীন।

বাংলার শাসকদলের বেশ কিছুদিনের অভিযোগ, বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষা এবং বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার করা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এই অত্যাচারের নামকরণও করে ফেলেছেন-ভাষা সন্ত্রাস। সেই তথাকথিত ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূলের লাগাতার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণা অনুযায়ী রেড রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ম্যারাপ বেঁধে তৃণমূল প্রতি শনি এবং রবিবার নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল।

সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড অনুমতির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করে সেই মঞ্চ খুলে দেয়। তা নিয়েও একপ্রস্থ নাটক বঙ্গবাসী দেখেছেন। মঞ্চ ভাঙার খবর শুনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সব কাজ ফেলে নবান্ন থেকে রেড রোডে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে দেখে নাকি প্রায় দুশো সেনা জওয়ান সেখান থেকে পালিয়ে যান। সেই আধখোলা মঞ্চে উঠে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সেনাবাহিনীকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শাসকদলের অনেক নেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, সাংসদ সেখানে চলে যান। বেশ একটা হইহই রইরই ব্যাপার ঘটে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, পুলিশ বা শাসকদলকে না জানিয়ে সেনাবাহিনী ওই মঞ্চ খুলে দিয়েছে। পরে সেনাবাহিনী বিবৃতি দিয়ে জানায়, পুলিশ এবং আয়োজকদের একাধিকবার জানানো হয়েছে। বাহিনী কোনও বেআইনি কাজ করেনি।

যে কলকাতা পুলিশ কথায় কথায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানায়, সেনার বিবৃতির পালটা তাদের কিন্তু কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ভাঙা মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাবিরোধী বলেই এই কাজ করিয়েছে সেনাকে ব্যবহার করে। যা বেআইনি, অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক।

পরে ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শাসকদল বিধানসভায় প্রস্তাব আনে। সেই প্রস্তাবের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলতে উঠতেই গোলমালের সূত্রপাত।

বিরোধী দলনেতাহীন বিধানসভায় হইচই বাধানোর দায়িত্ব নেন বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। আগের দিনই বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করেছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সাসপেনশনের প্রতিবাদে বিজেপির ৬৪ জন বিধায়ক বিক্ষোভ শুরু করলে তাঁদের স্লোগানে মুখ্যমন্ত্রী বলতে বাধা পান। বিজেপি বিধায়করা চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। শাসকদলের বিধায়করাও পালটা স্লোগান দেওয়ায় অধিবেশন উত্তপ্ত হয়।

সেদিনই আবার ওই বিশেষ অধিবেশনের লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। ফলে লাইভের সুবাদে সবাই দেখতে পান যে, বিজেপি বিধায়কদের লাগাতার স্লোগানে মুখ্যমন্ত্রীর মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। তিনি বিজেপি বিধায়কদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে মোদি চোর, অমিত শা চোর ইত্যাদি বলতে থাকেন। একটা সময় উত্তেজনা এতটাই বেড়ে যায় যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্লোগান দিতে থাকেন। এখানেই শেষ নয়, তিনি সতীর্থদের গলা মেলাতে বলেন হাত তুলে।

শাসকদলের বিধায়কদের মধ্যে অনেকে ওয়েলে নেমে আসেন। কাউকে কাউকে বিজেপি বিধায়কদের দিকে তেড়ে যেতে দেখা যায়। কয়েকজন সিনিয়ার এমএলএ সতীর্থদের জায়গায় বসতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রীও ওয়েলে নেমে শাসকপক্ষের বিধায়কদের সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একটা সময় পরিস্থিতি এমন হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের কোনও কোনও বিধায়ককে হনুমান বলে অনুযোগ করেন। হুমকি দেন, জায়গায় না বসলে তাঁদের সাসপেন্ড করার জন্য তিনি স্পিকারকে বলবেন।

স্পিকারের কথা গ্রাহ্য করেননি কেউ। শেষে মার্শাল ডেকে শংকরকে জোর করে বার করে দেওয়া হয়। দুই ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ এমএলএকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। ততক্ষণে বিজেপি বিধায়করা কাগজপত্র ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, বিরোধীদের সাসপেন্ড করলেও স্পিকার কিন্তু শাসকদলের কাউকে সাসপেন্ড করেননি। যদিও তাঁরাও বিজেপি বিধায়কদের মতো একই দোষে দুষ্ট।

স্বভাবতই স্পিকারকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুগত বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিধানসভায় ওই গোলমালের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, বিরোধীরা যেভাবে কাগজ ছিঁড়লেন, তা অসাংবিধানিক, বেআইনি। আজকের দিনটি বিধানসভার ইতিহাসে কলঙ্কজনক হয়ে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পুরোনো ইতিহাস। ২০০৪-'০৫ সালে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় তখন লোকসভায় একমাত্র তৃণমূল সাংসদ তিনি কাগজ ছুড়ে মেরেছিলেন লোকসভার স্পিকারের চেয়ারে যিনি ছিলেন, তাঁর দিকে।

শুধু তাই নয়, ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের সেই দিনটির কথা মনে করিয়ে দিই, যেদিন সিঙ্গুরে যাওয়ার সময় মাঝপথে আটকে দিলে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সটান বিধানসভার লবিতে ঢুকে অভিযোগ করেছিলেন, বুদ্ধবাবুর পুলিশ তাঁকে মারধর করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল বিধায়করা বিধানসভার আসবাবপত্র ভাঙচুর করলেন। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনার প্ররোচনাতেই সেদিন বিধানসভায় আপনার দলের বিধায়করা ভৈরব নৃত্য করেছিলেন। সেদিনটাও বিধানসভার ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় ছিল। ২০১৬-'১৭ সালে বাম বিধায়কদের উপর বেনজির আক্রমণ করেছিলেন তৃণমূলের বিধায়করা। বাম মহিলা বিধায়করা পর্যন্ত রেহাই পাননি। সেদিনের কলঙ্কও কিন্তু কম নয় বিধানসভায়।

সদ্যসমাপ্ত লোকসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর দলের সাংসদরা সংবিধান সংশোধনী বিলের কপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মুখের উপর ছুড়ে মেরেছিলেন। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন। সেদিন লোকসভার স্পিকার তৃণমূলের কোনও সাংসদকে সাসপেন্ড করেননি। আজ মমতা বলছেন, বিধানসভার কলঙ্কিত দিন?

কিন্তু এটা তো বোধহয় আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সেদিন আপনাকে যে ভূমিকায় দেখা গিয়েছে, সেই ভূমিকায় কখনও বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থশংকর রায়, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যায়নি। এমনিতেই বিধানসভায় এখন বিতর্কের মান নিম্নগামী। যেমন লোকসভায় বিরোধীরা অভিযোগ করেন, শাসকদল তাঁদের কণ্ঠরোধ করছে, তেমনই এরাজ্যের বিরোধী দলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

যাই হোক, সেদিন বিধানসভায় যা হল, তা দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে হয়, আহা, কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯২৬

সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৩৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে।

আলোচিত

দুর্নীতিগ্রস্ত যে তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন দিয়েছে, তা অসম্পূর্ণ। চাকরিপ্রার্থীদের ভিড়ে দুর্নীতিগ্রস্তরা লুকিয়ে থাকলে এই পরীক্ষা বাতিল হবে। সেই দায় স্কুল সার্ভিস কমিশনকেই নিতে হবে। কারণ কারচুপি কোন স্তরে হবে, সেটা তো নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

- বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে বৃষ্টিতে ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছিল একটি শিশু। এক মহিলা দোকান থেকে ছাতা কিনে ছেলেটিকে দেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন নতুন ছাতা মাটিতে ফেলে ভাঙছে সে। সমাজমাধ্যমে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন ওই মহিলা।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে পেট্রোল পাম্পে এক মহিলা বাইকে তেল ভরতে গিয়েছিলেন। হেলমেট না পরায় তাঁকে পেট্রোল দিতে অস্বীকার করেন পাম্পের মহিলাকর্মী। সেই বাকবিতণ্ডা গড়ায় হাতাহাতিতে। দুই মহিলার মারামারির ভিডিও ঝড়ের গতিতে ভাইরাল।

জনমন জনমত

রাস্তা, আন্ডারপাসে নজর নেই

শিলিগুড়ির অত্যন্ত সন্নিকটে যে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি কারও নজর নেই বললেই চলে। বিশেষ করে অম্বিকানগর, মধুসূদন কলোনি, ভালোবাসার মোড়, ভোলার মোড়, সাহুডাঙ্গি, পাঁচকোলগুড়ি হয়ে সুদূর আমবাড়ি পর্যন্ত- এইসব এলাকার শিলিগুড়ি শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তায় এনজেপি-কলকাতা ব্রডগেজ রেললাইনটি যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে তা না বললেই নয়। একটি আন্ডারপাস আছে যা দিয়ে যাতায়াত চলে। কিন্তু তার হাল বা অবস্থা অবর্ণনীয়। বর্ষাকালে সেটি এক কোমর জলের তলায় চলে যায়। ক্ষতবিক্ষত সেই রাস্তাটি যাতায়াতের একেবারেই অযোগ্য। প্রায়শই দুর্ঘটনা লেগে থাকে।

যেসব জায়গার নাম লিখলাম সেইসব এলাকায় প্রায় কয়েক হাজার মানুষের বাস। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের এই দুর্গমতাকে অতিক্রম করে তবেই ভবিষ্যতের স্বপ্নের অধিকারী হতে হয়। জীবিকার সন্ধানে যাঁদের প্রতিদিনের যাতায়াত শিলিগুড়ি, তাঁদের সীমাহীন কষ্ট অবর্ণনীয়, বয়স্ক লোকদের কথা না বলাই শ্রেয়। অথচ রাস্তাটির প্রতি কারও নজর নেই। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের জমির দাম আকাশছোঁয়া, বলা যেতে পারে এক টুকরো জমি কেনা বা বাড়ি করা স্বপ্নেরও অতীত। তাই সবাই ছুটছে উপরি উল্লিখিত শহরতলিতে অপেক্ষাকৃত একটু কম দামে জমি কিনে বাড়ি করতে। ফলে দ্রুতগতিতে বাড়ছে ঘন জনবসতি। কিন্তু একটিমাত্র যোগাযোগের রাস্তার যদি এই হাল হয় তাহলে দুর্ভোগের সীমার অবসান কবে হবে? আন্ডারপাসে প্রায়শই টোটো বা অন্যান্য গাড়ি উলটে পড়ে থাকার দৃশ্য বিরল নয়।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উড়ালপুলের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। তবে আপাতত আন্ডারপাসের জল বের করে রাস্তাটির স্থায়ী পুনর্নির্মাণ করলে হাজার হাজার মানুষের কষ্ট লাঘব হয়।

শ্রীদেব চৌধুরী (শর্মা)
সাউথ কলোনি, এনজেপি।

নাগরাকাটায় নিকাশিনালা সাফাই প্রয়োজন

নাগরাকাটায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগীর সংখ্যা প্রচুর। ডেঙ্গি থেকে মুক্তি পেতে এলাকার মানুষজনকে সচেতন হতে হবে। তবে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন, প্রতিটি পাড়ায় যে জঞ্জাল জমা আছে তা অবিলম্বে পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া যেসব নিকাশিনালায় কাদামাটি জমে আছে, সেগুলো অবশ্যই পুজোর আগে সাফাই করা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। নতুবা এলাকায় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি আরও ভয়াবহ আকার নেবে। আশা করি, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এই সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে।

বিনয়কুমার নাগ, মধ্য সুখানি, নাগরাকাটা।

ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে অদৃশ্য শয়তানরা

আমাদের সামনে 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের' উদাহরণ নেই। চারপাশে শুধু সুধাহরণের ক্ষুধাভরনের উদাহরণ।

কল্যাণময় দাস

পৃথিবীর তামাম সংবাদমাধ্যমে সবসময় ছোট-বড় নানা রকম হিংসার ছবি দেখা যায়। দেখতে দেখতে মনে হয়, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই বোধহয় হিংস্র। পাড়া-মহল্লার বাঁশ-বাখারির ডাং থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার বম্ব- হিংসার অস্ত্রের চিত্রটা ভয়ানক। কোথাও জমি দখলের জন্য সন্ত্রাস তো কোথাও দেশ দখলের জন্য যুদ্ধ। কোথাও মেয়ে দখল তো কোথাও পুরুষ দখল। চারদিকে জল-জঙ্গল-জমি দখলের দবদবা।

ক্রনি-ক্যাপিটালিজমে আর রাজনীতির 'দাদা' ইজমের কলার তুলে এগোচ্ছে রাষ্ট্র। কোথায় যাবে নাগরিক! কীভাবে এর থেকে নিস্তার পাবে পৃথিবী? কারও কাছে এর বিজ্ঞানসম্মত উত্তর নেই, নেই দর্শনগত উত্তরও। থাকলেই বা শুনছে কে?

আমাদের সামনে কোন 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের' উদাহরণ নেই, শুধু চারপাশে সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ। একে অন্যকে ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে অদৃশ্য শয়তানরা। আমরা সেই ঘেন্না বহন করে নিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। এর শেষ নেই। আচ্ছা বলুন তো, ঘৃণাই যদি শেষ আশ্রয় হবে আমাদের, তবে এত কবি, এত কবিতা, এত প্রাবন্ধিক, এত প্রবন্ধ, এত ঔপন্যাসিক, এত উপন্যাস, এত গীতিকার, এত গান- এসবের কী দরকার?

মানুষ এখন সম্পদের কাছে, ক্ষমতার কাছে, লোভের কাছে এতটাই নতজানু, এতটাই কশেরুকাহীন যে, লোভ, পাপ, অন্যায়, অবিচার ইত্যাদি শব্দগুলো তাদের ডিকশনারি থেকে বাদ হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে এই যে অন্ধ হিংসা, তার ভেতর জন্ম নিচ্ছে নিজেকেই খুন করার প্রক্রিয়া। জন্ম নিচ্ছে ভাষা থেকে শুরু করে সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন করার অভিপ্রায়। জন্ম নিচ্ছে একটা প্রবল বর্ণময় সৃজন-ঐশ্বর্যে ভরা ভাষাগোষ্ঠীকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তন।

এই অবস্থার মধ্যে মানবিক সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন- এমন মানুষ কিছু আছেন। হয়তো তাঁরা সংখ্যায় কম। কিন্তু আছেন। তবে তাঁরা একঘরে। যাঁরা প্রত্যাশা করেন 'শত ফুল বিকশিত হোক/ যত আগাছা নির্মূল হোক।' তাঁদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে অন্ধকারে। যাঁরা বিশ্বাস করেন 'মানুষ মানুষের জন্যে/ জীবন জীবনের জন্য...', তাঁরা রাজনীতির রক্তচোখের সামনে।

অস্ত্রনির্ভর বাণিজ্য আর ভূ-রাজনীতির আধিপত্য আজ শুধু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অলিগলিতে টুকরো টুকরো ক্ষমতাপ্রিয় প্রভুভক্তদের মধ্যেও। হিংস্রতা এখন একটা দাবাং পলিসি। যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই এই দাবাং দৈত্যরা দাঁড়িয়ে আছে। দেশে-বিদেশে চরমতম নাশকতা থেকে শুরু করে একদম পারিবারিক স্তরে ঠারেঠোরে হিংসা এবং অবিশ্বস্ততা এতটাই প্রমত্ত যে, এ থেকে মানুষের নিস্তার পাওয়ার সুযোগ খুব কম। এসবের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

তবে একটা বিষয় একদম নিশ্চিত যে, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে যে আগুন, প্রবেশ করেছে যে চোরাগোপ্তা ফুসলানি, অনুপ্রবেশ করেছে যেসব ভেদবুদ্ধি, ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি, তাতে ক্রমশ অস্থিরতা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হল, হচ্ছে। শুধুমাত্র হাহাকার ছাড়া আমাদের মতো লিখিয়েদের আর কী-ই বা করার আছে! সমস্ত আশার বাণীকে যেখানে থেকে থেকে মনে হয় অসার বাণী। কেননা, আমরা এতবার ঠকেছি রাষ্ট্রযন্ত্রের ঠোক্করে, এতবার ছিন্নমূল হয়ে ছন্নছাড়া হয়েছি যে, কোথাও আশার আলো দেখি না। তবু কি আমাদের সচেতনতা ফিরেছে? কয়েক কোটি টাকার প্রশ্ন সেটা। মাঝে মাঝে মনে হয় 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে' নিজেদের বিপন্ন করে তোলার এই যে অন্ধকার বাসনা- এর থেকে কি মানুষের রেহাই নেই!

(লেখক নাট্যশিল্পী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। চিরুনি, মাছের ফুলকো ৪। লোহার মরচে ৫। নাছোড়বান্দা ৭। অবাধ্য ও দুর্দান্ত, ঝগড়াটে, দুষ্ট ৮। প্রতারক, ধাপ্পাবাজ ৯। বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ ১১। স্বাধীন, মুক্ত ১৩। রাত, ছেঁড়া ন্যাকড়া, কানি ১৪। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১৫। এক শত, বহু, অসংখ্য।

উপর-নীচ : ১। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ ২। গাবজাতীয় কালো রংয়ের গাছবিশেষ ৩। সম্পূর্ণ নষ্ট, ব্যর্থ বা পণ্ড ৬। সগৌরবে অবস্থান ৯। তামা দস্তা ও রাং মিশিয়ে তৈরি নিকৃষ্ট কাঁসাবিশেষ ১০। হাতি ১১। আগুন, উত্তাপ ১২। পুরাণোক্ত রাজাবিশেষ, পৌরাণিক অরণ্যবিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৩৭

পাশাপাশি : ১। উচ্চগ্রাম ৩। মেরুন ৫। রামরহিম ৭। শালিক ৯। আকর ১১। বকবকানি ১৪। কঙ্কত ১৫। ঘনঘটা।

উপর-নীচ : ১। উত্তরাশা ২। মন্দুরা ৩। মেজর ৪। নবম ৬। হিড়িক ৮। লিরিক ১০। রগচটা ১১। বণিক ১২। বনাত ১৩। নিদাঘ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তিন শতাংশ ডিএ-র জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : খুব তাড়াতাড়ি সুখবর পেতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। উৎসবের মরশুমে আরও একপ্রস্থ মহার্ঘভাতা (ডিএ) ঘোষণার তোড়জোড় শুরু করেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, দীপাবলির আগেই ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হতে পারে। ১.২ কোটির বেশি সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত এর ফলে উপকৃত হবেন। বর্তমানে ৫৫ শতাংশ হারে ডিএ পান কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। কেন্দ্র ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করলে সেই হার বেড়ে ৫৮ শতাংশ হবে।

ইশিবা'র ইস্তফা

টোকিও, ৭ সেপ্টেম্বর : টানা দু'বার নির্বাচনে পরাজয়ের পর সমালোচনায় জেরবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা পদত্যাগ করলেন। প্রধানমন্ত্রিত্বের পাশাপাশি দলের প্রেসিডেন্ট পদ থেকেও সরে গেলেন তিনি। সূত্রের খবর, জাপানের শাসকদল এলডিপি-র নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নিয়ে ভোটাভুটির ঠিক একদিন আগে ইশিবার দলীয় প্রধানের পদ থেকে ইস্তফাপত্র জমা পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপকে কার্যত তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিনি গত বছর প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেন।

১৯-এ যুবরাজ

টোকিও, ৭ সেপ্টেম্বর : সদ্য ১৮ থেকে ১৯-এ পা রেখেছেন জাপানের যুবরাজ প্রিন্স হিসাহিতো। গত ৪০ বছরে হিসাহিতো হলেন রাজপরিবারের প্রথম পুরুষ সদস্য যিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে শনিবার রাজপ্রাসাদে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯ বছর বয়সি হিসাহিতো বর্তমান সম্রাট নারুহিতোর ভাগ্নে। সিংহাসনের দাবিদারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি।

হত মাওবাদী

রাঁচি, ৭ সেপ্টেম্বর : মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষে পশ্চিম সিংভূম জেলায় সারান্ডা জঙ্গলে মৃত্যু হল অমিত হাঁসদা ওরফে আপতানের। তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। রবিবার এসপি পরশ রানা জানিয়েছেন, অমিত হাঁসদার মৃত্যু হয়েছে। সারান্ডা জঙ্গলে মাওবাদীদের ঘাঁটিতে তল্লাশি চালিয়ে একটি এসএলআর, প্রচুর বিস্ফোরক ও অন্যান্য অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে।

মিলেনিয়াল সন্ত

ভ্যাটিকান সিটি, ৭ সেপ্টেম্বর : ইতালীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কিশোর কার্লো আকুতিসকে 'মিলেনিয়াল সন্ত' ঘোষণা করল ভ্যাটিকান। অতীতে মাদার টেরিজাকে সন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্যাথলিক খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ লিওর উপস্থিতিতে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রবিবার আকুতিসকেও এই উপাধি দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল তার। কোডিং বিশেষজ্ঞ আকুতিস ক্যাথলিক ভাবধারাকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তরুণ উপাসকদের উদ্দেশে পোপ লিও বলেন, 'কার্লো বলতেন স্বর্গ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আগামীকালকে ভালোবাসতে হলে আজ নিজের সেরাটা দিতে হবে।'

কিশোরকে হত্যা

ভুবনেশ্বর, ৭ সেপ্টেম্বর : মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন এক ১২ বছরের ছাত্রকে যৌন হেনস্তা করত উঁচু ক্লাসের দাদারা। ২ সেপ্টেম্বর ৫ জন ছাত্র মিলে ওই নাবালককে শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর দেহ ট্যাংকে ফেলে দেওয়া হয়। ওড়িশার নীলমণি এলাকার ঘটনা। সিসিটিভি ফুটেজে ছাত্রকে মারধর ও যৌন নির্যাতনের প্রমাণ মিলেছে। মৃত ছাত্রের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ৫ নাবালককে আটক করেছে পুলিশ।

মহিলাকে মার

চেন্নাই, ৭ সেপ্টেম্বর : জমি বিবাদের জেরে এক মহিলাকে গাছে বেঁধে, অর্ধনগ্ন করে মারধরের অভিযোগ তামিলনাড়ুতে। ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে শোরগোল শুরু হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মহিলার শাড়ি দিয়েই তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন চার মহিলা। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের সঙ্গে চলছে পোশাক খুলে দেওয়ার চেষ্টা। অভিযুক্ত গ্রামেরই চার মহিলা। একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারলেও বাকিরা পলাতক।

বন্ধুদের কাছে সেনা সাহায্যের আবেদন জেলেনস্কির

রুশ হামলায় জ্বলছে মন্ত্রী পরিষদ ভবন

কিভ, ৭ সেপ্টেম্বর : মুখে বড় বড় কথা বলার দিন ফুরিয়েছে। রাশিয়ার হামলা ঠেকাতে এবার বন্ধু দেশগুলির উচিত ইউক্রেনে সেনা পাঠানো। উত্তর কোরিয়ার সেনা যেমন রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করছে, সেইভাবে ইউক্রেনীয় বাহিনীর হয়ে লড়াই করুক ইউরোপের দেশগুলির যৌথ বাহিনী। শনিবার গভীর রাতে কিভে মন্ত্রী পরিষদ ভবন সহ একাধিক বহুতলে রাশিয়ার ড্রোন হামলার পর এই আবেদন জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর দাবি, এদিন রাতে কিভ লক্ষ্য করে ৮০০ ড্রোন ও ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ সেনা। হামলায় এক মহিলা ও শিশু সহ কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৮। কিভ ছাড়াও হামলা হয়েছে খারকিভ ও জাপোরাঝিয়ায়। সেখানেও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

> যুদ্ধবিরতির জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে এ ধরনের হামলা সংঘর্ষকে দীর্ঘস্থায়ী করার নামান্তর। আন্তর্জাতিক মহল চাইলে ক্রেমলিনের অপরাধীদের হত্যাকাণ্ড বন্ধে বাধ্য করতে পারে।
>
> **ভোলোদোমির জেলেনস্কি**

জেলেনস্কি বলেন, 'যুদ্ধবিরতির জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে এ ধরনের হামলা সংঘর্ষকে দীর্ঘস্থায়ী করার নামান্তর। আন্তর্জাতিক মহল চাইলে ক্রেমলিনের অপরাধীদের হত্যাকাণ্ড বন্ধে বাধ্য করতে পারে।' গত বৃহস্পতিবার প্যারিস বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ওই বৈঠকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানে ইউরোপীয় দেশগুলির যৌথ বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মস্কোর তরফে পালটা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, ইউক্রেনে বিদেশি সেনা মোতায়েন করা হলে তাদেরও ছেড়ে কথা বলবে না রুশবাহিনী।

ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো বলেন, 'শনিবার প্রথম শত্রুর আক্রমণে একটি সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা ভবনটি সংস্কার করব, কিন্তু হারানো প্রাণ ফেরত আসবে না। আমাদের পশ্চিমী মিত্রদের উচিত রাশিয়ার তেল ও গ্যাস সরবরাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা। শুধু কথা বললে হবে না, কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।' কিভের মেয়র ভিতালি ক্লিটসকো জানিয়েছেন, চলতি সংঘাত শুরু হওয়ার পর শনিবার ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলিকে নিশানা করেছিল রাশিয়ার বাহিনী। রাশিয়ার হামলায় ১৬টি বহুতল, ১২টি বাড়ি, ১টি স্কুল ও একাধিক কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাশিয়ার হামলার জবাবে পালটা ড্রোন ছুড়েছে ইউক্রেন। যার জেরে রাশিয়ার একাধিক জায়গায় তেল সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের ছোড়া ৬৯টি ড্রোন ধ্বংসের দাবি করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রক। তারা জানিয়েছে, ইউক্রেনের ড্রোনগুলির মধ্যে ২১টি ক্রাসনোদার ক্রাই, ১৩টি ভোরোনেজ ও ১০টি বেলগোরোদ অঞ্চলে ধ্বংস করা হয়েছে।

রাশিয়ার ড্রোন হামলায় জ্বলছে বহুতল। রবিবার কিভে।

বন্যাদুর্গত অঞ্চলে কাল প্রধানমন্ত্রী

চণ্ডীগড়, ৭ সেপ্টেম্বর : বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ৯ সেপ্টেম্বর পঞ্জাবের গুরদাসপুরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্য খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বন্যাপীড়িতদের সঙ্গেও তিনি কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির পঞ্জাব শাখার তরফে মোদির আসন্ন সফরের কথা জানানো হয়েছে। পঞ্জাবে এখনও পর্যন্ত বন্যার বলি হয়েছেন ৪৬ জন। রাজ্য সরকারের হিসেব অনুযায়ী, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৩,২৮৯ কোটি টাকা।

পঞ্জাবে মৃত বেড়ে ৪৬

৯ তারিখ মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরই দুপুরে অমৃতসরে আসবেন মোদি। সেখানে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। তারপর গুরদাসপুরের উদ্দেশে রওনা দেবেন। সেখান থেকে আকাশপথে পাঠানকোটের বন্যাকবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন তিনি। বন্যাপীড়িত সাধারণ মানুষ তো বটেই, যে সমস্ত চাষির বিঘার পর বিঘা চাষজমি জলের তলায় চলে গিয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী।

বিজেপির পঞ্জাবের সভাপতি সুনীল জাখর জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী পঞ্জাবের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান পঞ্জাবে এসে বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি টিমও রাজ্য থেকে ঘুরে গিয়েছে। বন্যায় পঞ্জাবের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটা, তা নিয়ে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট জমা দেবে ওই টিম দুটি।

পঞ্জাবের এই সংকটকালে যাবতীয় সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। লাগাতার বৃষ্টির ফলে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, ঘাগ্গার নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠেছে। রাজ্যের ২৩ জেলার ১৯০০টি গ্রাম জলমগ্ন। বন্যায় নষ্ট হয়েছে প্রায় ১.৭১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল। সূত্রের খবর, ওই নদীগুলি থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার ফলে এবার বিপর্যয় নেমে এসেছে পঞ্জাবে। সেই ব্যাপারেও কথা বলতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে পিছনের সারিতে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

'দুর্গার পায়ের কাছে মোদির ছবি রাখুন'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : রাজধানীর প্রতিটি মণ্ডপে মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তাঁর বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের জন্য মা দুর্গার আশীর্বাদ কামনা করা হোক।' দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে নানাবিধ ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মোদির ছবি রাখা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এমন নির্দেশ ঘিরে পুজো কমিটিগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক।

শনিবার দিল্লি সচিবালয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, 'আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। আমরা চাই, মা দুর্গার আশীর্বাদ ওঁর সঙ্গে থাকুক। প্রতিটি পুজো প্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখুন মা দুর্গার পায়ের কাছে।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে দিল্লির বহু দুর্গাপুজো কমিটি। এক উদ্যোক্তার সোজাসাপটা প্রতিক্রিয়া, 'প্রধানমন্ত্রী ভগবান নন যে তাঁর ছবি আমরা দেবীর পায়ের কাছে রাখব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ধরনের রাজনৈতিক তোষামোদের কোনও স্থান নেই। আমরা এই নির্দেশ মানব না।'

নির্দেশ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

এই ইস্যুতে সরব হয়েছে তৃণমূলও। তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের কটাক্ষ, 'কস্মিনকালেও কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী এমন কথা বলেননি। মা দুর্গার চালার পিছনে থাকা দেবাদিদেব মহাদেবের ফোটোর জায়গায় যদি প্রধানমন্ত্রীর ছবি বসাতে চান, তাহলে ওঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে হয়তো। আসলে প্রভুভক্তি দেখাতে গিয়ে তোষামোদের সীমা অতিক্রম করছেন।'

সবার পিছনে

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : দেশের প্রধানমন্ত্রী সবসময় সবার সামনে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু তিনি দেশনেতা, তাই তাঁকে সামনে রেখেই তাঁর দল ও সরকার পরিচালিত হয়। কিন্তু উলটপুরাণ ঘটল রবিবার বিজেপি সাংসদদের একটি কর্মশালায়। মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে ওই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল সংসদ ভবন সংলগ্ন জিএমসি বালাযোগী অডিটোরিয়ামে। সেখানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির প্রায় সমস্ত সাংসদ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদি প্রথম সারির কোনও আসনে বসেননি। বরং দলের অন্যান্য সাংসদের সঙ্গে একেবারে শেষ সারির আসনটি নিজের জন্য বেছে নেন মোদি। তাঁর এহেন আচরণ দেখে স্বাভাবিকভাবেই ধন্য ধন্য শুরু করেছেন বিজেপির সাংসদরা। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখনও কতটা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ, সেই প্রচার শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। সূত্রের খবর, ওই ওয়ার্কশপে জিএসটি সংস্কারের জন্য বিজেপি সাংসদদের তরফে মোদিকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। রবি ও সোমবার চলবে ওই কর্মশালা। সোমবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কীভাবে ভোটদান করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বিজেপি সাংসদদের।

ভোট চর্চার নৈশভোজ

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার দেশের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন, তা নিয়ে জল্পনা চরমে। শেষবেলায় বিরোধী শিবিরকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একজোট রাখতে একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার সন্ধ্যায় সংসদের অ্যানেক্সে ইন্ডিয়া জোটের ব্যানারে ওই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। বিরোধীরা যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে রেড্ডিকে ভোট দেন, সেই বার্তাই ওই নৈশভোজের অনুষ্ঠান থেকে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে রেড্ডি ভোটারদের দেশহিতে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, ইন্ডিয়া জোটের শরিক না হওয়া সত্ত্বেও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রেড্ডিকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।

আমেরিকায় হুন্ডাইয়ের কারখানায় হানা

গ্রেপ্তার ৪৭৫ অভিবাসী শ্রমিক

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : অবৈধ অভিবাসীদের খোঁজে এবার বিদেশি সংস্থার কারখানায় হানা দিল ট্রাম্প সরকারের তদন্তকারী দল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়ায় হুন্ডাইয়ের গাড়ি কারখানায় ঢুকে পড়েন প্রায় ৫০০ অভিবাসন আধিকারিক। কারখানার প্রত্যেক শ্রমিকের পরিচয় খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ৪ ঘণ্টা অভিযানের পর ৪৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশ দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে ৩০০ জন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে এসেছেন। তাঁদের কেউ অবৈধভাবে আমেরিকায় এসেছেন। কারও ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। কারও আবার নথিপত্রে গোলমাল রয়েছে। আইন ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে একাধিক অভিবাসীর বিরুদ্ধে। ধৃতদের প্রত্যেককে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নাগরিকদের গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার। দেশের বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে আমেরিকায় দক্ষিণ কোরীয়দের প্রতি সম্মান জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আটলান্টায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে থাকা স্পেশাল এজেন্ট স্টিভ শ্রাংক অবশ্য বেআইনি অভিবাসন ঠেকাতে ট্রাম্প সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'এটা হঠাৎ করে চালানো কোনও অভিযান নয়। বরং একটি চলমান তদন্ত প্রক্রিয়ার অঙ্গ। দীর্ঘ তদন্তের পর অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কারখানায় অভিযান চালান আধিকারিকরা।' বিচারবিভাগের অনুমতি নিয়েই এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে শ্রাংক জানিয়েছেন।

> ওঁরা সবাই অবৈধ অভিবাসী। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

হুন্ডাইয়ের কারখানায় অভিযানকে সমর্থন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং। তিনি বলেন, 'ওঁরা সবাই অবৈধ অভিবাসী। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, এখনও আমেরিকায় বহু অভিবাসী বেআইনিভাবে বাস করছেন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁদের ভালো লোক বলা যায় না। তাঁরা জো বাইডেনের আমলে অবৈধভাবে এ দেশে এসেছেন।'

শি-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা অক্টোবরে

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি তিয়ানজিনে সাংহাই শীর্ষ সম্মেলনে ভারত, চিন ও রাশিয়ার সরকার প্রধানদের পাশাপাশি বসে আলাপচারিতা দেখে স্বস্তি হারিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক শোধরানোর বার্তা দিয়েছেন। এবার জানা যাচ্ছে, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অক্টোবরে বৈঠক করতে পারেন ট্রাম্প।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আর্থিক সহযোগিতা শীর্ষ সম্মেলনের (এপিইসি) ফাঁকে শি-ট্রাম্প বৈঠকের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। অক্টোবরে ওই সম্মেলন হবে দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংজুতে। এই তথ্য দিচ্ছে হোয়াইট হাউস। কিন্তু ট্রাম্পের সঙ্গে জিনপিংয়ের বৈঠকের চূড়ান্ত তারিখ ঠিক হয়নি। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, বাণিজ্য ও নিরাপত্তার দিক থেকে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের ওই সফরকে আমেরিকায় আর্থিক বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে, যা দেখা গিয়েছে ট্রাম্পের সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরে।

অগাস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক চিন সফরের জন্য ফোনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তাতে সাড়াও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু কোনও তারিখ নির্ধারিত হয়নি। চিনের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের জেরে বেকায়দায় পড়েছে ট্রাম্প। বাণিজ্য ঘাটতি কমেনি। উলটে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার বাণিজ্য চুক্তির আওতায় থাকা দেশগুলির জন্য বেশ কিছু পণ্যে কর ছাড় ঘোষণা করেছে হোয়াইট হাউস।

বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর : মুম্বই বিমানবন্দর এবং নায়ার হাসপাতালে বোমাতঙ্ক ছড়াল। রবিবার পুলিশে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়, মুম্বই বিমানবন্দর ও নায়ার হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়া হবে। অভিযানে নামে পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। কিন্তু বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।

কংগ্রেসের কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : জাতিহিংসায় রক্তাক্ত মণিপুরে মাত্র তিন ঘণ্টা কাটানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এর জবাবে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের খোঁচা, '১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত মণিপুর সফর ঘিরে তাঁর চিয়ারলিডাররা প্রশস্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু উনি সেখানে থাকবেন মাত্র ৩ ঘণ্টা। এই ঝটিকা সফরের মাধ্যমে উনি কী বোঝাতে চাইছেন?

পাক টানে ঘরছাড়া

প্রয়াগরাজ, ৭ সেপ্টেম্বর : সমাজমাধ্যমে পরিচয় হওয়া এক তরুণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গত সপ্তাহে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল এক নাবালিকা। শেষমেশ আরপিএফের তৎপরতায় মহাবোধি এক্সপ্রেস থেকে তাকে উদ্ধার করা গিয়েছে। আরপিএফ প্রয়াগরাজ চাইল্ডলাইনের হাতে নাবালিকাকে তুলে দেয়। তদন্তে নেমে চাইল্ডলাইনের আধিকারিকরা হদিস পেয়েছেন পাক যোগের। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে এক তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। তার সঙ্গে দেখা করতেই নয়াদিল্লি আসছিল সে। তার মোবাইল ফোন থেকে যে নম্বরগুলি পাওয়া গিয়েছে, তাতে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি নম্বরও রয়েছে।

হানিট্র্যাপে নাবালিকা

আধিকারিকরা মনে করছেন, পাকিস্তানি এক তরুণের হানিট্র্যাপের ফাঁদে পা দিয়েছিল ওই নাবালিকা। আদতে বিহারের নওয়াদার বাসিন্দা ওই নাবালিকা ইনস্টাগ্রামে একাধিক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। তাদের মধ্যে পঞ্জাবের একটি মেয়েও ছিল। তার মাধ্যমেই পাক তরুণের সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে ওই নাবালিকার। তাদের মধ্যে নিয়মিত কথাবার্তাও হত। মনে করা হচ্ছে, ওই পাক তরুণের প্ররোচনাতেই বাড়ি ছেড়েছিল নাবালিকা। তার যাতায়াতের বিষয়টি পঞ্জাবের ওই মেয়েটির হাতে ছেড়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি তরুণ। অনলাইনে টাকাও পাঠানো হয়েছিল নাবালিকাকে। প্রথমে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে পঞ্জাব যাওয়ার ছক ছিল।

ঢাকায় প্রয়াত বদরুদ্দিন

ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর : একটা যুগের অবসান হল। রবিবার প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতিম গবেষক, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, রাজনীতিক বদরুদ্দিন উমর। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি উমরের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন দলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম। তিনি জানান, বার্ধক্যজনিত রোগে গত ২ মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন উমর। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ ঢাকার শ্যামলী এলাকায় বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। উমরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'বদরুদ্দিন উমর ছিলেন আমাদের মুক্ত বুদ্ধি ও প্রগতি-সংগ্রামের এক উজ্জ্বল বাতিঘর। ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা, গবেষণা, ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।'

খুন ইউক্রেনীয় তরুণী

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : রুশ সেনার হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে বন্ধু দেশ আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ইউক্রেনীয় তরুণী আইরিনা জারুতস্কা। সেখানেই নৃশংসভাবে খুন হতে হল ২৩ বছর বয়সি তরুণীকে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২২ অগাস্ট রাত ১০টা নাগাদ উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে একটি ট্রেনের মধ্যে। খুনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৯টা ৪৬ মিনিটে ট্রেনে উঠে একটি আসনে বসেই নিজের মুঠোফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আইরিনা। তাঁর ঠিক পিছনের আসনে বসেছিলেন আততায়ী ডেকার্লোস ব্রাউন জুনিয়ার। হঠাৎ একটি ছুরি বার করে আইরিনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডেকার্লোস। ছুরিকাঘাতের দৃশ্যটি ফুটেজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় অভিবাসী তরুণীকে অন্তত ৩ বার ছুরি দিয়ে কোপায় ডেকার্লোস। তার মধ্যে একটি আঘাত করা হয় আইরিনার ঘাড়ে। সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সেরা পরিচালক পুরুলিয়ার কন্যা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস গড়লেন বাংলার মেয়ে অনুপর্ণা রায়। প্রথম ছবিতেই বাজিমাত। তাঁর পরিচালিত 'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' ইতালিতে ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের স্বীকৃতি দিল। শাড়ি পরে পুরস্কার গ্রহণ করলেন অনুপর্ণা।

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব

পুরস্কার তুলে দিলেন ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডুকুরানো।

অনুপর্ণার ছবিটি নীরব, উপেক্ষিত ও অবমূল্যায়িত নারীদের উদ্দেশ্যে। পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত পরিচালক বলেছেন, 'আমার এই ছবি প্রত্যেক নারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাঁরা অবহেলিত। সমাজে যাঁদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আমার পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁদের অনুপ্রাণিত করুক। আমার বাংলাকে ধন্যবাদ।'

'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ভেনিস উৎসবের ওরিজেন্টি বিভাগে প্রিমিয়ার হয়। ওরিজেন্টি হল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের এমন একটি বিভাগ যেখানে ছবিতে নতুন প্রবণতা থাকতে হবে, ছবিটি পরিচালকের প্রথম ছবি হতে হবে। ছবির অভিনেতা, অভিনেত্রীদের তরুণ ও কম পরিচিতি বিশিষ্ট হতে হবে।

ছবির পটভূমি এক অভিবাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেত্রীর সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে শহরে টিকে থাকা। তাঁর জীবনসংগ্রাম, একাকিত্ব ফুটে উঠেছে সেলুলয়েডের পর্দায়। অনুপর্ণা বলেছেন, 'এ এক অসাধারণ মুহূর্ত। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রযোজকদের। প্রচলিত ধারার ছবি না হওয়াতেও ভরসা রাখা হয়েছে। এই পুরস্কার আমি সমগ্র দেশবাসীকে উৎসর্গ করছি।'

পুরুলিয়ার নারায়ণপুরের মেয়ে অনুপর্ণা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক। কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে সিনে দুনিয়ায়। অনুপম খেরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অভিনয়ে ডিপ্লোমা। মা মনীষা রায় বলেছেন, 'ওকে চাকরি ছাড়তে বারণ করেছিলাম। ও শুধু বলেছিল পাশে থেকো।'

আয়রনের ঘাটতিতে রক্তাল্পতা

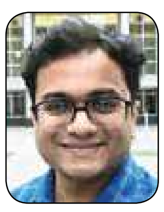

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ কোনও না কোনও কারণে রক্তাল্পতায় ভুগছেন। রক্তাল্পতার যত কারণ রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় শরীরে লৌহ-ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা, যা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া নামে পরিচিত। এর কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা সম্পর্কে জানালেন নয়াবাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যানসার হাসপাতালের অ্যাসোসিয়েট ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজিস্ট **ডাঃ অনুপম ব্রহ্ম**

আমাদের রক্তের রং লাল। রক্তের মধ্যে থাকে লোহিত রক্তকণিকা, যার প্রধান উপাদান হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন পরিবহণ করে শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়। এই হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে আয়রন বা লোহা অপরিহার্য। আয়রনের ঘাটতি হলে পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না, ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

কারণ

- **খাদ্যতালিকায় আয়রনের অভাব :** আমাদের খাবারে পর্যাপ্ত লৌহ না থাকলে শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে যায়। বিশেষ করে শাকসবজি, ডাল, মাছমাংস কম খাওয়ার ফলে এই ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
- **রক্তক্ষরণ :** নারীদের মধ্যে মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত, প্রসবের পর রক্তক্ষরণ এবং পেপটিক আলসার, গ্যাস্ট্রিক, হেমারয়েড বা অন্ত্রের ক্যানসারের কারণে ধীরে ধীরে রক্তপাত।
- **শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দ্রুত বৃদ্ধি :** দ্রুত বৃদ্ধির সময়ে শরীরে আয়রনের চাহিদা বেড়ে যায়। যদি সেই সময় যথেষ্ট আয়রনযুক্ত খাবার না খাওয়া হয়, তাহলে অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে।
- **গর্ভাবস্থা :** গর্ভবর্তী মায়ের শরীরে শিশুর জন্য অতিরিক্ত আয়রনের প্রয়োজন হয়। খাবারে পর্যাপ্ত আয়রন না থাকলে দ্রুত রক্তাল্পতা হয়।
- **আয়রন শোষণে সমস্যা :** অন্ত্রের কিছু রোগ যেমন সিলিয়াক ডিজিজ, ক্রোন্স ডিজিজ ইত্যাদিতে শরীর খাবার থেকে আয়রন ভালোভাবে শোষণ করতে পারে না।

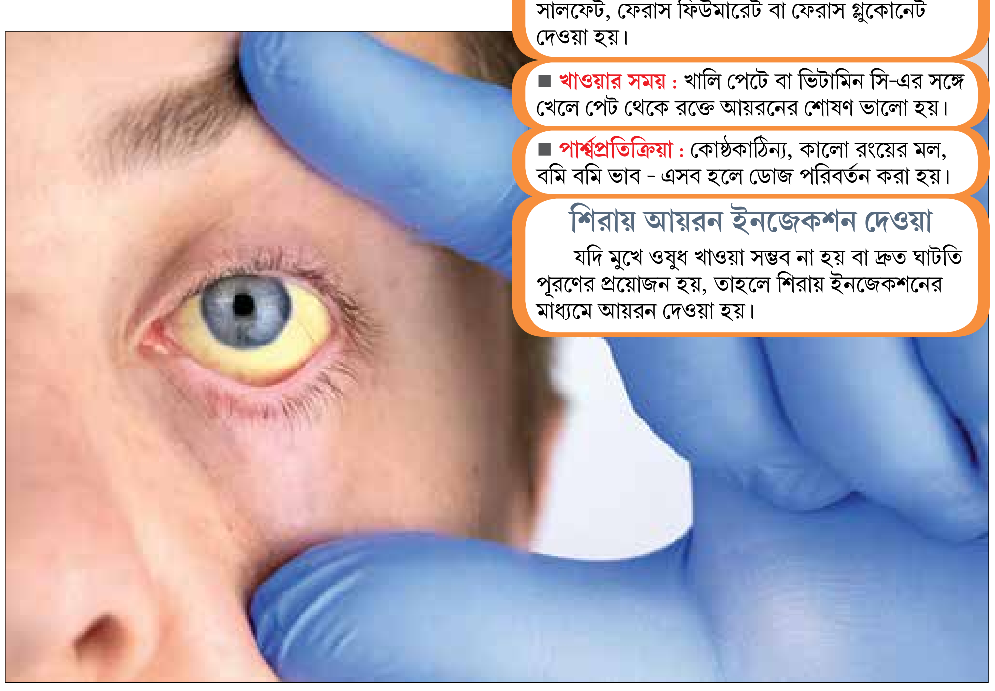

লক্ষণ

- সারাক্ষণ দুর্বলতা ও অবসাদ
- শ্বাসকষ্ট, বিশেষ করে সামান্য কাজ করলেও শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া
- মাথা ঘোরা বা হালকা লাগা
- ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
- নখ ভঙ্গুর ও চামচের মতো বেঁকে যাওয়া
- জিভে ব্যাথা বা লাল হয়ে যাওয়া
- ঠোঁটের কোণ ফেটে যাওয়া
- অনেকসময় শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক জিনিস খাওয়ার ইচ্ছে দেখা দেয় যেমন মাটি, বরফ বা কাঁচা চাল খেতে চাওয়া
- শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ কমে যাওয়া, স্কুলে দুর্বল পারফরমেন্স ও শারীরিক বৃদ্ধিতে দেরি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- **কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট :** রক্তে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা ও আয়তন দেখা হয়।
- **সিরাম ফেরিটিন :** শরীরে মজুত আয়রন কতটুকু আছে তা বোঝা যায়।
- **সিরাম আয়রন, ট্রান্সফারিন স্যাচুরেশন এবং টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি :** রক্তে আয়রনের মাত্রা ও পরিবহণের ক্ষমতা মাপা হয়।
- **পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার :** মাইক্রোস্কোপের নীচে রক্তের লোহিত রক্তকণিকার আকার ও রং দেখা হয়।
- **অন্যান্য বিশেষ পরীক্ষা :** অনেক সময় আয়রনের ঘাটতি কেন হল তা বোঝার জন্য এন্ডোস্কোপি বা কোলোনোস্কোপি করানোর দরকার হয়। মলের সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে কি না দেখতে অকল্ট ব্লাড টেস্ট করতে হয়। চিকিৎসক পরামর্শ দিলে এগুলি করিয়ে নেওয়া জরুরি। কারণ অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া মনে হলেও ভেতরে পেপটিক আলসার, এমনিক পাকস্থলি বা অন্ত্রের ক্যানসার থাকতে পারে।

চিকিৎসা

চিকিৎসার মূল লক্ষ্য শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করা এবং রক্তাল্পতার কারণ খুঁজে বের করে তা দূর করা। চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে -

আয়রন সাপ্লিমেন্ট

- **আয়রন ট্যাবলেট বা সিরাপ :** সাধারণত ফেরাস সালফেট, ফেরাস ফিউমারেট বা ফেরাস গ্লুকোনেট দেওয়া হয়।
- **খাওয়ার সময় :** খালি পেটে বা ভিটামিন সি-এর সঙ্গে খেলে পেট থেকে রক্তে আয়রনের শোষণ ভালো হয়।
- **পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :** কোষ্ঠকাঠিন্য, কালো রংয়ের মল, বমি বমি ভাব - এসব হলে ডোজ পরিবর্তন করা হয়।

শিরায় আয়রন ইনজেকশন দেওয়া

যদি মুখে ওষুধ খাওয়া সম্ভব না হয় বা দ্রুত ঘাটতি পূরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে শিরায় ইনজেকশনের মাধ্যমে আয়রন দেওয়া হয়।

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন

আয়রনের ঘাটতি পূরণের জন্য খাদ্যতালিকায় আয়রনসমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি -

- **প্রাণীজ উৎস (শরীরে সহজে শোষিত হয়) :** মাছ, মুরগির মাংস, মেটে প্রভৃতি।
- **উদ্ভিজ্জ উৎস :** ডাল, পালংশাক, কচুশাক, মেথি পাতা, লালশাক, কিশমিশ, খেজুর, তিল, গুড়।
- **ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার :** কমলালেবু, আমলকী, টমেটো আয়রন শোষণ বাড়ায়।
- চা ও কফি খাবারের সঙ্গে না খাওয়াই ভালো, কারণ এগুলো আয়রন শোষণ কমায়।

মূল কারণের চিকিৎসা

- অতিরিক্ত মাসিক হলে গাইনিকোলজিক চিকিৎসা
- গ্যাস্ট্রিক আলসার বা অন্ত্রের রক্তক্ষরণের চিকিৎসা
- পরজীবী সংক্রমণ হলে তার ওষুধ

প্রতিরোধের উপায়

- শিশু ও কিশোরদের বয়স অনুযায়ী সুষম খাবার দেওয়া
- গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের নিয়মিত আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট
- মাসিকজনিত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা অন্য কোনও রক্তপাত হলে দ্রুত চিকিৎসা
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রক্তাল্পতা আগে থেকেই শনাক্ত করা

আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া একটি প্রতিরোধযোগ্য ও সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ, যদি সময়মতো ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা করা হয়। সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং আয়রনের ঘাটতির কারণ দূর করাই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান। নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্য আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

ক্যানসার নির্ণয়ে স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব

শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ক্যানসার আজ এক বড় স্বাস্থ্য সমস্যা। প্রাথমিক পর্যায়ে স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ক্যানসার শনাক্ত করা সফল চিকিৎসার সম্ভাবনা বাড়ায় এবং মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সাহায্য করে। লিখেছেন শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানির মণিপাল হসপিটালসের কনসালট্যান্ট অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ অর্কপ্রভ হালদার**

কোন ক্যানসারে কোন ধরনের স্ক্রিনিং

ব্রেস্ট ক্যানসার

ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের জন্য ম্যামোগ্রাফি প্রধান পরীক্ষা। উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্রেস্ট এমআরআই বা আল্ট্রাসাউন্ডও করা হয়। ম্যামোগ্রামে স্বল্প মাত্রার এক্স-রে ব্যবহার করে স্তনের টিস্যুতে অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করা হয়। এটা করা হয় উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগেই। স্বাভাবিক ঝুঁকির মহিলাদের ৪০ বছর বয়স থেকে প্রতি ১-২ বছরে একবার স্ক্রিনিং করা উচিত। পারিবারিক ইতিহাস বা বিআরসিএ জিন মিউটেশনের মতো বড় ঝুঁকি থাকলে ৩০ বছর থেকে বা আরও আগে ঘনঘন স্ক্রিনিং প্রয়োজন, প্রয়োজনে এমআরআই ম্যামোগ্রাম সহ।

সার্ভিকাল ক্যানসার

প্যাপ টেস্ট (প্যাপ স্মিয়ার) ও এইচপিভি টেস্ট সার্ভিকাল কোষের প্রি-ক্যানসার বা ক্যানসারের লক্ষণ চিহ্নিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যাপ স্মিয়ারে সার্ভিক্স থেকে কোষ সংগ্রহ করে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা হয়। আর এইচপিভি টেস্টে উচ্চ ঝুঁকির ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। ২১-৬৫ বছর বয়সি মহিলাদের প্রতি তিন বছরে একবার প্যাপ স্মিয়ার অথবা ৩০-৬৫ বছর বয়সে প্রতি পাঁচ বছরে একবার প্যাপ ও এইচপিভি যৌথ পরীক্ষা করানো উচিত। ফল স্বাভাবিক থাকলে ৬৫ বছর বয়সের পরে সাধারণত স্ক্রিনিং বন্ধ করা যায়।

কোলোরেক্টাল ক্যানসার

কোলোরেক্টাল ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের মধ্যে রয়েছে কোলোনোস্কোপি, স্টুল ডিএনএ টেস্ট (যেমন কোলোগার্ড) ও ফিকাল ইমিউনোকেমিক্যাল টেস্ট (এফআইটি)। কোলোনোস্কোপিতে ক্যামেরার সাহায্যে সরাসরি কোলন পরীক্ষা করা হয় আর স্টুল টেস্টে ক্যানসারের রক্ত বা ডিএনএ চিহ্ন

শনাক্ত করা হয়। ৫০-৭৫ বছর বয়সি স্বাভাবিক ঝুঁকির প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়মিত স্ক্রিনিং প্রয়োজন। সাধারণত ১০ বছরে একবার কোলোনোস্কোপি বা বছরে একবার এফআইটি কিংবা তিন বছরে একবার স্টুল ডিএনএ টেস্ট করানো প্রয়োজন। উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে আরও আগে শুরু করতে হয়।

ফুসফুসের ক্যানসার

ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য লো-ডোজ সিটি স্ক্যান (এলডিসিটি) ফুসফুসের ক্যানসার শনাক্তে কার্যকর। এতে ফুসফুসের বিস্তারিত ছবি পাওয়া যায়, যা ক্ষুদ্র নডিউল বা গঠন শনাক্ত করতে সহায়ক। ৫০-৮০ বছর বয়সি যাদের ধূমপানের ইতিহাস ২০ বছরের বেশি, তাঁরা যদি বর্তমানে ধূমপান করেন বা গত ১৫ বছরে ছেড়ে দেন, তাহলে বছরে একবার স্ক্রিনিং করানো উচিত।

প্রস্টেট ক্যানসার

প্রস্টেট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ে সাধারণত প্রস্টেট-স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (পিএসএ) রক্ত পরীক্ষা এবং কখনও ডিজিটাল রেক্টাল এগজাম (ডিআরই) করা হয়। পিএসএ টেস্টে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা মাপা হয় যা ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। আর ডিআরই'তে প্রস্টেট গ্রন্থিতে অস্বাভাবিকতা যাচাই করা হয়। ৫৫-৬৯ বছর বয়সি পুরুষদের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্ক্রিনিং করানো উচিত। উচ্চ ঝুঁকির ব্যক্তিরা (যেমন পারিবারিক ইতিহাস থাকলে) আরও আগে শুরু করতে পারেন।

পারিবারিক ইতিহাস, জিনগত কারণ, জীবনযাত্রা ও জাতিগত প্রেক্ষাপট স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা বদলে দিতে পারে। প্রতিটি স্ক্রিনিং পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে— ভুল পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে এবং কিছু ক্যানসার (যেমন প্যানক্রিয়াটিক বা ওভারিয়ান) নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ে ধরা পড়ে না। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক পরীক্ষা ও কম খরচের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম বেছে নেওয়াই সর্বোত্তম।

সুষম খাদ্যাভ্যাসই সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি

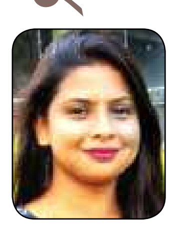

১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ছিল জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ। এবারের থিম সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে উন্নত জীবন (Eat Right for a Better Life)। আমরা প্রতিদিন যা খাই তা শুধু আমাদের দৈহিক শক্তি জোগায় না বরং আমাদের মানসিক সুস্থতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামাজিক জীবনযাত্রার ওপরও প্রভাব ফেলে। জীবনে রোগমুক্ত এবং স্বাস্থ্যকরভাবে বেঁচে থাকতে গেলে সুষম খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিখেছেন পুষ্টিবিদ **দীপিকা ব্যানার্জি**

কথায় আছে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। আর এই স্বাস্থ্য সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সঠিক খাদ্যাভ্যাস। সুষম খাবার হল সেইসব খাবার, যাতে শরীরের প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান যেমন- শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল সঠিক পরিমাণে এবং অনুপাতে বিদ্যমান। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও শাকসবজি, সম্পূর্ণ শস্য জতীয় খাবার, কম চর্বি, লবণযুক্ত ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে সঠিক পুষ্টি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা বজায় রাখে।

- ফলের রস বা ডেজার্টের পরিবর্তে তাজা ফল খান। এতে প্রাকৃতিক মিষ্টি সহ ফাইবার থাকে।
- যে কোনও খাদ্যসামগ্রী কেনার আগে লেবেলটা ভালো করে দেখে নিন। কারণ, কর্ন সিরাপ, মালটোজ বা ফ্রুকটোজের মতো শব্দগুলো কিন্তু চিনিকেই বোঝায়।
- ধীরে ধীরে চা-কফিতে চিনি খাওয়া কমিয়ে ফেলুন বা বাদ দিয়ে দিন।
- রান্নায় খেজুর বা অল্প পরিমাণে গুড় ব্যবহার করতে পারেন। তবে গুড় এবং মধুও ক্যালোরি যোগ করে, তাই সীমিত ব্যবহার করা উচিত।

ছোট্ট তারা

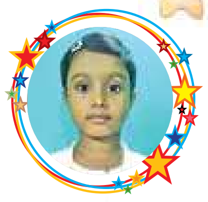

শ্রীঅরবিন্দ পাঠভবনের ইউকেজির ছাত্রী প্রিয়াংশী ধর পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে ভালোবাসে। আবৃত্তি এবং যোগাসনে একাধিক পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

লন্ডন টাওয়ারের ভাবনা মহিলাদের

লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের আদলে এবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ গড়ছে মাথাভাঙ্গার দীনবন্ধুপল্লি সান সাইনিং ক্লাব। ৮০ ফুট উঁচু এই মণ্ডপে শুধু টাওয়ার ব্রিজের প্রতিরূপই নয়, বরং সেখানে দেখা যাবে নদীর বুকে ভেসে চলা জাহাজ এবং সেতুর অংশ ওপরে উঠে যাওয়ার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য, আলোকপাত করলেন **বিশ্বজিৎ সাহা**।

এল এল পুজো এল

লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের আদলে তৈরি হচ্ছে পুজোমণ্ডপ। মাথাভাঙ্গায়।

মাথাভাঙ্গা, ৭ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গায় এবার দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজ। এটি সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত কাঠামো। সবচেয়ে বড় কথা সারা দুনিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিস্ময় হিসেবে লন্ডনের এই আইকনটিকে বিবেচনা করা হয়। ১৮৯৪ সালে তৈরি এই টাওয়ার সেতু যে কারণে বিখ্যাত তা অনেকেই জানেন। টেমস নদীতে জাহাজ চলাচলের প্রয়োজনে সেতুর মাঝখান থেকে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে উপরে উঠে যায়। সেতুটি প্রতি বছর প্রায় ৮৫০ বার উঁচু করা হয়।

লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের আদলে এবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ গড়ছে মাথাভাঙ্গার দীনবন্ধুপল্লি সান সাইনিং ক্লাব। এই ক্লাবের পুজো মহিলারা পরিচালনা করেন। এবার ত্রয়োদশ বর্ষে তৈরি হচ্ছে এক স্বপ্নময় মণ্ডপ। যেখানে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীরা হঠাৎই টাওয়ার ব্রিজের পাড়ে চলে যাবেন। ৮০ ফুট উঁচু এই মণ্ডপে শুধু টাওয়ার ব্রিজের প্রতিরূপই নয়, বরং সেখানে দেখা যাবে নদীর বুকে ভেসে চলা জাহাজ এবং সেতুর অংশ ওপরে উঠে যাওয়ার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য।

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মিলি সাহা ও প্রিয়াংকা বসাক (সাহা) জানান, আমরা চাই শহরবাসীকে লন্ডনের এক টুকরো স্বপ্ন উপহার দিতে। প্রায় ১১ লক্ষ টাকার বাজেটে গুজরাট থেকে আনা থ্রিডি এফেক্টের কাপড়ে তৈরি হচ্ছে এই অভিনব মণ্ডপ। কাজের দায়িত্বে রয়েছেন শহরের কৃতী মণ্ডপশিল্পী রাকেশ সাহা। আলোকসজ্জায় জাদু ছড়াবেন প্রসেনজিৎ ভৌমিক। তাঁর মতে, 'স্পটলাইটের মাধ্যমে মণ্ডপে এমন এক আবহ তৈরি হবে, যা মনে হবে সত্যিই টাওয়ার ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'

শুধু মণ্ডপ নয়, প্রতিমাতেও থাকছে চমক। মাথাভাঙ্গার পঞ্চানন মোড়ের শিল্পী বিধান পাল গড়ছেন নটরাজ ভঙ্গিমার আদলে দুর্গা প্রতিমা। প্রতিমার ভঙ্গিমা যেমন অনন্য, তেমনই শৈল্পিক ছোঁয়ায় ভক্তদের মুগ্ধ করবে। মিঠু সাহা, কমিটির অন্যতম যুগ্ম সভাপতি জানালেন, আমাদের পুজো মহিলাদের নেতৃত্বে হলেও পুরুষরা সমানভাবে যুক্ত। এবছর চতুর্থীতেই পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন হবে। দর্শনার্থীদের আমরা আগেভাগেই স্বাগত জানাতে চাই। গত কয়েক বছর ধরেই দীনবন্ধুপল্লির এই পুজো শহরে দর্শক টানার তালিকায় অন্যতম। এবছর টাওয়ার ব্রিজ থিম, থ্রিডি কারুকাজ, আধুনিক আলোকসজ্জা ও অভিনব প্রতিমা সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে মাথাভাঙ্গার দুর্গোৎসবের প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে।

স্বপ্ন হবে সত্যি

লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের আদলে মণ্ডপ গড়ছে মাথাভাঙ্গার দীনবন্ধুপল্লি সান সাইনিং ক্লাব

এই মণ্ডপে দেখা যাবে নদীর বুকে জাহাজ এবং সেতুর অংশ ওপরে উঠে যাওয়ার দৃশ্য

গুজরাট থেকে আনা থ্রিডি এফেক্টের কাপড়ে তৈরি হচ্ছে এই অভিনব মণ্ডপ

স্পটলাইটের আবহে মনে হবে সত্যিই টাওয়ার ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি

নাট্য সংঘ ক্লাবের মণ্ডপ তৈরির প্রস্তুতি জোরকদমে। রবিবার কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

কোয়ার্টারে জঙ্গল ঘিরে শঙ্কা বাড়ছে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের গ্রুপ-সি কোয়ার্টারের চারপাশের জঙ্গল সাফাইয়ের দাবি উঠছে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, মেখলিগঞ্জ পুরসভা, হলদিবাড়ি ব্লক ও পুরসভা মিলিয়ে মোট লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। অথচ সেই মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের গ্রুপ-সি কোয়ার্টারের চারপাশ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। বর্তমানে গ্রুপ-সি ভবনের ৬টি কোয়ার্টার রয়েছে। যার সবগুলিই ব্যবহার হচ্ছে। কয়েক দশক আগে হাসপাতাল চত্বরে তৈরি করা হয়েছিল কোয়ার্টারগুলি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিয়মিত কোয়ার্টারের আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করা হয় না। সাপ, পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ছে এলাকায়।

হাসপাতালের সুপার তাপস দাসের বক্তব্য, 'গ্রুপ-সি ভবন সংলগ্ন জঙ্গল সাফাই নিয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার সঙ্গে শীঘ্রই কথা বলব। বিগত সময়েও পুরসভার তরফে ভবনের আশপাশ পরিষ্কার করানো হয়েছিল।' পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনির দাবি, 'বিষয়টি অবগত ছিলাম না। দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যার সমাধান করা হবে।'

শহরের বাসিন্দা সুরজিৎ দাসের অভিযোগ, 'এলাকার হাজার হাজার মানুষের চিকিৎসার দায়িত্ব যাঁদের ওপর তাঁদের এরকম জঙ্গল ঘেরা জায়গায় থাকতে হচ্ছে এটা মানা যায় না। বিষয়টি অবিলম্বে দেখা উচিত। পাশাপাশি হাসপাতালের কোয়ার্টারগুলো সংস্কার করা দরকার।'

সাফাইয়ের দাবি

- মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের গ্রুপ-সি কোয়ার্টারের চারপাশ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে
- নিয়মিত এলাকা পরিষ্কার না হওয়ায় সাপ, পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ছে
- হাসপাতালের পাশেই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মঠ শিশু বিদ্যাপীঠ রয়েছে
- ওই এলাকা দিয়ে শিশু ও অভিভাবকরা চলাচল করায় এলাকাটি সাফাই করা দরকার

বর্ষা এখনও চলছে। হাসপাতালের পাশেই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মঠ শিশু বিদ্যাপীঠ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় রোজ প্রচুর শিশু ও অভিভাবকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন। তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থে জায়গাটি পরিষ্কার করা অবিলম্বে প্রয়োজন বলে দাবি শহরবাসী সাদ্দাম হোসেনের।

মেখলিগঞ্জ হাসপাতালের কোয়ার্টারের চারপাশজুড়ে থাকা জঙ্গল।

মণ্ডপে বিষ্ণুর অবতার নাট্য সংঘ ক্লাবে

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : ঢাকে কাঠি পড়তে বাকি আর মাত্র ২১ দিন। ইতিমধ্যে আকাশে অল্প অল্প পেঁজা তুলোর মতো মেঘের দেখা মিলছে। প্রকৃতি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে পুজো আসছে। যত দিন এগিয়ে আসছে তত ক্লাবগুলি কে কাকে টক্কর দেবে সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে।

শহরের বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলি মাস তিনেক আগে থেকে মণ্ডপের কাজ শুরু করে দিলেও পিছিয়ে নেই মাঝারি বাজেটের পুজো উদ্যোক্তারাও। শহর লাগোয়া নাট্য সংঘ ক্লাব বরাবর তাদের মণ্ডপে ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনাকে ফুটিয়ে তোলে। এবারেও তার অন্যথা হবে না বলে জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। এবছর মণ্ডপটি তৈরি হচ্ছে কাল্পনিক স্বর্ণমন্দিরের আদলে। মণ্ডপের ভেতরে ভগবান বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। রবি ঠাকুরের 'দেবতার বিদায়' কবিতার একটি বিখ্যাত লাইন 'দেবতামন্দির মাঝে ভক্ত প্রবীণ'। সেখান থেকে তাঁদের থিম 'স্বর্ণমন্দির মাঝে ভক্ত প্রবীণ'। হাবড়া থেকে আগত শিল্পী ও স্থানীয় শিল্পীরা মিলে ৪০ ফুট উচ্চতার এই মণ্ডপটি তৈরি করছেন।

পুজো কমিটির সম্পাদক শুভময় সেন বলেন, 'প্রতিবার পুজোয় আমরা ব্যতিক্রমী কিছু করার চেষ্টা করি। আশা করছি এবারও আমাদের মণ্ডপসজ্জা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।'

তবে শুধু মণ্ডপে নয় চমক থাকবে দেবী প্রতিমাতেও। প্রতিমাটি তৈরি হচ্ছে গাছের ছাল, ডাল, শিকড়, শুকনো ফুল, গাছের পাতা এবং ফলের বীজ দিয়ে। হাবড়ার শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। তবে ডাকের সাজের আরেকটি প্রতিমাও থাকবে। রাস্তাজুড়ে থাকবে আলোকতোরণ। পুজো ক্রমে এগিয়ে আসায় এখন জোরকদমে কাজ চলছে।

এবছর এই ক্লাবের পুজো ৭৬ বছরে পড়েছে। প্রতিবারের মতো এবারেও পুজোর কয়েকদিন দর্শনার্থীদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হবে। পুজোর আয়োজকরা জানান, এবার তাঁদের পুজোর বাজেট প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো এবারও রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ সহ একাধিক সামাজিক কাজ করা হবে। চতুর্থীর সন্ধ্যায় তাঁদের পুজোর উদ্বোধন হবে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২৩
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৫০
ও নেগেটিভ	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৭
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২৭
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৪২
ও নেগেটিভ	৩

সাংগঠনিক সভা

মাথাভাঙ্গা, ৭ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস জেলা কমিটির নির্দেশে দলের মাথাভাঙ্গা শহর ব্লক কমিটির উদ্যোগে রবিবার নজরুল সদনে সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের শক্তি বাড়ানো এবং সংগঠনকে আরও মজবুত করতে এই সভা বলে জানান দলের সদস্যরা। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাভাষী মানুষের ওপর যেভাবে আক্রমণ হচ্ছে তা নিয়ে সরব হন তৃণমূল নেতারা। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন, কোচবিহার জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা, তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা সায়নদীপ গোস্বামী প্রমুখ।

ডিএসএ'র কমিটি ভেঙে দেওয়ার দাবি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার বর্তমান কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করে অ্যাড হক কমিটি তৈরির দাবি উঠল। রবিবার কোচবিহার স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবি করেছেন বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, জেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অনেকদিন আগেই কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত। তিনি বলেছেন, 'হাতেগোনা কয়েকজন যাঁরা এই অভিযোগ করেছেন, তাঁদের গত তিন বছরে কখনোই খেলাধুলো নিয়ে স্টেডিয়ামে আসতে দেখা যায়নি। এখন হঠাৎ করেই তাঁরা অভিযোগ তুলছেন। বার্ষিক সভা করার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সংস্থার সভাপতি তথা জেলা শাসককে জানিয়েছি।'

জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ৩১ মে-র মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হয়। কোনও কারণে সেটি সম্ভব না হলে আরও তিন মাস অর্থাৎ ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে কেন সভা দেরিতে করা হচ্ছে তা সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা দিতে হয় কর্মকর্তাদের। তবে ৩১ অগাস্ট পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সভা না ডাকায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে কর্তৃপক্ষ।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য সমীর ঘোষ বলেছেন, 'কেন সভা করা হচ্ছে না তা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বলতে পারবেন। আমরা দাবি জানিয়েছি, নিয়ম মেনেই যাতে সব কাজকর্ম করা হয়।' ক্ষোভের সুরে ক্রিকেট বিভাগের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব তথা বর্তমান সদস্য সুপ্রিয় মিত্র বলেন, 'আমাদের গঠনতন্ত্রের ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সময় মেনে ৩১ অগাস্টের মধ্যে সভা করতে হয়। কিন্তু নিয়ম মানা হচ্ছে না।'

কেন সভা করা হচ্ছে না, তা নিয়ে সংস্থার অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। ক্রিকেট বিভাগের প্রাক্তন সচিব তথা বর্তমান সদস্য সুশান্ত গোপের ক্ষোভ, 'বর্তমান সম্পাদক ভয় পাচ্ছেন যে নতুন করে তিনি আর সম্পাদক হতে পারবেন না। সেজন্য বৈঠক ডাকছেন না। আমরা চাই অ্যাড হক কমিটি হোক।'

বহু বছর ধরেই জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্দরে একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে। খেলাধুলো পরিচালনার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে। সেই সমস্যা কাটিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থা এগিয়ে যাক সেই দাবি উঠেছে ক্রীড়া মহলে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএসএ'র বিক্ষুব্ধ সদস্যরা। ছবি : জয়দেব দাস

কোথায় সমস্যা

- জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ৩১ মে-র মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হয়
- কোনও কারণে সেটি সম্ভব না হলে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় নেওয়া হয়
- ৩১ অগাস্ট পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সভা না ডাকায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে কর্তৃপক্ষ
- ডিএসএ-র বর্তমান কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করে নতুন অ্যাড হক কমিটি গড়ার দাবি উঠেছে

সম্মাননা অনুষ্ঠান

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি সংলগ্ন একটি হলঘরে সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হল। সেখানে বিভিন্ন সময়ে নিজেদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির করা শতাধিক মানুষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি, কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল, জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষ প্রমুখ।

চুরির অভিযোগ

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার পুজোর মুখে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারে। ঘটনাটি রবিবার সকালে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রেলগুমটি সংলগ্ন এলাকায় প্রকাশ্যে আসে। নগদ টাকা, মোবাইল সহ সোনার অলংকার চুরির অভিযোগ উঠেছে। বাড়ির সদস্য রুবেয়া খাতুনের কথায়, 'রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলে দেখতে পাই আলমারি খোলা। মনে হচ্ছে জানলা দিয়ে চোর ঢুকেছিল।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রংয়ের অপেক্ষায় মৃন্ময়ী। কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

থিম প্যাগোডা অকালবোধন ক্লাবে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার রেলগুমটির কাছে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অকালবোধন ক্লাবের এবছর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী। স্বাভাবিকভাবেই এই ৭৫ বছরকে উপলক্ষ্য করে আয়োজনও হয়েছে বেশ বড়সড়ো। না হলে প্রতিবছর এই ক্লাবে খুব ঘরোয়াভাবেই পুজো হয়। অবশ্য পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেবার তৈরি করা হয়েছিল আইফেল টাওয়ার। ক্লাবের তরফ থেকেই জানা গেল, এবারের তাদের পুজোর থিম হল প্যাগোডা। তৃতীয়ার দিন হবে পুজোর উদ্বোধন।

ক্লাবের সম্পাদক ডঃ শংকর সাহা জানান, এবারে পুজোর ৭৫ বছর, সেই কারণে থিমনির্ভর করা হয়েছে। কম্বোডিয়ার প্যাগোডার আদলে চলছে মণ্ডপ নির্মাণ। প্রথমে কথা ছিল ৭০ ফুট উঁচু করা হবে প্যাগোডাটি। কিন্তু প্রশাসনিক কিছু জটিলতা থাকায় সেই মণ্ডপের উচ্চতা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ষাট ফুটের মতো। যেমন বিশাল মণ্ডপ ঠিক তেমনি তৈরি হচ্ছে বড়সড়ো মাতৃমূর্তি। কাকড়িবাড়িতে স্থানীয় শিল্পীরা মূর্তি তৈরি করলেও দেবীর সাজসজ্জা এবং চোখ আঁকবেন কলকাতার কুমোরটুলির শিল্পী। ঠিক সেইভাবেই স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করছেন ধূপগুড়ি ও অসমের মণ্ডপশিল্পীরা। একইভাবে চন্দননগরের লাইটিং হলেও কাজ কিন্তু করছেন সেই স্থানীয় মানুষজন।

ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানা গেল, এত বড় পুজো, সেখানে যদি সবকিছু বাইরে থেকেই আসে তাহলে স্থানীয় লোকজনের কোনওরকম যোগদান থাকে না। স্থানীয় শিল্পীরা কোনও কিছুতেই পিছিয়ে নেই, তাই এই আনন্দে আমরা সকলকেই শামিল করতে চাই। সেই কারণে স্থানীয়দের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। শংকরের বক্তব্য, 'আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব পরিবেশবান্ধব জিনিস দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করার। সেইমতো বাঁশ, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। মণ্ডপের ভিতরে নানান ধরনের মূর্তি, ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি ফুটে উঠবে থার্মোকলের উপর নানান রং দিয়ে। এখন দিনরাত শুধু চলছে তারই প্রস্তুতি। তাঁর আশা, রেকর্ড পরিমাণে ভিড় হবে তাঁদের পুজো দেখার জন্য।

ক্লাবের পক্ষ থেকে সারা বছরই কিছু না কিছু সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করা হয়ে থাকে বলে জানালেন সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার। বললেন, 'সারা বছর যেরকম বৃক্ষরোপণ করা হয়, তেমনি দরিদ্রনারায়ণ সেবা থেকে শুরু করে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানো হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। এ বছরও মহালয়ার সময় বস্ত্র বিতরণ করা হবে দুঃস্থদের।' ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক তাপস ঘোষ বললেন, 'আমাদের এই পাড়াতে সকলেই একটা পরিবারের মতো। পুজোর পাশাপাশি ওই ক'টাদিন ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। কোনও বাইরের নামীদামি শিল্পী নয়, প্রতিদিনের ওই অনুষ্ঠানে পাড়ার সকলের যোগদান থাকবে দেখার মতো। সেই অনুযায়ী পাড়ার ছেলেমেয়ে, কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সকলকে নিয়ে এখন থেকেই নাটক, গান, নাচ, আবৃত্তি এসবের রিহার্সাল শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁর কথায়, প্রতিবছর আমরা পাড়ার সকলে মিলেই আনন্দ করি। এবার আয়োজন বড় হলেও আমাদের আন্তরিকতার মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসবে না।'

অকালবোধন ক্লাবের মণ্ডপে থিমের কাজ চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

অজ্ঞাতবাসে, কেউ পরীক্ষাকেন্দ্রে

প্রথম পাতার পর

অঙ্কিতাকে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি আর প্রকাশ্যে দেখা দেননি। বর্তমানে তিনি জেলা তৃণমূলের সম্পাদক পদে থাকলেও দলীয় কর্মসূচিতেও তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে, পরেশকে শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধায় গণেশপুজো এবং শনিবার হলদিবাড়িতে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। এদিন পরেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলেও এসএসসি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কোথায় রয়েছেন, সেকথাও বলতে রাজি হননি।

এবার আসা যাক অনামিকার কথায়। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের সুকান্তনগরের দুধমোড়ে থাকেন তিনি। সব ঠিক থাকলে এদিন হয়তো ইনভিজিলেটর হয়ে তাঁর পরীক্ষা তদারকি করার কথা। অথচ আদালতের রায়ে আজ তিনি পরীক্ষার্থী। রবিবার শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে স্বামীর সঙ্গে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন।

প্রশ্নপত্র কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে অনামিকা বলেন, 'সহজ প্রশ্ন ছিল। খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে না পেরেও ভালো পরীক্ষা দিয়েছি।'

তবে যোগ্য হয়েও এই পরীক্ষায় পুনরায় বসা তাঁর কাছে যে অসম্মানজনক, তা অনামিকার কথাতেই স্পষ্ট। হতাশার সুরে তিনি বলেন, 'সোমবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পড়ুয়াদের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে। অথচ আমাকে নিজের চাকরি বাঁচাতে আবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।'

২০১৬ সালে এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতি সামনে এসেছিল তৎকালীন রাজ্যের মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগ নিয়ে। অঙ্কিতার চাকরি যে অবৈধ তা জানিয়ে আদালত মন্ত্রী-কন্যার চাকরি বাতিল করে দেয়। অঙ্কিতার সেই চাকরি পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা ববিতা সরকার। তবে কিছুদিন চাকরি করার পর ববিতার চাকরি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনামিকা। মামলা চলাকালীন দেখা যায়, ববিতার চেয়ে নম্বর বেশি পেয়েছিলেন অনামিকা। সেই সময় আদালত ববিতার চাকরি বাতিল করে, তাঁর জায়গায় অনামিকাকে নিয়োগের নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশে সেই চাকরি পান অনামিকা। দু'বছর রাজগঞ্জের স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন।

যে পরীক্ষা প্রায় দশ বছর আগে দিয়েছিলেন, তার প্রস্তুতি এখন নিতে গিয়ে যে অনেকটাই সমস্যা হয়েছে তাও স্বীকার করলেন। অনামিকা বলেন, 'এখন আমি দুটো বাচ্চার মা। পরিবারের প্রতিও আমার দায়িত্ব বেড়েছে। দশ বছর আগে যেখানে দশ থেকে বারো ঘণ্টা এসএসসি'র জন্য পড়াশোনা করেছিলাম। কিন্তু এখন ফাঁকা সময়ে সেই প্রস্তুতি নিয়েছি।'

অন্যদিকে, ববিতা সরকারকে সারাদিন ফোন করেও যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁর পরীক্ষা আগামী রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর। তাই আপাতত তিনি পড়াশোনাতেই মনোনিবেশ করেছেন।

'সংঘাত ভূমি'-তে ফের পর্যটনের সম্ভাবনা পুজোয়

খুলছে চো লা, ডোকালাম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশামতোই পুজোয় পর্যটকদের পা পড়বে যুদ্ধক্ষেত্রে। চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজমের ঘোষণা করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ২৭ সেপ্টেম্বর দেশীয় পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ডোকালাম ও চো লা। রবিবার দুটি যুদ্ধক্ষেত্র খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সিকিমের পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সি শুভাকর রাও। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে চো লা ও ডোকালামে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আপাতত প্রত্যেকদিন দুটি জায়গায় ২৫টি করে গাড়িকে অনুমতি দেওয়া হবে।' প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সেনাবাহিনী ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দুইদিন আগে ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজম নিয়ে বৈঠক করেন সিকিমের মুখ্যসচিব রবীন্দ্র তেলাং। ওই বৈঠকেই চো লা ও ডোকালামে পর্যটন চালুর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রককে।

'১৭-য় যে জায়গার অধিকার নিয়ে ভারত-চিন বিবাদে জড়িয়েছিল, মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় সেনা এবং চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি, ২৭ সেপ্টেম্বর সেই ডোকালামে পর্যটকদের পা পড়া শুরু হচ্ছে। একইসঙ্গে ওইদিন পর্যটন শুরু হচ্ছে চো লা'তেও।

ফলে নাথু লা'র পর আরও দুটি 'সংঘাত ভূমি' হয়ে উঠছে পর্যটনস্থল। ১৯৬৭ সালে সীমান্তের অধিকার নিয়ে ভারত-চিন মুখোমুখি হয়েছিল নাথু লা এবং চো লা'য়। কয়েক বছর ধরেই নাথু লা একটি পর্যটনকেন্দ্র। এখন পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ভারত-ভুটান-চিন, ত্রি-সংযোগস্থল ডোকালাম এবং ভারত-চিন সীমান্তের চো লা।'

১৭-তে ডোকালামে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও চিন। সীমান্তের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভারত যেমন সেনা মোতায়েন করেছিল, তেমনই চিন পিপলস লিবারেশন আর্মি। তবে তা এখন অতীত। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন যথেষ্টই মধুর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এমন জায়গাগুলিকে পর্যটন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্তি করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারত রণভূমি দর্শন'।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে ব্যাটল ট্যুরিজম সংক্রান্ত সবুজ সংকেত পাওয়ার পর থেকেই 'এবার পুজোয় ডেস্টিনেশন হোক ডোকালাম ও চো লা' কার্যত প্রচার শুরু করে দিয়েছিল সিকিমের পর্যটন দপ্তর।

সোমবার থেকে এই প্রচার যে আরও গতি পাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নাথু লা'র মতো চো লা এবং ডোকালামেও পর্যটকরা ভিড় করবেন বলে পর্যটন দপ্তরের কর্তাদের আশা।

জানা গিয়েছে, উচ্চতাজনিত কারণে যাতে শারীরিক সমস্যায় না পড়তে হয় পর্যটকদের, তার জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেনার সাহায্য নেওয়া হবে।

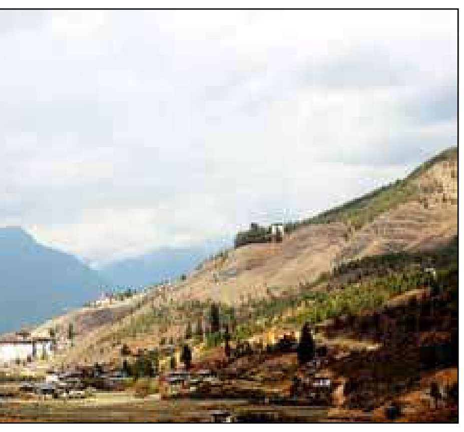

ভারত-ভুটান-চিন সীমান্তের ডোকালাম।

খুশির হাওয়া

- পুজোয় সিকিমে চালু হচ্ছে ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজম
- চো লা ও ডোকালামে যাওয়ার জন্য পর্যটকদের ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে
- ভারত রণভূমি দর্শন-এ দুটি জায়গায় প্রত্যেকদিন ২৫টি গাড়িকে অনুমতি দেওয়া হবে
- তবে সকলের জন্য পারমিট আবশ্যিক
- বর্তমানে শুধু দেশীয় পর্যটকদের অনুমতি দেওয়া হবে
- প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে সেনা

গ্রহণের আগে... *কলকাতার আকাশে চাঁদের অন্য রূপ। রবিবার রাতে। -পিটিআই*

জয়ন্তী-অশোক ছাড়াই

প্রথম পাতার পর

কৈলাস থেকে মর্ত্যের দীর্ঘ যাত্রাপথের শুরুতে ক্লান্ত উমা চার সন্তান নিয়ে পিতৃপক্ষের শেষ রাতে আশ্রয় নেন হলুদ গাছের নীচে। এভাবেই একে একে আট গাছের নীচে রাত্রিবাস করে ষষ্ঠীতে তিনি পৌঁছান বেল গাছের ছায়ায়। সেখানেই বাপের বাড়ির প্রথম আপ্যায়ন। তারপর সপ্তমীতে স্নান করিয়ে নতুন কাপড়ে উমা ওঠেন বাপের বাড়িতে। বৈদিক নবপত্রিকাকে বাঙালি যেমন ভালোবেসে লাজুক কলাবৌ ভেবেছে তেমনি নয়টি গাছকে উমার পথের ঠিকানা ভাবতেও পিছপা হয়নি।'এদিকে, পুজোর সময় নবপত্রিকা জোগাড়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পুরোহিত তিলক গোস্বামীর মন্তব্য, 'অশোক বা জয়ন্তী গাছ আমি আজ পর্যন্ত চাক্ষুষ দেখিনি, বা দেখে থাকলেও স্পষ্টভাবে চিনতে পারিনি। ঠিক যেমন দশকর্মা দোকান থেকে সকলে পুজোর সামগ্রী কিনে আনেন, তেমনি বহু খুঁজে নাজেহাল হয়ে আমিও ফুল বিক্রেতাদের থেকে নবপত্রিকা হিসেবে বিক্রি হওয়া একগোছা ডাল কিনে এনেছিলাম। ভালোমন্দ যে যা-ই বলুন, বাস্তবে এর থেকে সুষ্ঠু সমাধান আর কিছুই মাথায় আসেনি।'

নিয়মিত দুর্গাপুজো করেন এমন অনেক পুরোহিত কিংবা দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্গাপুজোর আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রথমে দাবি করেন, তাঁদের পুজোয় নয়টি গাছই জোগাড় করা হয়। তারপর জয়ন্তী এবং অশোক গাছ কোথায় মেলে, তা জানতে চাইলেই গুলিয়ে ফেলেন সবটা। পুরোহিত হিসেবে সুনাম রয়েছে ধূপগুড়ি যাজনিক ব্রাক্ষ্মণ সমিতির সম্পাদক তারাশংকর চক্রবর্তীর। নবপত্রিকার জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড় করা নিয়ে তিনি বলেন, 'সাতটি গাছ সব জায়গায় পাওয়া যায়। আটটিও অনেক ক্ষেত্রে জোগাড় হয়ে যায়। তবে নয়টি গাছ একসঙ্গে মেলা এই মুহূর্তে মুশকিল।'

ভিনরাজ্যের স্রোত রাজনীতির হাতিয়ার

প্রথম পাতার পর

ভাবার বিষয় যে, টাকার বিনিময়ে চাকরি পেতে ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীরা এখানে আসছেন কি না। এর আগে কখনও ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের এভাবে এসএসসিতে দেখা যায়নি।' বিশেষ করে হিন্দি ও উর্দু ভাষার শিক্ষক পদের জন্য অনেকে পরীক্ষা দিতে এসেছেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি রাজ্য থেকে।

প্রাথমিক হিসাবে রবিবার ৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীর ১০ শতাংশ ভিনরাজ্যের। এতে রাজনৈতিক মহল ও এরাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরা ক্ষুব্ধ। রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিল্টন রশিদের বক্তব্য, 'ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের সঙ্গে বাংলার অধিকার ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে।' যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনে শামিল জলপাইগুড়ির দেবব্রত ভৌমিক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যে পরীক্ষা দিতে গেলে সেখানকার বাসিন্দা হওয়া থেকে শুরু করে ভূরিভূরি নিয়ম। আর ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের দেখে মনে হচ্ছে, তাঁদের জন্য বাংলার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।'

প্রথম শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দিলেন ধূপগুড়ির পল্লব সরকার। তাঁর ও শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলের কেমিস্ট্রির শিক্ষক কনক অধিকারীর একই বক্তব্য, ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীরা যদি একটি চাকরিও পান, তাহলে ক্ষতি এরাজ্যের ছেলেমেয়েদের। তবে ভিনরাজ্যে চাকরি নেই বলে পরীক্ষা দিতে আসা ছাড়াও অন্য যুক্তি শোনা গিয়েছে।

যেমন মালদা উইমেন্স কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে উত্তরপ্রদেশের গুন্ডা জেলার রামজি মিশ্র বলেন, 'শিক্ষকতার চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি। কোন রাজ্যে প্রশ্নপত্র কেমন হয়, তা জানতে হয় ঠিকঠাক প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। তাই এই পরীক্ষা দিতে এসেছি।'

উত্তরপ্রদেশের আমেথি থেকে জলপাইগুড়িতে পরীক্ষা দিতে এসে শুভম সিংও বলেন, 'আমাদের রাজ্যে ২০২১-এ শেষবার নিয়োগ হয়েছিল। ২০২২-এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েও পরীক্ষা হয়নি। সেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

(তথ্য সহায়তাঃ হরষিত সিংহ, অনসূয়া চৌধুরী, অভিষেক ঘোষ, সাগর বাগচী)

শতাব্দীপ্রাচীন মন্দির

প্রথম পাতার পর

বর্মনের কথায়, 'পুরোহিতের কাছে খবর পেয়ে মন্দিরে গিয়ে দেখি চোরের দল ৩ মূর্তি ও একটি সিংহাসন নিয়ে পালিয়েছে। আমরা পুলিশকে সব জানিয়েছি।'

মন্দির কমিটির সভাপতি কেশবচন্দ্র বর্মনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্থানীয় বাসিন্দা প্রয়াত ধরণীকান্ত বর্মনের দান করা জমিতেই বহুদিন আগে এই মন্দিরটি গড়ে উঠেছিল। ধরণীকান্ত এলাকায় ধরণী সাধু নামে পরিচিত ছিলেন। এখানে এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে কি না, তা মনে করতে পারছেন না স্থানীয় প্রবীণরা। মন্দির কমিটির সদস্য, পেশায় শিক্ষক কর্ণকান্ত রায়ের কথায়, 'এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। চোরেরা দেবতার মূর্তি চুরি করতেও ছাড়ছে না।' স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা নলিনীকান্ত বর্মন আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের এলাকায় এসব কী শুরু হয়েছে! মন্দির থেকে মূর্তিও চুরি হয়ে যাচ্ছে!' এমনই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাজেন্দ্র বর্মনের মতো প্রবীণরাও। স্থানীয়দের দাবি, পুলিশ তদন্ত করে শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরের মূর্তিগুলো উদ্ধার করুক।

এর আগে শনিবারই কোচবিহারের ফাঁসিরঘাটে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তি লোপাটের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। আর তারপরই ঘোকসাডাঙ্গায় রাধাকৃষ্ণের মন্দির থেকে মূর্তি চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এল। থানার এত কাছে এমন চুরির ঘটনায় রাতে পুলিশের টহলদারি ও পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

শব্দে মনের শান্তি, জাদু নাকি বিজ্ঞান?

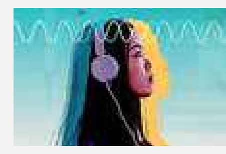

মনকে শান্ত করতে গান বা থেরাপি তো আমরা জানি, কিন্তু শুধু শব্দ শুনেই কি দুশ্চিন্তা কমানো সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ! মস্তিষ্ক কাজ করে ইলেক্ট্রিক ফ্রিকোয়েন্সির ওপর। যখন আমরা স্ট্রেসে থাকি, এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। ইয়েল এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে, 'বাইনোরাল বিটস' নামে একটি বিশেষ ধরনের শব্দ দুশ্চিন্তা প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। এই সাউন্ডে দুটি ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি দুই কানে বাজানো হয়, যা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে শান্ত করে। অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাত্র ১৫ মিনিটের এই থেরাপি মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু ইউটিউব বা স্পটিফাইয়ের সাধারণ গান দিয়ে এটা হয় না। এর জন্য বিশেষ প্ল্যাটফর্ম লাগে। যাঁরা এটি ব্যবহার করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৯৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তি অনুভব করেছেন।

মানবসভ্যতার ছাপ

এক অবিশ্বাস্য তথ্য সামনে এসেছে! পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জীবাণু মিলিয়ে যে ওজন, তার চেয়েও বেশি ওজন এখন আমাদের তৈরি করা কংক্রিট, প্লাস্টিক এবং প্রযুক্তির। মোট ১.১ টেরাটনের এই ওজন মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি মানবজাতির কর্মকাণ্ডের প্রভাবে পৃথিবীর ভারসাম্যের এক গভীর পরিবর্তন। এই বিশাল পার্থক্য বোঝাতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত পিঁপড়ে আছে তার চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ বেশি ওজন কেবল রাস্তারই! আর বিশ্বের সমস্ত ছত্রাকের চেয়ে দ্বিগুণ ওজন আমাদের তৈরি করা প্লাস্টিকের। এই পরিবর্তনটি 'অ্যানথ্রোপোসিন' নামে নতুন এক ভূ-তাত্ত্বিক যুগের সূচনা করছে, যেখানে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উপর মানবসৃষ্ট বস্তুর আধিপত্য বিস্তার হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রমাণ করে যে, আমরা কীভাবে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীর চেহারা পালটে দিচ্ছি।

ছোট কাজ, বড় উপকার!

জিমে গিয়ে ব্যায়াম করার সময় নেই? তাতে কী! বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিদিনের কিছু ছোট কাজ, যা আপনাকে একটু হাঁফিয়ে তোলে, সেগুলোও আপনার হার্টকে সুস্থ রাখতে পারে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, বাজারে ব্যাগ হাতে হাঁটা- এই ধরনের কাজ হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে পারে। গবেষণায় ৮১,০০০ মানুষের ওপর ৮ বছর ধরে চালানো এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত জিমে যান না, কিন্তু প্রতিদিন ৩-৪ মিনিট এই ধরনের ছোট ছোট কাজ করেন, তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ কমেছে। তাই প্রতিদিনের রুটিনে একটু পরিশ্রম যোগ করলেই আপনি আপনার হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে পারেন।

একসঙ্গে নয় কফি আর অ্যান্টিবায়োটিক

গবেষণায় জানা গিয়েছে, কফি ও অ্যান্টিবায়োটিক একসঙ্গে গ্রহণ করা মোটেই ভালো বুদ্ধি নয়। বিজ্ঞানীরা একটি নিরীক্ষায় দেখেছেন 'ই কোলাই' নামে একটি সাধারণ ব্যাকটিরিয়ার ওপর কফির প্রভাব। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কফি সেবনের ফলে ব্যাকটিরিয়াটি তাদের কোষের প্রবেশদ্বারটি এমনভাবে পরিবর্তন করে, যাতে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারে না। ক্যাফিন ব্যাকটিরিয়ার ভেতরে থাকা 'রব' নামে একটি প্রোটিনকে সক্রিয় করে, যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনকে পরিবর্তন করে দেয়। ফলে ওষুধ ব্যাকটিরিয়ার ভেতরে যেতে পারে না। এর কারণে অ্যান্টিবায়োটিক তার কার্যকারিতা হারায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি নিম্নস্তরের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের একটি রূপ। যদিও এটি মানুষের শরীরে কীভাবে কাজ করে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে এই গবেষণাটি নতুন এক রহস্য উন্মোচন করেছে। তাই ডাক্তাররা কফি আর অ্যান্টিবায়োটিক একসঙ্গে গ্রহণ না করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

দিনভর দাঁড়িয়ে ২৫টি হাতির দল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : রাতের আঁধার তখনও কাটেনি! খুদেদের নিয়ে ফালাকাটার দলমণি ফরেস্ট থেকে রওনা হয়েছিল মা হাতিরা। গন্তব্য, রাঙ্গালিবাজনার ধুমচি ফরেস্ট। কিন্তু এশিয়ান হাইওয়ে পেরোতেই ঘড়ির কাঁটা ভোর পাঁচটা পেরিয়ে যায়। অগত্যা রবিবার ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পঁচিশটি হাতির দিনভর বিরাম মালঙ্গি বস্তিবাসীদের ব্যক্তিগত বাগানে। খবর পেয়ে হাতি দেখতে দলে দলে লোক ছোটেন মালঙ্গি বস্তিতে। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন বনকর্মীরা। ওঁরা উৎসাহীদের পথ আগলে দাঁড়ান। অন্যদিকে, তাঁরা দিনভর নজরে রাখেন হাতির পালটিকে। শেষপর্যন্ত ওদের যখন ফের রওনা করানো গেল, ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

বন দপ্তর জানিয়েছে, এলাকাটি হাতি চলাচলের করিডর। তবে এশিয়ান হাইওয়ে সরাসরি না পেরিয়ে গ্যারগান্ডা সড়কসেতুর তলা ব্যবহার করে হাতির পাল। এদিনও সেটাই করেছিল পালটি। বনকর্মীরা জানান, গ্রামবাসীরা জেগে উঠে হইচই শুরু করায় ঘাবড়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নেয় হাতিগুলি। আবার স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শাবক হাতিগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঝোপঝাড়ে শুয়ে পড়ে ওরা। ফলে মা হাতিরাও শাবকদের আগলে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। পালে ছিল একাধিক দাঁতাল হাতি।

উৎসাহী কয়েকটি হাতি বাঁশ গাছ ভাঙার চেষ্টা করতেই সেগুলি গিয়ে পড়ে বিদ্যুতের তারের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে যান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মীরা। নিরাপদেই হাতিগুলিকে বনে ফেরত পাঠানো গিয়েছে, সন্ধ্যায় জানান মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়।

মালঙ্গি বস্তির ভেতর দিয়ে শর্টকাটে বীরপাড়া যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। শিশুবাড়ি, গোপালপুরের অনেকেই ওই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। তবে এদিন ওই রাস্তা দিয়ে কাউকে যাতায়াত করতে দেননি বনকর্মীরা। তবে ততক্ষণে সাহস করে হাতি দেখে ফিরে এসেছে সপ্তম শ্রেণির অঙ্কিত ওরাওঁ, হেমেন মঙ্গররা। শিশুবাড়ির রাজকুমার রায় বলছিলেন, 'আমিও হাতি দেখতে এসেছি। কিন্তু বনকর্মীরা কাছে যেতে দেননি।' এলাকার কাঞ্চা মঙ্গর জানান, এক বন থেকে আরেক বনে যাওয়ার পথে এই এলাকার ঝোপঝাড়ে মাঝে মাঝেই হাতির পাল বিশ্রাম করে। কারণ এলাকাবাসীর রোপণ করা হাজার হাজার গাছ রয়েছে।

২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর ওই এলাকায় একইভাবে ঝোপঝাড়ে দাঁড়িয়েছিল হাতির পাল। কয়েকশো মানুষ হাতি দেখতে ভিড় করেন। এঁদের মধ্যে বিজয় ওরাওঁ নামে সিংহানিয়া চা বাগানের এক বাসিন্দা বনকর্মীদের নিষেধাজ্ঞা না শুনে এগিয়ে যান। হাতির আক্রমণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিন বনকর্মীরা স্থানীয়দের ওই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হাতির কাছাকাছি যেতেই দেননি।

তবে সকাল থেকে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে ঝোপঝাড়ের ওপর নজর রেখেছেন দলে দলে মানুষ। যদি একবার হাতি দেখা যায়! এলাকার উত্তম মঙ্গর বলছিলেন, 'হাতির পালে শাবক থাকায় ঝুঁকি রয়েছে। কারণ শাবক ছুটোছুটি করলে পেছন পেছন মায়েরাও ছোটে। তখন সামনে মানুষ পড়লেই আক্রমণ করে মা হাতি।'

গ্যারগান্ডা নদীর বুকে হাতির পাল। সংবাদচিত্র।

গিলছে তোর্ষা

প্রথম পাতার পর

বাড়িঘর গিয়েছে। গ্রামে আরও প্রচুর মানুষের জমি এভাবে তোর্ষায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। খয়বরউল্লার কথায়, 'এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য এর আগে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে সেচ দপ্তরের কাছে আমরা একাধিকবার জানিয়েছি। কিন্তু প্রশাসনের তরফে প্রতিবার সমস্যা সমাধানে অস্থায়ীভাবে সামান্য কিছু জোড়াতালির কাজ করা হত।'

পুজোর বাজার

প্রথম পাতার পর

নির্দিষ্ট কেনাকাটায় উপহারও মিলছে। এনএন রোডের একটি শপিং মল থেকে কেনাকাটা সারার পর কলেজ পড়ুয়া কোয়েল বর্মন বললেন, 'কয়েকদিন ধরেই পুজোয় কী কী কিনব তার লিস্ট তৈরি করছিলাম। তাই বাবা-মাকে নিয়ে শপিং মলে কেনাকাটা করলাম।' কোচবিহারের একটি প্রসাধনী সামগ্রীর দোকানের কর্মী সায়ন দাসের কথা, 'পুজোর মাসখানেক আগে থেকে আমাদের দোকানগুলিতে প্রচুর ভিড় থাকে। এই রবিবার থেকে সেই ভিড় শুরু হয়ে গেল। যা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে তাতে এবার পুজোর বাজার ভালো হবে।' বস্ত্র ব্যবসায়ী সুদীপ সাহার বক্তব্য, 'ছুটির দিনে দূরদূরান্ত থেকে অনেক ক্রেতা এসেছেন।'

ভয় নয়, বেঁচে থাকুক সহমর্মিতা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পথে-ঘাটে ওঁদের হাত পাতার ছবিটা বদলায়নি। ফলে গৌরীর স্বপ্ন পূর্ণতা পায়নি আজও। আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, 'কাজ না পেলে ওঁরা যাবেন কোথায়? হাত পাতবেন না তো, না খেয়ে মরবেন!' ঠিক, পাঠকের সঙ্গে আমি সহমত। কিন্তু হাত পাতার নামে যদি জুলুমবাজি হয়, তখন? এই যেমন গত শুক্রবার ময়নাগুড়ি বাজারের ঘটনার কথাই বলি। বছর ছিয়াশির মাখন সাহা নিজের চিঁড়ে-মুড়ির দোকানে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। একদল বৃহন্নলা এসে তাঁর কাছে টাকা দাবি করেন। হাতে এঁটো ভাত লেগে থাকায় ভদ্রলোক শুধু বলেছিলেন পরে আসতে। কেন বলবেন তা! বড্ড অন্যায় করে ফেলেছেন যে। আর তাই এক বৃহন্নলা মাখনবাবুর দোকানে থাকা মুড়ির বস্তা ফেলে চিঁড়ের প্যাকেট নিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন। আর সহ্য করতে পারেননি ওই বৃদ্ধ। এই বয়সেও রক্ত জল করে উপার্জন করেন তিনি। গায়ে তো লাগবেই। প্রতিবাদ করতে গেলে জুতো খুলে তাঁর মুখের সামনে নিয়ে শাসাতে থাকেন বৃহন্নলারা। বাপঠাকুরদার বয়সি লোকটাকে এভাবে অপমান করতে একবারও বুক কাঁপেনি তাঁদের। পরে অবশ্য ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত প্রতিবাদের কাছে নত হয়ে তাঁরা মাখনবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

ঘটনায় থানাপুলিশ, হইচই হয়েছে বলে সকলে জেনেছেন। কিন্তু এমন ঘটনা আকছার ঘটছে রোজ। গ্রামে, শহরে, মফসসলে- সর্বত্র। বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমন হলে, বিয়ে-অন্নপ্রাশন হলে ঠিক খবর পৌঁছে যায় তাঁদের কাছে। এখন সবাই মোটামুটি ধরে রাখেন বৃহন্নলাদের খুশি করতে গাঁটের কড়ি তো কিছু খসবেই। এই 'ধরে রাখার' পেছনে মূলত দুটি জিনিস কাজ করে। এক, অভিশাপের ভয়। দুই, চক্ষুলজ্জার।

বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞ বাঙালি ভারতের মহাকাশযাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'সবার উপরে বিজ্ঞান সত্য' বলে স্ট্যাটাস দিলেও পথে কালো বিড়াল রাস্তা কাটলে অন্য গাড়ি কতক্ষণে লক্ষ্মণরেখা পেরোবে সেই অপেক্ষা করে। ফলে যতই আমরা আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, কুসংস্কার আমাদের কলার টেনে ধরে অনবরত। অভিশাপের ভয় আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। পরিবারের অমঙ্গল হোক, সেটা কেই-বা চায়!

হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণে অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং কিন্নর– এই তিন ধরনের ঐশ্বরিক সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা স্বর্গীয় প্রাণী হিসেবে পরিচিত। কিন্নররা সংগীত প্রতিভাবান আধা-ঐশ্বরিক সত্তা। হিন্দুদের একাংশের বিশ্বাস, বৃহন্নলাদের আশীর্বাদে সংসারের কল্যাণ হয়। অভিশাপে উলটোটা। এই বিশ্বাসে ভর করেই আনন্দ অনুষ্ঠানে নাচ-গান পরিবেশনের জন্য ডাক পড়ে তাঁদের। যার যেমন সামর্থ্য, তেমনটাই দেন। আজকাল অবশ্য ডাক না দিলেও খবর পৌঁছে যায় ওঁদের কাছে। পরিবারে কে কে আছেন, আর্থিক অবস্থা কেমন ইত্যাদি হোমওয়ার্ক করেই তাঁরা নামেন। এই যেমন কিছুদিন আগে ফুলবাড়ির এক বাড়িতে হাজির একদল বৃহন্নলা। গৃহকর্তা গত হওয়ায় প্রৌঢ়া একাই থাকেন বাড়িতে। হাফ দেওয়াল তোলা টিনের ঘর। মোটামুটি পরিপাটি। মহিলার মেয়ের ঘরে ছেলে হওয়ায় সেই বাড়িতে এসে ছিলেন কিছুদিন। বৃহন্নলারা সেই বাড়িতে গিয়ে দাবি করেন দশ হাজার টাকা। বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করা মহিলা সাফ জানান, এত টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মিষ্টি খাওয়ার জন্য দুশো টাকা দিতে পারেন। অনেক ধানাইপানাই করেও নিস্তার পাননি তিনি। শুনতে হয়েছে কটুকথা। শেষমেশ ঘরে থাকা দুটো শাড়ি আর জমিয়ে রাখা ৩০০০ টাকা দিয়ে বিদায় করেছেন।

ভিক্ষাবৃত্তি বা যৌনকর্মকে একমাত্র পথ হিসেবে না দেখে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন গৌরী। পথেঘাটে জোর করে টাকা আদায়, হুমকি দেওয়া এসবকে কখনোই সমর্থন করতেন না তিনি। গৌরী বলতেন, 'The society forces us to beg, what we want is work.'। তাঁর সেই নীতি মানার লোকের বড়ই অভাব। ভারতীয় উপমহাদেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি। সবথেকে বেশি উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিমবঙ্গেও সংখ্যাটা ৬০ হাজারের কম নয়। এঁদের সবাই যে বৃহন্নলা, তা নয়। এখন আবার 'নকল' বৃহন্নলাও আছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা আদায়ের পর বৃহন্নলারা যে কার্ড দিয়ে আসেন, তাতে স্পষ্ট লেখা থাকে 'নকল হইতে সাবধান'। কিন্তু কে নকল, কে আসল বোঝা দায়।

আদালতের নির্দেশ মেনে সরকার ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন করেছে, কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে সংরক্ষণও। কিন্তু তাঁদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফেরাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে সরকারি উদ্যোগ সেভাবে চোখে পড়ে না। আর তাই পূর্বসূরিদের দেখাদেখি পথেঘাটে হাত পাতছে ওঁদের নতুন প্রজন্মও। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সুধী সমাজকেও যেমন চোখ খুলতে হবে তেমনই সহমর্মিতার হাত বাড়াতে হবে বৃহন্নলাদের। মনে করিয়ে দিতে চাই, প্রেমই সবচেয়ে বড় অস্ত্র, প্রেমের শক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মাস্ত্র। প্রেম দিলে প্রেম পাওয়া যায়। জোর করে, জুলুম করে হয়তো টাকা আদায় করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা নয়। মানুষ আপনাদের ভালোবাসতে চায়, সে যে বিশ্বাস থেকেই হোক না কেন! তাঁরা চায়, একটু আশীর্বাদের হাত। থাকতে দিন না ওঁদের বিশ্বাস নিয়ে। কথায় আছে না, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। আপনারাও একটাবার বাড়িয়ে দিন না ভালোবাসার হাত। দেখবেন প্রেমের বাগানে ফুল ফুটবেই। সে ফুল হবে লাল, ঠিক গোলাপের মতো।

এশিয়ার তাজ রক্ষার প্রতিশ্রুতি হার্দিকদের

স্পনসরহীন নয়া জার্সি উদ্বোধন

দুবাই, ৭ সেপ্টেম্বর : পরপর দুই দিন দীর্ঘ অনুশীলনের পর একদিন ছুটি।

আর অনুশীলনের সেই ছুটির মাঝেই মরুদেশে আজ উদ্বোধন হয়ে গেল টিম ইন্ডিয়ার নয়া জার্সির। স্পষ্ট করে বললে, স্পনসরহীন জার্সির। নয়া জার্সির আনুষ্ঠানিক বোধনের দিনই টিম ইন্ডিয়ার তরফে এশীয় সেরার তাজ ধরে রাখার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে দেওয়া হল সমর্থকদের।

দুবাইয়ে এখন প্রবল গরম। এমন গরমের কারণেই মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপে ম্যাচ শুরুর সময় আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই। প্রবল গরমের চ্যালেঞ্জ সামলে মাঠে নামার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটাররাও মুখিয়ে রয়েছেন। তার আগে আজ স্পনসরহীন নয়া জার্সির উদ্বোধনের পর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, সহ অধিনায়ক শুভমান গিল, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াদের গলায় ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি শ্রদ্ধা। সঙ্গে খেতাব ধরে রাখার প্রতিশ্রুতিও।

২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। মাঝে অনেকটা সময় পার। ফের মঙ্গলবার থেকে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। বুধবার মাঠে নামছে টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সূর্যকুমার যাদবের ভারতের সামনে খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। তার আগে নতুন জার্সির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে অধিনায়ক সূর্য বলেছেন, 'খেতাব ধরে রাখার স্বপ্ন নিয়ে খেতাবজয়ীরা আবার ফিরছে। আমরা মাঠে নামার অপেক্ষায়।' ভারতীয় ক্রিকেটের অতীত ঐতিহ্য ও গর্বের কথা দুনিয়াকে ফের স্মরণ করিয়ে দিয়ে অলরাউন্ডার হার্দিক বলেছেন, 'দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, খেতাব জয়ের লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে চলা বিরাট সম্মান ও গর্বের। আমরা মাঠে নেমে লড়াই চালিয়ে সর্বস্ব উজাড় করে দেশবাসী ও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি আনতে চাই।' জোরে বোলার অর্শদীপ সিংকেও একইভাবে সাফল্যের স্বপ্ন উসকে দিয়ে সামনে তাকানোর চ্যালেঞ্জের কথা বলতে শোনা গিয়েছে।

সঞ্জু স্যামসনকেও বোর্ডের ওয়েবসাইটে এশিয়া কাপ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা ও শোনা গিয়েছে। সঞ্জু বলেছেন, 'মাঠে কখনই কোনও প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিই না আমরা।' প্রশ্ন হল, সঞ্জু কি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন এশিয়া কাপের আসরে? দুবাইয়ে ভারতীয় দল পৌঁছানোর পর আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সূর্যকুমারদের অনুশীলন কিন্তু ভিন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, সঞ্জুর প্রথম একাদশে সুযোগের সম্ভাবনা প্রায় নেই। সহ অধিনায়ক শুভমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেক শর্মা ইনিংস ওপেন করবেন। তিন নম্বরে তিলক ভার্মা, চারে অধিনায়ক স্কাই, পাঁচে রিঙ্কু সিং, ছয় ও সাতে হার্দিক ও শিবম দুবেকে দুই দিনই অনুশীলনে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, জিতেশ শর্মাকে প্রথম একাদশের জন্য ভাবা হচ্ছে।

ভারতীয় দলের শেষ দুই দিনের অনুশীলনে একবারও সঞ্জুকে মূল নেটে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। তিনি ফিল্ডিং ড্রিল অনুশীলনের পাশে কিপিং চর্চা করেছেন। আর নেটে ব্যাটিং করেছেন অনেক পরের দিকে। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, বড় অঘটন না হলে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম একাদশে সঞ্জুকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ প্রায় তৈরি বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে, সঞ্জুর প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে চর্চার মধ্যেই আজ মরুদেশের কিউরেটার টনি হেমিং সর্বভারতীয় এক দৈনিককে জানিয়েছেন, দুবাইয়ের পিচের চরিত্র সম্প্রতি অনেকটা বদলেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় যেমন পিচ ছিল, এবার সেটা থাকছে না। স্পিনারদের তুলনায় জোরে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পেতে পারেন।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট যেন সূর্যকুমারের কাছে দাবা খেলার মঞ্চ।

> দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, খেতাব জয়ের লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে চলা বিরাট সম্মান ও গর্বের। আমরা মাঠে নেমে লড়াই চালিয়ে সর্বস্ব উজাড় করে দেশবাসী ও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি আনতে চাই।
>
> – হার্দিক পান্ডিয়া

ফ্ল্যাশিং মেডোর রানি সাবালেঙ্কাই

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : 'আমি প্রতিশোধ নিতে ভালোবাসি।'

ইউএস ওপেনের শুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। উইম্বলডনের সেমিফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ আমান্দা আনিসিমোভার কাছে হারের ক্ষত নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে নেমেছিলেন বেলারুশের এই তারকা। অবশেষে প্রতিশোধ নিলেন সাবালেঙ্কা। 'ঘরের মেয়ে' আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) গেমে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার মহিলাদের ইউএস ওপেন খেতাব বেলারুশের এই তারকার।

বছরের তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের মধ্যে দুইটিতে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। এর মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে পরাজয়। ফলে ইউএস ওপেন ফাইনাল ছিল সাবালেঙ্কার কাছে ফিরে আসার মঞ্চ। সেখানেও আবার প্রতিপক্ষ ছিলেন আনিসিমোভা। যার দিকে দর্শকদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু চ্যাম্পিয়নরা বোধহয় এভাবেই ফিরে আসেন। সব চাপ সামলে ইউএস ওপেনের 'মুকুট' নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। সেইসঙ্গে নিয়েছেন মধুর প্রতিশোধ।

যদিও লড়াইটা কিন্তু একতরফা হয়নি। উইম্বলডন ফাইনালে ইগা সোয়াতেকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন আনিসিমোভা। কিন্তু ফ্ল্যাশিং মেডোর ফাইনালে সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তিনি। তবে ঠান্ডা মাথায় মার্কিনী প্রতিপক্ষকে সামলালেন সাবালেঙ্কা। ফাইনাল জেতার পর তিনি বলেছেন, 'আগের দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। এবার তাই নিজের আবেগ সামলে লড়াই করেছি। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে গর্ব অনুভব করছি। এই ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।'

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শুধু চ্যাম্পিয়ন হননি, একাধিক নজির গড়েছেন সাবালেঙ্কা। কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামসের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে টানা দুইবার ইউএস ওপেন জিতেছেন তিনি। সেইসঙ্গে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মূলপর্বে এটি তাঁর শততম জয়।

এদিকে ম্যাচ হেরে বিধ্বস্ত আনিসিমোভা। যদিও তিনি সাবালেঙ্কাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি। আনিসিমোভা বলেছেন, 'ফাইনালের শুরু থেকে সাবালেঙ্কা দুরন্ত খেলেছে। জয়টা ওর প্রাপ্য ছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ফাইনালে আমি নিজের সেরাটা দিতে পারিনি। তবে আগামী দিনে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করব।'

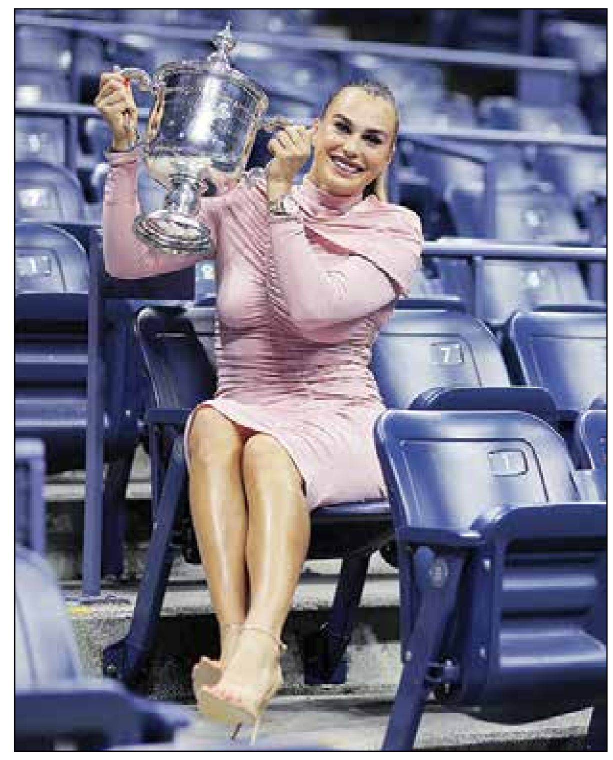

ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশন করতে গ্যালারিতে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

> আগের দুইটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। এবার তাই নিজের আবেগ সামলে লড়াই করেছি। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে গর্ব অনুভব করছি। এই ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।
>
> আরিয়ানা সাবালেঙ্কা

'সেরা মুহূর্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়'

কোচ পন্টিংয়ের প্রশংসায় শ্রেয়স

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর : শ্রেয়স আইয়ার একমাত্র অধিনায়ক, যিনি তিনটি আলাদা দলকে নেতৃত্ব দিয়ে আইপিএলের ফাইনালে তুলেছেন। ২০২৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতবার পাঞ্জাব কিংসকে খেতাবি যুদ্ধে পৌঁছে দিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ফাইনালে হারতে হয়।

খেতাব না এলেও শ্রেয়সের মনজুড়ে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে এবারের মেগা লিগ। সৌজন্যে হেডকোচ রিকি পন্টিং। কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করলেও প্রাপ্য কৃতিত্ব পাননি বলে তোপ দেগেছিলেন। লক্ষ্য ছিল ভারতীয় দলের বর্তমান হেডকোচ, সেদিনের কেকেআরের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। কিন্তু পন্টিং প্রসঙ্গে একেবারে বিপরীত মেরুতে শ্রেয়স।

আজ এক পডকাস্টে পন্টিংকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কের যুক্তি, পন্টিংয়ের মতো ভালো এবং ইতিবাচক কোচ থাকলে দলের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। সবাইকে একত্রিত করে দল গড়ে তোলা, দলকে সাফল্যের পথে চালিত করা যায়। মেগা লিগে নামার আগে পুরো দল এক সুরে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। কৃতিত্বটা প্রাপ্য পন্টিংয়ের।

পাঞ্জাব কিংসে পন্টিংকে কোচ হিসেবে পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে শ্রেয়স বলেছেন, 'কোচ হিসেবে রিকিকে এই বছর পেয়েছি। ওর কোচিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, দলের সবাইকে স্বাধীনতা যেমন দিয়েছে, তেমনই কেউ যাতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তিতে না পরে, সেটাও নিশ্চিত করেছে। প্রত্যেকেই যে দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বুঝিয়েছে। আর যা বলেছে, করেছে, তার মধ্যে কোনও রকম লুকোচুপি ছিল না।'

শ্রেয়সের যুক্তি, পন্টিং দলের প্রত্যেকের থেকে সেরা খেলাটা বের করে এনেছে। একজন কোচ যখন খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস জোগায়, পাশে থাকে, তখন ভালো খেলার তাগিদ বেড়ে যায়। পাঞ্জাব কিংসে ঠিক সেটাই ঘটেছিল এবারের আইপিএলে। শেষ ধাপে কাপ হাতছাড়া হলেও প্রত্যেকের খেলার মধ্যে সেই তাগিদ প্রতিফলিত হয়েছে।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পাঁচশোর বেশি রান করেছেন। গত আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে দাপট দেখিয়েছেন। যদিও শ্রেয়স কেরিয়ারের সেরা মুহূর্ত হিসেবে বেছে নিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়কে। চার নম্বরে ব্যাটিং করে দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৪৩ রান করেন পাঁচ ম্যাচে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৫ রান বাদ দিলে বাকি সব ম্যাচে সফল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫৬, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭৯, সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪৫ করেন। ফাইনালে ৬২ বলে গুরুত্বপূর্ণ ৪৮ করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শ্রেয়সের কথায়, 'ভারতের হয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় আমার কাছে সেরা মুহূর্ত, সেরা অনুভূতি।'

বিরাটের রেজাল্ট সুনীলের কাছে!

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : রোহিত শর্মা, শুভমান গিলরা বেঙ্গালুরুতে গিয়ে ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন। বিরাট কোহলি সেখানে লন্ডনে বসেই টেস্ট দিয়েছেন এবং প্রত্যাশামতো উতরেও গিয়েছেন। শুধু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছেই নয়, সেই টেস্টের রেজাল্ট নাকি জানেন সুনীল ছেত্রী! বন্ধু বিরাটই খোদ সুনীলকে তা পাঠিয়েছিলেন!

রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনা

সুনীল বলেছেন, 'কিছুদিন আগে ওর ফিটনেস পরীক্ষার ফল পাঠিয়েছিল বিরাট। বরাবরই ও আমার পছন্দের মানুষ। খারাপ সময়ে ওর কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে উদ্দীপনা চলে আসে। মন বলে, চলো নতুন উদ্যমে শুরু করা যাক। আসলে সবাই নিজের পিক ফর্মে বিরাট, রোনাল্ডো হওয়ার স্বপ্ন দেখে। দুইজনে যেভাবে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছে, তা প্রশংসনীয়।'

এক পডকাস্ট শোয়ে বিরাটের ফিটনেসের মান, সচেতনতাকে সুনীল তুলনা করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে। বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে রোনাল্ডোকে চিনি না। তবে ওকে দেখেছি, ওর সম্পর্কে পড়াশোনাও করেছি। কোহলিকে কিন্তু জানি। রোনাল্ডো আর বিরাটের মধ্যে বড় মিল হল, পেশাদার জীবনে যা অর্জন করেছে, তা নিয়ে খুশি নয়। আরও সাফল্যের তাগিদ তাড়া করে ওদের। বাকি ক্রীড়াবিদদের কাছে যা শিক্ষণীয়।'

ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কের ফিটনেস, দেশের হয়ে খেলার তাগিদও উদাহরণস্বরূপ। সেই সুনীলের কথায়, তিনিও বিরাট, রোনাল্ডোর থেকে শেখার চেষ্টা করেছেন। শিখেওছেন। বিরাটরা কখনও পিছনের ঘটনা নিয়ে পড়ে থাকে না। নতুন কিছু করার প্রয়াসে লক্ষ্য সবসময় সামনের দিকে। দুইজনে দুই হাত ভরা সাফল্যের অন্যতম কারণ যে মানসিকতা।

আজ দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন

সৌরভের দলে রাসেল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : নতুন চ্যালেঞ্জ। নতুন লক্ষ্য। নতুন পরিকল্পনা।

এমন মনোভাব নিয়েই সোমবার কলকাতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রামধনুর দেশে অতীতে ক্রিকেটার হিসেবে বহু ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এবারের ভূমিকাটা ভিন্ন। ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ। সেই প্রতিযোগিতার অন্যতম দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হয়ে কোচিংয়ের গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন মহারাজ। সোজাকথায়, কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে কোচ হিসেবে ডিসেম্বরের শেষে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর।

কোচ হিসেবে নয়া ইনিংস শুরুর আগে ইতিমধ্যেই চমক দিয়েছেন মহারাজ। শেষ আইপিএলের সময় ইডেনে কেকেআরের একটি ম্যাচের শেষে আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে দীর্ঘসময় আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছিল সৌরভকে। সেই সময় তিনি দ্রে রাসের মোবাইল নম্বরও নিয়েছিলেন। মাঝের সময়ে রাসেলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁকে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলে নিয়েছেন মহারাজ। সঙ্গে রয়েছেন ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকসও। মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের মেগা নিলাম। সেই নিলামের আসর থেকে আগামী তিন বছরের জন্য আরও ক্রিকেটার দলে নেবেন সৌরভ। কাদের নিতে চান দলে? নিলামে যোগ দেওয়ার জন্যই আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন তিনি। সৌরভের কথায়, 'নিলামের আসরে আগাম পরিকল্পনা করে খুব বেশি কিছু করা যায় না। অনেক ভাবনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে সভাপতি পদে মহারাজের প্রত্যাবর্তন প্রায় নিশ্চিত। এমন অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে (চলবে এক মাস, ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি) কোচিংয়ের সিদ্ধান্ত কি একটু বেশিই চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেল না? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র মহারাজকীয় জবাব, 'আমি কোচিং পছন্দ করি। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছি। সফল হওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট আশাবাদী আমি।' অধিনায়ক সৌরভের সাফল্যের কথা সবার জানা। কোচ হিসেবে তাঁর সাফল্যের অপেক্ষা শুরু হচ্ছে মঙ্গলবারের নিলামের আসর থেকেই।

সিরিজ শ্রীলঙ্কার

হারারে, ৭ সেপ্টেম্বর : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি২০ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নিল শ্রীলঙ্কা। রবিবার তৃতীয় ম্যাচে তারা ৮ উইকেটে জয় পায়। প্রথমে জিম্বাবোয়ে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ১৭.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৯৩ রান তুলে নেয়। কামিল মিশারা ৭৩ ও কুশল পেরেরা ৪৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

জেমিকে ঘিরে বাড়ছে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে দুশ্চিন্তার নতুন নাম আলবার্তো রডরিগেজ।

বেশ কয়েকদিন হল পুরোদমে অনুশীলন করছেন না জেমি ম্যাকলারেন। রবিবার প্রস্তুতি শুরুর দিকে সতীর্থদের সঙ্গে বল পায়ে হালকা মেজাজে অল্প কিছুক্ষণ গা ঘামালেন বটে। তবে বাকি সময়টা ফিজিকাল কন্ডিশনিং কোচের তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করতে দেখা গেল সবুজ-মেরুনের অজি বিশ্বকাপারকে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে অভিযান শুরুর আগে মঙ্গলবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। ওই ম্যাচে ম্যাকলারেনের খেলা ঘিরে ধোঁয়াশা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে চিন্তা বাড়ালেন আলবার্তো রডরিগেজ।

আলবার্তোয় অস্বস্তি

এদিন মাঠেই নামেননি আলবার্তো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। 'এসিএল টু'-তে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচের দিন এগিয়ে আসছে। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের প্রতিপক্ষ আহাল এফকে। হাতে সময় থাকলেও সেই ম্যাচে জেমি মাঠে নামতে পারবেন কি না এখনই তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। অনিরুদ্ধ থাপাও এখনও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। রবিবার তিনিও অনুশীলন করলেন না। এই পরিস্থিতিতে আলবার্তোকে নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ বাগান ম্যানেজমেন্ট। যদিও ম্যানেজমেন্টের দাবি স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সোমবারই হয়তো মাঠে নেমে পড়বেন তিনি।

এদিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে সোমবার রাতেই কলকাতায় আসছে গোয়া। মঙ্গলবার সকালে ম্যাচ খেলে ওই দিন বিকেলেই আবার গোয়া ফিরে যাবে তারা।

'এসিএল টু'-র প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের শুভাশিস বসু।

১৪ হাজার কোটি আয় বাড়ল বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : ২০১৯ সালে ছিল ৬০৫৯ কোটি টাকা। ২০২৫ সালে সেটাই ২০৬৮৬ কোটি টাকা! ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ধনীতম ক্রীড়া সংস্থা, এই কথা কারও অজানা নয়। ২৮ সেপ্টেম্বর সেই বিসিসিআইয়ের ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা রয়েছে। তার আগে বোর্ডের শেষ আর্থিক বছরের হিসাব আজ সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, নিয়মিতভাবে আয় বেড়ে চলেছে বিসিসিআইয়ের। শেষ পাঁচ বছরে বোর্ডের আয় বেড়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি। মনে করা হচ্ছে, দুবাইয়ে আসন্ন এশিয়া কাপের সময় টিম ইন্ডিয়ার জার্সি স্পনসরহীন থাকলেও নয়া স্পনসর এলে বোর্ডের আয় আরও বাড়তে চলেছে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে আজ বিসিসিআইয়ের আয়ের খতিয়ান সহ তুলে ধরা হয়েছে শেষ কয়েক বছরের সামগ্রিক চিত্র।

ক্রিকেটীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে ক্রিকেট সংক্রান্ত নানা খাতে দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে অনুদান দেয় বিসিসিআই। অনেক বছর ধরেই এমন নজির চলে আসছে। আজ বোর্ডের যে আয়ের কথা জানানো হয়েছে, সেই অর্থ দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে অনুদান দেওয়ার পর। ফলে আগামী আর্থিক বছরে সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের জার্সিতে নয়া স্পনসর এলেই বোর্ডের আয় আরও বাড়তে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

এশিয়া সেরা ভারত

আট বছর পর এশিয়া কাপ হকি জিতে উল্লাস ভারতীয় দলের। রবিবার রাজগিরে।

রাজগির, ৭ সেপ্টেম্বর : ৮ বছরের অপেক্ষা শেষ। মাঝের সময়টায় অলিম্পিকে জোড়া পদক ও এশিয়ান গেমসের সোনা দখলে এলেও এশিয়া কাপ জয় অধরাই থেকেই গিয়েছিল ভারতীয় হকি দলের। রবিবার ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোরিয়াকে ৪-১ গোলে চূর্ণ করে সেটাই করে দেখালেন হরমনপ্রীত সিং ব্রিগেড। সেইসঙ্গে আগামী বছরের হকি বিশ্বকাপেও তারা সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল।

জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক দিলপ্রীত সিং ফাইনাল শেষে ভারত খেতাব পুনরুদ্ধার করার সোজাসাপ্টা স্ট্র্যাটেজি ফাঁস করেছেন। বলেছেন, 'প্রথম দিন থেকে আমাদের টার্গেট ছিল গোল লক্ষ্য করে শট নিয়ে যাওয়া। সার্কেলে ঢুকতে পারলে কর্নার আদায় করা। এই স্ট্র্যাটেজি আজ সুন্দরভাবে খেটে গিয়েছে। আজ সবাই সুখী।'

শনিবার সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে চিনকে ৭ গোল দিয়ে আক্রমণাত্মক হকিতে বিপক্ষকে বার্তা দিয়েই রেখেছিল ভারতীয় দল। ফাইনালে সেই ছন্দেই শুরু করে মাত্র ৩০ সেকেন্ডে গোল তুলে নেয়। সেন্টারের পর প্রথম আক্রমণে উঠেই অধিনায়ক হরমনপ্রীতের পাস থেকে রিভার্স হিটে গোলমুখ খুলে ফেলেন সুখজিৎ সিং। ৮ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসে গিয়েছিল ভারতের সামনে। যদিও যুগরাজ সিংয়ের নেওয়া পেনাল্টি স্ট্রোক সেভ করে দেন জাপানের গোলরক্ষক জেহান। কিন্তু তাতে উৎসাহ না হারিয়ে বল পজেশন ধরে রেখে আক্রমণাত্মক হকি বজায় রাখার সুফল ভারত পায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ দিকে। ২৮ মিনিটে সঞ্জয়ের বাড়ানো বল থেকে দিলপ্রীতের নেওয়া শট জাপানের গোলরক্ষকের দুই পায়ের মাঝ দিয়ে জালে চলে যায়। তৃতীয় কোয়ার্টারে দিলপ্রীত ৩-০ করে কোরিয়ানদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন শেষ করে দেন। হতোদ্যম বিপক্ষকে চতুর্থ গোলটি চাপিয়ে দেন অমিত রোহিদাস। এরপর সন ডেইন কোরিয়ার হয়ে একটি গোল ফেরালেও তা হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া কাজে দেয়নি।

সোনা জয়ের সেলিব্রেশন ঋষভ যাদব, আমন সাইনি ও প্রমথেশ ফুগের।

ইতিহাস গড়ে সোনা ঋষভদের

সিওল, ৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়ল ভারত। রবিবার কম্পাউন্ড ইভেন্টে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছে তারা। এই প্রথমবার কম্পাউন্ড বিভাগে ভারতের পুরুষ দল সোনা জিতেছে।

ভারতের ইতিহাস গড়ার কারিগর তিন তিরন্দাজ ঋষভ যাদব, আমন সাইনি ও প্রমথেশ ফুগে। ফাইনালে এই ত্রয়ীর দাপটে ফ্রান্সকে ২৩৫-২৩৩ পয়েন্টে হারায় ভারতীয় দল। প্রথম তিনটি সেটের পর দুই দলের স্কোর ছিল ১৭৬-১৭৬। শেষ সেটে ঠান্ডা মাথায় সোনা নিশ্চিত করেন ঋষভ যাদবরা। ফাইনালে ওঠার পথে তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্কের মতো দলকে হারিয়েছেন ।

এদিকে কম্পাউন্ড ইভেন্টে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতলেও মিক্সড বিভাগে সোনা হাতছাড়া করেছে ভারত। মিক্সড বিভাগে ঋষভ যাদবকে সঙ্গে নিয়ে নেমেছিলেন জ্যোতি সুরেখা ভেনাম। ফাইনালে এই ভারতীয় জুটি নেদারল্যান্ডসের কাছে ১৫৭-১৫৫ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছে।

কম্পাউন্ড ইভেন্টে মহিলাদের দলগত বিভাগে দ্বিতীয় রাউন্ডে ইতালির কাছে ২৩৩-২২৯ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছে ভারত।

সুযোগ কাজে লাগানোর কথা বলছেন খালিদ

কুইরোজের ওমানকে হারাতে চায় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রথমবার অংশ নিয়েই বাজিমাত না বলা গেলেও অন্তত হারানো আত্মবিশ্বাস যে ফিরবে, এই কথা বলাই যায়।

কাফা নেশনস কাপে মালয়েশিয়া না আসায় ভারতের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। খালিদ জামিলও দায়িত্ব নিয়েই দলকে দেখে নেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এহেন টুর্নামেন্টের ফাইনাল না হোক, অন্তত তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ খেলার যোগ্যতা অর্জন করাও এই মুহূর্তে ভারতের কাছে যথেষ্ট বড় ব্যাপার। তবে ওমানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কাজটা যে সহজ হবে না, এই কথা জানা খালিদ এবং তাঁর ছেলেদের। তিন ম্যাচ খেলে একটিতেই জয় এখনও পর্যন্ত। ইরানের কাছে পরাজিত হলেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র। প্লে-অফে নামার আগে খালিদ বলেছেন, 'গ্রুপ পর্যায়ে যা খেলা হয়েছে তারপর আমরা সবাই খুব পজিটিভ মানসিকতা রাখছি। প্রথমদিন থেকেই কিছু করে দেখানোর ভাবনা ছিল। ছেলেদের বিশ্বাস ও পরিশ্রমের জন্যই আজ আমরা প্লে-অফে পৌঁছাতে পেরেছি। সিনিয়ার-জুনিয়ার সবাই সমানভাবে লড়াই করেছে। আমরা এখানে শুধুই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে এসেছি, এটা কখনোই আমার মনে হয়নি ওদের দেখে। ফুটবলাররা সকলেই তৈরি নিজেদের সেরাটা দিতে।' তবে বিশ্বের ৭৯ নম্বর ওমানের বিপক্ষে কাজটা যে সহজ নয় এই কথা জানা ভারতীয় দলের হেড কোচের। বিশেষ করে এইমুহূর্তে তাদের কোচ যখন কার্লোস কুইরোজের মতো একজন বিখ্যাত কোচ। খালিদও সেই কথা মেনে নিয়ে বলেন, 'ওমান দুর্দান্ত দল। তাছাড়া ওইরকম বিশাল মাপের কোচও আছেন। তাই আমাদের জন্য একেবারেই সহজ হবে না ম্যাচটা। তবে আমরা লড়াই করব।'

কাফা নেশনস কাপে আজ
তৃতীয় স্থান নির্ধারক ম্যাচ
ওমান বনাম ভারত
সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : হিসর, তাজিকিস্তান
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের কোচ খালিদ জামিল।

এর আগে ওমানের বিপক্ষে ড্র করলেও ম্যাচ জিততে পারেনি ভারত। খালিদ কিন্তু অতীত মনে না রেখে জয়ের কথাই বলছেন, 'আমাদের জয়ের লক্ষ্যেই মাঠে নামতে হবে।' প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানের বিপক্ষে করা দুটি গোলই এসেছে সেট পিস এবং দুই ডিফেন্ডারের পা থেকে। অ্যাটাকাররা এখনও গোল করতে ব্যর্থ। এই প্রসঙ্গে খালিদের মন্তব্য, 'কীভাবে গোল হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, আসল হল গোল পাওয়া এবং খেলার ফল। সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে সেটাই যথেষ্ট নয়। সেগুলো কাজেই লাগাতে হবে।' ওমানের বিপক্ষে ফল যাই হোক না কেন, এই কাফা নেশনস কাপ থেকে কিছুটা হলেও হারানো অত্মবিশ্বাস ফিরবে ফুটবলারদের। আর এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে সেটাই এখন সবথেকে জরুরি ভারতীয় দলের জন্য।

পাক ক্রিকেটে জঙ্গি হামলার বলি দর্শক

লাহোর, ৭ সেপ্টেম্বর : জঙ্গিদের নিশানায় এবার পাকিস্তানের ক্রিকেট। ম্যাচ চলাকালীন মাঠের মধ্যে আক্রমণ চালাল জঙ্গিরা। বোমা বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন এক দর্শক। আহতের সংখ্যা অনেক। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায়। শনিবার সেখানকার বাজাউর জেলায় একটি ম্যাচ চলাকালীন বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পুরো মাঠ চত্বর। খেলার সময় জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান এক দর্শক। স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জঙ্গিরা আইইডি-র মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। নির্দিষ্ট টার্গেট করেই এই বিস্ফোরণ। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, বিস্ফোরণের পর মাঠ চত্বর ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। প্রাণভয়ে ক্রিকেট দেখতে আসা সাধারণ মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন। কয়েকদিন আগে বাজাউর জেলার একটি থানায় হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা।

জোটাকে জয় উৎসর্গ পর্তুগালের

ইয়েরেভান, ৭ সেপ্টেম্বর : বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। কিন্তু মাঠে নামার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে কে তা বলবে?

এখনও একইরকম আগ্রাসী। আগের মতোই গোলের ক্ষুধা। শনিবার আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে জোড়া গোল করে রোনাল্ডো যেন এটাই বুঝিয়ে দিলেন পর্তুগাল জাতীয় দলে এখনও তিনি অপরিহার্য। যার মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্যভেদ প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে জোরালো শটে। এরপর পর্তুগিজ মহাতারকার অনুরাগীদের অনেকেই বলছেন, '৪০-এও এমন গোল রোনাল্ডোর পক্ষেই সম্ভব।'

বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে এতদিন তাঁর এবং লিওনেল মেসির করা গোলের সংখ্যা ছিল ৩৬। এদিন জোড়া গোলের সুবাদে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে টপকে গেলেন সিআর সেভেন। এই তালিকায় শীর্ষে আছেন গুয়েতেমালার কার্লোস রুইজ। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে তাঁর গোলের সংখ্যা ৩৯। অর্থাৎ দুটি গোল করলেই বিশ্ব রেকর্ড গড়বেন রোনাল্ডো। আর ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে যোগ্যতা অর্জন পর্বে আরও ৪টি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। পর্তুগিজ মহাতারকা যে গতিতে এগোচ্ছেন তাতে হয়তো এই নজির গড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

গোলের পর উচ্ছ্বসিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

আর্মেনিয়া ম্যাচের পর পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ বলেছেন, 'রোনাল্ডোর গোল কেবল আমাদের জয়ের পথ দেখিয়েছে তাই নয়, এই গোল ওঁর নেতৃত্বের প্রতীক।' তিনি আরও বলেছেন, 'কঠিন ম্যাচে জয় আমাদের ইতিবাচক মানসিকতার ফল। এটা নিঃসন্দেহে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। তবে আমাদের সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে কাজটা সহজ হবে না।' পর্তুগালের ফুটবলার ভিটিনহা বলেছেন, 'এটা আমাদের অন্যতম সেরা পারফরমেন্স। দিয়েগো জোটাকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ সুযোগটা আমরা কাজে লাগিয়েছি।'

বিরাটের রেজাল্ট সুনীলের কাছে!

- *খবর এগারোর পাতায়*

দলীপ ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের সামনে মধ্যাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে উঠল দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল। রবিবার দুইটি সেমিফাইনাল ম্যাচই ড্র হয়। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল। এদিন ৫ উইকেটে ২৭৮ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে মাত্র ৩৬১ রানে শেষ হয় উত্তরাঞ্চলের প্রথম ইনিংস। ফলে ১৭৫ রানের লিড নিয়ে তখনই ফাইনাল একপ্রকার নিশ্চিত করেছিল দক্ষিণাঞ্চল। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ১ উইকেটে ৯৫ রান সংগ্রহ করে তারা।

এদিকে অপর সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষে ১১৮ রানের লিড নিয়ে ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা আগেই অনেকটা নিশ্চিত করে রেখেছিল মধ্যাঞ্চল। রবিবার তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৬০০ রানে। ফলে ১৬২ লিড পান রজত পাতিদাররা। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৬ রান করেছে পশ্চিমাঞ্চল।

২৫ অক্টোবর থেকে শুরু সুপার কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের ২৫ তারিখ থেকে সুপার কাপ শুরু করার কথা ঘোষণা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। যা চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে টুর্নামেন্টের মাঝে বিরতি থাকবে জাতীয় দল ও ক্লাব স্তরেও আন্তর্জাতিক উইন্ডো থাকায়। এদিন এআইএফএফের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রবিবার ভার্চুয়ালি কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় শুধু সুপার কাপ নয়, ফেডারেশনের বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারী নিয়োগের বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয় বলে জানানো হয়েছে। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতি দরপত্র নেওয়ার ক্ষেত্রে তিন সদস্যের একটি কমিটি (বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটি) গড়ার বিষয়ে একমত হয়ে অনুমোদন দেয়। যারা নতুন স্বত্বাধিকারী নেওয়ার ক্ষেত্রে নজরদারি করবে। এই তিন সদস্যের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এল নগেশ্বর রাওকে আগেই আদালত নিয়োগ করেছে। বাকি দুই সদস্য হলেন এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের অডিট ও কমপ্লায়েন্স কমিটির সদস্য কেশাভারান মুরুগাসু ও এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

দরপত্র বাছাইয়ে কমিটি গঠন

এছাড়া গত ৭ এপ্রিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক একটি এমআরএ টাস্ক ফোর্স কমিটি তৈরি করা হয়। যারা এবার টেন্ডার কমিটি হিসাবে বাণিজ্যিক সঙ্গী হতে চেয়ে দরপত্র জমা করা কোম্পানিগুলির শর্তাবলি খতিয়ে দেখবে। এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করা হয়েছে। নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির দিকে নাও হাঁটতে পারে ফেডারেশন। যা খবর তাতে নতুন টেন্ডার খোলার প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে।

এদিকে, এবার সুপার কাপই শুধু নয়, যে কোনও টুর্নামেন্ট করার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সমস্যা হল, আন্তর্জাতিক বিরতির পাশাপাশি দেশের দুই ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়ার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে অংশ নেওয়া। নভেম্বরের শুরুতেই মোহনবাগান ও গোয়ার ম্যাচ থাকছে। এছাড়াও ভারত বাংলাদেশের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলবে। ফলে প্রয়োজনীয় বিরতি নিতেই হবে সুপার কাপের ক্ষেত্রে। তবে তারিখ জানিয়ে দিলেও শেষপর্যন্ত আইএসএলের কতগুলো ক্লাব সুপার কাপে অংশ নেবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দুই বন্ধু ব্যবসায়ী সমিতি। ছবি : অমিতকুমার রায়

সেরা দুই বন্ধু ব্যবসায়ী সমিতি

হলদিবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : ফিরিঙ্গির ডাঙ্গা প্রীতি সংঘের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হাকির মোড় দুই বন্ধু ব্যবসায়ী সমিতি। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-০ গোলে এমআরএস পয়ামারিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। পুরস্কার তুলে দেন হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা, ডাঙ্গাপাড়ার কোম্পানি কমান্ডেন্ট আকাশ দে প্রমুখ।

পন্থের 'সন্ধান' দেয় নেহেরা : বাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : বয়সের ব্যবধান অনেকটা। দুইজন দুই প্রজন্মের। তবে আশিস নেহেরা ও ঋষভ পন্থের 'গুরু' এক- প্রয়াত তারক সিনহা। সেই সুবাদে প্রথম থেকেই ঋষভের দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন নেহেরা। জহুরির চোখে ধরা পড়েছিল ঋষভের স্পেশাল প্রতিভা।

ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারকে তা জানিয়ে ছিলেন নেহেরা। বলেছিলেন, ছেলেটাকে দেখে রাখ। ভারতীয় ক্রিকেটের 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে উঠবে। বাকিটা ইতিহাস। ঋষভকে নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বাঙ্গার বলেছেন, 'আশিস নেহেরার থেকে ঋষভের কথা শুনেছিলাম। বলেছিল দারুণ খেলোয়াড়। সহজাত প্রতিভা। আলাদা করে বলেছিল ঋষভের ভয়ডরহীন ক্রিকেটের কথা। প্রথমবার যখন ওকে নেটে দেখি, তা ভালোমতো টের পেয়েছিলাম।'

নিজের জন্য সবসময় চ্যালেঞ্জ রাখতে ভালোবাসে ঋষভ। নেটে বোলারদের বলত, আরও জোরে শরীর লক্ষ্য করে বল করতে! বাঙ্গারের কথায়, এহেন মানসিকতা খুব কমজনের মধ্যে রয়েছে। নেহেরার পর্যবেক্ষণ কতটা সঠিক ছিল, তা প্রতিপদে বুঝিয়েছে ঋষভ। ঋষভের আগমনে ইতি পড়েছিল দীর্ঘদিন ধরে ৫ নম্বরে ব্যাট করতে পারে এমন একজন উইকেটকিপারের খোঁজ।

গিলের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন বিরাট

শুভমান গিলকে নিয়েও অজানা গল্প। প্রকাশ্যে জানালেন, সবাইকে চমকে দিয়ে কীভাবে রবি শাস্ত্রী প্রথম এগারোয় শুভমানকে খেলিয়েছিলেন। আর যার নেপথ্যে ছিলেন বিরাট কোহলিও। ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই অভিষেক ঘটে শুভমানের। নেটে শুভমানকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিরাট-শাস্ত্রী দুজনেই।

বাঙ্গার বলেছেন, 'বিরাট এসে বলে, নেটে শুভমানকে ব্যাট করতে দেখলাম। দুর্দান্ত। ১৯ বছর বয়সে আমি ওর দশ শতাংশও ছিলাম না। কোচ রবি তো বলেই দেয় এখনই শুভমানকে খেলানো উচিত। আমরা সবাই বুঝে গিয়েছিলাম স্পেশাল ট্যালেন্ট পেয়ে গিয়েছি।'

বিরাটের 'অ্যাংরি ইমেজ'-এর প্রসঙ্গও উঠে আসে সাক্ষাৎকারে। বাঙ্গারের কথায়, বিরাটের এই মেজাজটা সহজাত। প্রতি পদক্ষেপে যা প্রতিফলিত হয়। ১৯৭৫-১৯৮০ সালে বলিউডি সিনেমায় অমিতাভ বচ্চনের যে ইমেজ সাফল্যের বিজয়রথ ছুটিয়েছিল। বাঙ্গারের যুক্তি, ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের আগ্রাসী মেজাজ সহজাত। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিভিএস লক্ষ্মণদের অবসরের পর শূন্যতা পূরণে কোহলির মতো একজন অ্যাংরি ইমেজের কাউকে দরকার ছিল। আগ্রাসী মেজাজকে সঙ্গে নিয়েই দলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বদলে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার মানসিকতা।

জয়ী পিএসএস

মাথাভাঙ্গা, ৭ সেপ্টেম্বর : ঝংকার ক্লাবের কল্পনা বর্মন ট্রফি ৬ দলীয় ফুটবল রবিবার শুরু হল। এটিম মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে মাটিয়ারকুঠি পিএসএস ২-১ গোলে মাথাভাঙ্গা প্লেয়ার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। পিএসএস-এর হিমেশ বর্মন ও রাকেশ বর্মন গোল করেন। প্লেয়ার্সের গোলটি বিজয় দাসের। ম্যাচের সেরা পিএসএস-এর সঞ্জিত বর্মন। সোমবার মুখোমুখি হবে নিশিগঞ্জ একাদশ ও মেখলিগঞ্জ এসএসএ।

ম্যাচের সেরা হয়ে সঞ্জিত বর্মন। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

বিজ্ঞপ্তি

প্যানাসিয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিল। হলদিবাড়ি বাজার, কোচবিহার।

দলবদলে ৯৩

জলপাইগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দলবদলে রবিবার ৯৩ জন ক্রিকেটার সই করেছেন। সুপার ডিভিশনের সব ক্লাবই নিজেদের দল গুছিয়ে নিয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹ ১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা সুভাষ দোলাই - কে

22.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70G 22131 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি অবিশ্বাস্যভাবে সন্তোষজনক একটি মুহূর্ত। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে জীবনে উন্নতি করার একটি সুযোগের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে বাবুরহাট এফসি। ছবি : জয়দেব দাস

খেতাব জিতল বাবুরহাট

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : বাবুরহাট ফুটবল লাভার্সের অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাবুরহাট এফসি। রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে কাকড়িবাড়ি এফসি-কে হারিয়েছে। রামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালের সেরা যশ রায়। প্রতিযোগিতার সেরা কাকড়িবাড়ির অসীম রায়। পুরস্কার তুলে দেন আয়োজকদের তরফে মৃণালকান্তি দাস, প্রিয়ব্রত কুণ্ডু প্রমুখ।

প্রেমজিৎ ক্যারাটে

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাকাডেমি ও এমজেএন ক্লাবের প্রেমজিৎ সেন গোল্ড কাপ ক্যারাটে প্রতিযোগিতা হয়ে গেল রবিবার। এমজেএন ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ৩৫০ জন ক্যারাটেকা ৪২টি বিভাগে অংশ নেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য।

খেতাব রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ারের

হলদিবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : টাউন ক্লাবের জয়চাঁদলাল, শ্রী ভগবান ও শ্রীকিষান লাহোটি ট্রফি গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। প্রতিযোগিতার সেরা দেবাদিত্য রায়সরকার। সেরা উদীয়মান ফুটবলার বিল্টু রায়। সেরা ডিফেন্ডার সুজিত রায়। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে জলপাইগুড়ির উদয়ন ক্লাব। পুরস্কার তুলে দেন ট্রফি ডোনার শ্যামসুন্দর লাহোটি, বিনোদ লাহোটি, বিডিও রেনজি লামু সেরপা, আইসি কাশ্যপ রাই প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ছবি : অমিতকুমার রায়